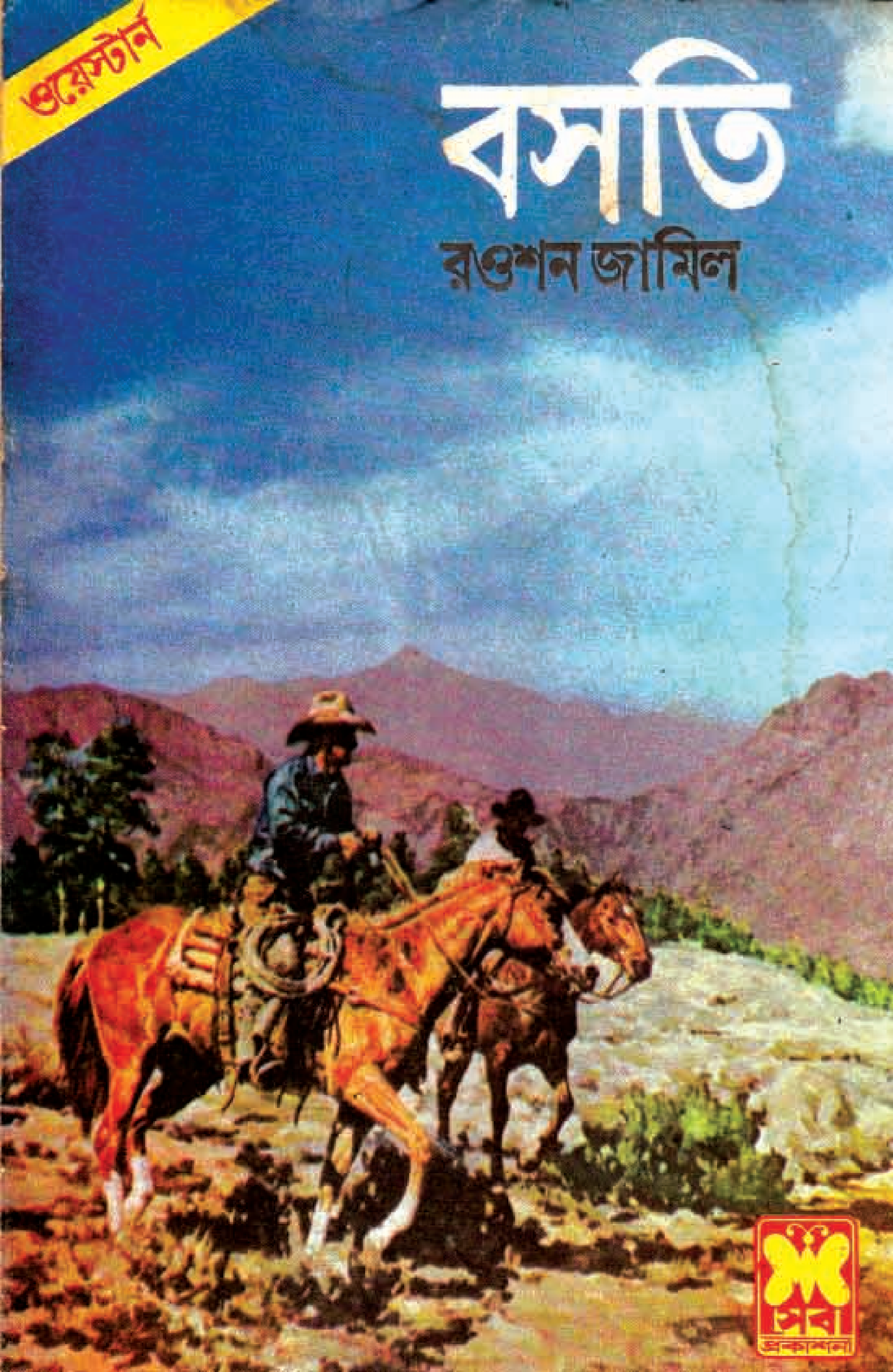

ওয়েস্টার্ন
বসতি
রওশন জামিল
সেবা
প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন-২৬

বসতি

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

BASATI
by Raoshan Jamil

বসতি

রওশন জামিল

সেবা প্রকাশনী

দুটি কথা

পশ্চিমে বসতি শুরু এবং তা গড়ে-ওঠার ইতিহাস ওয়েসটার্ন পাঠকদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে। ওসমান পরিবারের কাহিনী বলতে গিয়ে আমরা সে-চেষ্টাই করছি। 'জলদস্যু' এবং 'নীলগিরি' তার প্রস্তুতিপর্ব।

'বসতি' উপন্যাসে ওসমান পরিবার পুরোপুরি ওয়েসটার্ন। 'বসতি'-র পটভূমি গৃহযুদ্ধোত্তর পশ্চিম। আগের দুটি উপন্যাস পড়া থাকায় পাঠকবর্গ আশা করি 'বসতির' স্বাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবেন।

আগামীতে ওসমান পরিবারের কাহিনী নিয়ে আরো ওয়েসটার্ন আসবে। পরবর্তী বই 'স্বর্ণতৃষা'। সোনার নেশায় আমেরিকার মানুষ এক সময় হন্যে হয়ে পশ্চিমে ছুটেছিল —'স্বর্ণতৃষা'য় সে-কাহিনী বলা হবে।

ওসমান পরিবারের কাহিনীর মধ্য দিয়ে পাঠক পশ্চিমের সত্যিকার জীবনের রস গ্রহণ করতে সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

এক

আমার ভাই, অ্যানজেল ওসমান, দশাসই লোক—অনায়াসে একটা গাছের ডাল দিয়ে ভালুক মারতে পারে। আমি লিকলিকে, অ্যানজেলের মতো লম্বা হলেও কাঁধ আর বাহু ছাড়া শরীরে কোথাও মাংস বিশেষ নেই। অ্যানজেলের গানের গলাটা ভারি চমৎকার, দেবদুতের মতো, বা আরো সোজাভাবে বলা যায় একজন খাঁটি ওয়েলশের মতো। গানে ওয়েলশের খ্যাতি চিরকাল—দেবদুতকেও হার মানায়। জন্মসূত্রে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওয়েলশ। অ্যানজেল ওই বিরাট শরীরেও চলাফেরায় কাঠবেড়ালি।

লোকে বলে আমি ঠাণ্ডা। পাহাড়ে, যেখানে ছেলে বেলায় খেলাধুলো করতাম, কেউ আমার সাথে লাগতে চাইতো না। অ্যানজেলের শক্তি ষাঁড়ের মতো, কিন্তু আমার একটা-কোনো গুণের কমতি আছে ওর ভেতর।

হিগিনসদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বিরোধ অনেক কালের। লং হিগিনস ওই পরিবারের শেষ-পুরুষ—এবং সবচেয়ে নীচ। একটা পুরোনো রাইফেল নিয়ে ও এলো ওসমান নিধনে। লক্ষ্য অ্যানজেল, কারণ জানতো বিয়ের বাসরে ও নিরস্ত্র যাবে।

এমন শুভদিনে পুরোনো শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, অ্যানজেল স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর সমস্ত চিন্তা তখন ভাবী বধূ, মেরি ট্রিপ এবং আসন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে। তাই ভাবলাম লং হিগিনসকে বাধা দেবার দায়িত্ব আমার। ওকে থামতে নির্দেশ দেবো, এমন সময় পাদ্রি মেইরিক তাঁর শোভাযাত্রাসহ আমাদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। আমি ঘুরে ও-পাশে গিয়ে দেখলাম লং হিগিনস দুপা ফাঁক করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রাইফেল অ্যানজেলের দিকে তাক করা।

লোকজন ভয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে। লং গুলি করলো, মেরিই প্রথম দেখতে পায় ওকে, ধাক্কা মেরে অ্যানজেলকে ও সরিয়ে দিলো। টাল হারিয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এলো মেরি, গুলিটা সোজা এসে ওর বুকে বিঁধলো।

'লং!'

আমার গলা চিনতে পেরে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো সে, রাইফেল তাক করলো, দুঠোঁট পরস্পর শক্তভাবে সাঁটা।

কোমরের কাছ থেকে রাইফেল ছোঁড়ায় লং হিগিনস ওস্তাদ, দ্রুত গুলি করলো···বোধ করি একটু তাড়াহুড়োই করলো।

আমার পিস্তল ফিরে গেল হোলসটারে, ধুলোর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে লং হিগিনস পড়ে আছে। সে-দিন বনের পথে অনেকটা ঘুরে বাসায় ফিরলাম—এর বহু পরে আর একবার মাত্র এতটা পথ আমাকে হাঁটতে হয়েছিল।

শোভাযাত্রায় বিল ক্যানাভান থাকবার কথা। ও ডাকলে আমাকে থামতে হতো। বিল এই পাহাড়ী অঞ্চলের শেরিফ, আমার দূর্সম্পর্কের আত্মীয়।

আমাকে ঝোপঝাড় ভেঙে আসতে দেখে মা একটা কিছু গোলমাল আঁচ করলেন। ঘটনাটা বলতে মাত্র এক মিনিট লাগলো। দোলনা চেয়ারে বসে মা সরাসরি আমার চোখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনলেন। 'নীল,' কঠিন শোনালো তাঁর গলা, 'লং হিগিনসকে সামনা-সামনি মেরেছিস?'

'হ্যাঁ, মা।'

'গেলডিংটা নিয়ে যা,' মা বললেন, 'এ-তল্লাটে অত তেজী ঘোড়া আর একটিও নেই। পশ্চিমে চলে যা, ভালো কোনো জায়গার হদিস পেলে কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে পাঠাস—ছেলেপুলে নিয়ে আমি চলে আসবো।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলালেন। দীনহীন হাল। আমরা খাটি, কিন্তু অবস্থা না ফেরায় বাবার মৃত্যুর পর থেকেই পশ্চিমে যাবার তাগিদ দিচ্ছেন মা।

এ-স্বভাব তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন: বাবা ছিলেন ভবঘুরে, প্রচুর জানাশোনা ছিলো, ঘরকুনো ছিলেন না। আর মা যেন এ-কারণেই আরো বেশি ভালোবাসতেন—আমরাও তাই। বাবা ওয়েলশ টানে কথা বলতেন। রূঢ় শব্দও তাঁর গলায় মধুর শোনাতো। যে-কারো রক্তে দোলা ধরিয়ে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো তাঁর। বাবার বর্ণনায় দূরের দেশগুলো হয়ে উঠতো জ্যান্ত, মনে হতো অসীম সম্ভাবনা নিয়ে মানুষের প্রতীক্ষা করছে।

মায়ের ওই পোড়খাওয়া নীল চোখজোড়ার দিকে তাকানো লং হিগিনসকে মোকাবেলা করবার চাইতে কঠিন। 'নীল, তুই কি বিলকে মারতে পারবি?'

অন্যে হলে বলতাম না, মায়ের কাছে সত্য কবুল করলাম। 'পারবো—মারবো না। ও আমাদের আত্মীয়।'

ঠোঁট থেকে তামাকের পাইপটা সরালেন তিনি। 'নীল, তোর বয়েস এখন আঠারো। গেল বারোটা বছর কেবল গোলাগুলিতে কাটিয়েছিস। তোর বাবাও তোর নিশানা, গতির প্রশংসা করতো। বাছা, আইনের পক্ষে থাকিস, বিপথে যাস না।' শালটা জড়িয়ে নিলেন মা। 'ঈশ্বর চাইলে, পশ্চিমে আবার দেখা হবে।'

দক্ষিণে কিছু দূর গিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করলাম। বিল ক্যানাভান রাজ্যসীমার বাইরে পিছু নেবে না, তাই পাহাড়ে আঁধার নামবার আগেই টেনেসি ছেড়ে এলাম।

দুর্গম, বিপদসঙ্কুল ট্রেইল। আরকান-স, ওর্যাক আর ক্যানসাসে যাওয়া যায়। ব্যাকসটার স্প্রিংসের রাস্তায় যখন উঠলাম, লোকে ভাবলো অনেকের মতো আমিও বোধ হয় পাহাড় থেকে কাজের সন্ধানে এসেছি, টেকসাসের কীটদুষ্ট গবাদি পশু সরাতে সাহায্য করবো—তবে তখনো পর্যন্ত এ-দিকটা ভাবিনি আমি।

টেকসাসের গরুগুলো রয়েছে আট মাইল দূরে। সেখানে গেলাম। এক জায়গায় ক্যামপফায়ারের ধারে বসে গল্প করছে কয়েকজন। রান্নার সুবাসে আমার পেট গুলিয়ে এলো। দুদিন কিছু খাইনি, পকেটে টাকা নেই, বিনে পয়সায় চাইতেও আত্মসম্মানে বাধছে।

একজন ভদ্রলোক ডাকলেন। বেঁটে, স্বাস্থ্যবান ; চৌকো মুখ, ঘন গোঁফ। 'এই যে, ঘোড়সওয়ার, কী চাই ?'

'চাকরি। এবং সম্ভব হলে খাবার। আমি টেনেসির লোক, রকি পাহাড়ে যাচ্ছি। তবে চাকরি পেয়ে গেলে যাবো না। আমার নাম

ও'নীল ওসমান।'

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করলেন। একটু বাদে বললেন, 'এসো, নেমে এসো। অতিথিকে আমি বিমুখ করি না। আমি বলডউইন, জন বলডউইন।'

ঘোড়াটা বেঁধে আগুনের ধারে গেলাম। এক সুদর্শন লোক চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে, বাবার মুখে-শোনা গল্পের সেই জলদস্যুদের মতো মেহেদি রঙের দাড়ি। 'ধেত্তেরি,' আমুদে গলায় বললো সে, 'এও যে দেখছি চাষা!'

'কেন—চাষী কী দোষ করলো?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমরা ফসল না বুনলে তোমরা খেতে কী?'

'ওসমান, কিছু মনে করো না,' বললেন বলডউইন। 'চাষীরা একটু রগচটা হয়—আমার এক লোককে খুন করেছে সে-দিন।'

'তো,' পাশ থেকে বলে উঠলো কেউ, 'আমরাও না-হয় ওদের একটাকে মেরে ফেলি।'

সেধে ঝামেলা বাধাতে চাইছে, এদের স্বভাব আমার জানা। মাঝারি গড়ন, যে-পাশে পিস্তল ঝুলিয়েছে সে-দিকের কাঁধটা ঈষৎ নামানো। কালো লোমশ ভ্রূজোড়া নাকের ঠিক ওপরে পরস্পর মিলিত হয়েছে, হাড্ডিসার ছুঁচোলো মুখ। ঝগড়া বাধাবার জন্যে সহজতম রাস্তাই বেছে নিয়েছে ও।

'মিসটার,' আমি বললাম, 'ইচ্ছে হলে লাগতে পারো—যখন খুশি।'

আগুনের ও-পাশ থেকে ও তাকালো, বিস্মিত দৃষ্টি, বোধ হয় ভেবেছিল আমি ভয় পাবো। আমার ছিন্ন মলিন পোশাক, ঘরে-তৈরি শার্ট, বুটের ভেতর-ঢোকানো রং জ্বলা জিনস এ-সব বলে দিচ্ছে

আমি পাহাড়ী ; চালচুলোহীন—তবে আমার পিস্তলের দিকে তাকালে দেখতে পাবে ওটার নলে পোড়া বারুদের দাগ লেগে আছে।

'ঢের হয়েছে কানি,' ভৎর্সনা করলেন বলডউইন। 'ও আমাদের মেহমান।'

থালায় খাবার পরিবেশন করলো পাচক। চমৎকার ঘ্রাণে মন জুড়িয়ে গেল আমার। দুথালা খাবার এবং পরপর তিনকাপ কফি সাবাড় না করা অবধি কোনো দিকে তাকালাম না। পাহাড়ে আমরা কড়া কফি খাই, কিন্তু এর তেজই আলাদা।

আমাকে নিরীক্ষণ করলো মেহেদি-দাড়ি, তারপর মিঃ বলডউইনকে বললো, 'বস, একে বরং রেখে দিই। ওর খাওয়ার যা বহর, কাজ তার অর্ধেক করলেও আমরা বর্তে যাবো।'

'কিন্তু ও কি লড়তে জানে?' ফুট কাটলো কানি।

থমথমে পরিবেশ, থালাটা একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। 'মিসটার, পয়লা চোটে তোমাকে খুন করিনি কারণ বাড়ি থেকে আসবার সময় মাকে কথা দিয়েছিলাম, পিস্তল সহজে ছোঁবো না। কিন্তু তুমি, দেখছি, নাছোড়বান্দা।'

আমার ইঙ্গিত ধরতে পারলো কানি। ওর চোখ দেখে বুঝলাম, দুদিন আগে বা পরে, ওকে খুন করতে হবে।

'মাকে কথা দিয়েছো, না?' ঠোঁট ওলটালো কানি। আচ্ছা, দেখা যাবেখন।' ডান পা এক ইনচি আগে বাড়ালো। আমি হেসে উঠতে যাবো, হঠাৎ পেছন থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'চালাকির চেষ্টা করো না, মিসটার। আমি চাই না, নীল এখনই তোমাকে শেষ করে দিক। লক্ষ্মী ছেলের মতো জায়গায় গিয়ে বসো।'

অ্যানজেল, ওর স্বভাব আমি জানি। নিশ্চয়ই ওর রাইফেলের নিশানা এ-মুহূর্তে কানি।

'ধন্যবাদ, জেল'। মা আমাকে পইপই করে বারণ করেছিলেন…'

'হ্যাঁ, শুনেছি। এর কপাল ভালো।'

ও স্যাডল থেকে নামলো। দীর্ঘকায় সৌম্য চেহারা, বৃষস্কন্ধ। কোমরে পিস্তল।

'তোমরা দুজন ভাই?' প্রশ্নটা বলডউইনের।

'জ্বি,' বললো অ্যানজেল।

'ঠিক আছে, আজ থেকে বহাল হলে তোমরা,' বলডউইন বললেন। 'যারা মিলেমিশে কাজ করে আমি তাদের পছন্দ করি।'

তো এ-ভাবেই শুরু হলো। মেহেদি-দাড়ির নাম, টম ওয়াটকিনস। ফোরম্যান। ওর ওই এক সুপারিশে আমাদের সবার জীবন এক-সুতোয় বাঁধা পড়লো, তবে সেটা বুঝতে বহু সময় লেগেছে আমাদের।

গোড়াতেই অ্যানজেলকে ভালোবেসে ফেললো সকলে। হাসিমুখে বাড়তি কাজ করে, রাতে ক্যামপফায়ারের ধারে গোল হয়ে বসে গান গায়। রূপকথা শোনায়। ওর ভরাট গলার গানে গরুগুলো পর্যন্ত অনুগতটি থাকে।

আমার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না। আমি নিজের কাজে মেতে থাকি। অ্যানজেল যখন বলে আমাদের দুভাইয়ের মধ্যে আমিই শক্তপাল্লা, ওরা হাসে। কেবল দুজন যোগ দেয় না ওই হাসিতে—টম ওয়াটকিনস আর ক্যাপ সয়্যার। সয়্যারের শরীর দড়ির মতো পাকানো, ধূসর চোখদুটো সতর্ক বুদ্ধিদীপ্ত—ঝাঁটার মতো গোঁফ। একনজরে বলে দেয়া যায় বহু ঘাটের পানি খেয়েছে এই লোক।

তৃতীয় দিন সকালে টম ওয়াটকিনস আমার কাছে এলো। 'নীল,' ও জিজ্ঞেস করলো, 'রীড কার্নি পিস্তল বের করলে তুমি কী করতে?'

'খুন করতাম, মিঃ ওয়াটকিনস।'

আড়চোখে তাকালো সে। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিল।'

ফিরতি পথ ধরলো ওয়াটকিনস, খানিকটা গিয়ে পেছন ফিরে বললো, 'ও, হ্যাঁ, আমাকে টম বলে ডেকো, কেমন।'

ক্যানসাসের তৃণভূমি দেখলে নয়ন জুড়িয়ে যায়। দিগন্তবিসারী ঘাস-ছাওয়া প্রান্তর, ঈশ্বরের নির্দেশে অশান্ত সাগরের মতো অবিরাম দুলছে বাতাসে। এখানে-সেখানে থোকা থোকা বিচিত্র ফুল, মোষের শাদা কঙ্কাল ইতস্তত ছড়ানো।

পঞ্চম দিনে পথ দেখাবার দায়িত্ব বর্তালো আমার কাঁধে। দল থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি, আচমকা একটা গিরিসঙ্কট থেকে বারোজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এলো। বিপদ আঁচ করে আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

রোদেলা সকাল, নীল আকাশে একখণ্ড শাদা মেঘ পথভোলা মোষের মতো ভেসে যাচ্ছে।

ওদের কাছাকাছি হতে রাশ টানলাম। আমার স্পেনসার '৫৬ জিনের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা, ডান হাত ট্রিগারে।

লাগাম টানলো ওরা, গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকজন—নেতার চেহারাটা বিদঘুটে।

'আমরা তোমাদের গরু আটক করবো,' সোজা কাজের কথায় চলে এলো সে। 'আমাদের গরু খেদিয়ে এনেছো তোমরা, ঘাস নষ্ট করেছো।'

'আমার তা মনে হয় না,' ওর দিকে তাকিয়ে বললাম। কথাচ্ছলে স্পেনসারের নল ঘুরিয়ে দিয়েছি ওর পেট বরাবর, ট্রিগারে খেলা করছে আঙুল।

'দেখো, খোকা,' লোকটা কুঁদে উঠলো।

'মিসটার,' আমি বললাম, 'এই স্পেনসারটা মোটেও খোকা নয়। এক বন্ধুর সাথে আমার বাজি হয়েছে। ওর ধারণা বেলটের বাকলস গুলি ঠেকাতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি '৫৬ গুলি ওটাকে সোজা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। তোমার বাকলসটা তো বেশ বড়— রাজি হয়ে যাও, আমরা বাজিটা ফয়সালা করে ফেলি।'

ওর মুখের রক্ত সরে গেল, অন্যরা পাঁয়তারা করলে পালের গোদা-টাকে শেষ করে দেবো।

'ব্যাক,' দলনেতার পেছন থেকে বলে উঠলো একজন, 'আমি ওকে চিনি। ও সেই ওসমানদের একজন। এদের কথাই বলছিলাম তখন।'

আইকেনকে চিনতে পারলাম। টাকি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, গরু চুরি করতে গাঁ ছেড়েছে।

'অ?' ম্লানভাবে হাসলো ব্যাক। 'চিনতে পারিনি। যাও।'

'ধন্যবাদ।'

ফিরে গেল ওরা, মিনিট দুয়েক পর ধুলো উড়িয়ে মিঃ বলডউইন, টম ওয়াটকিনস, ক্যাপ সয়্যার আর রীড কার্নি হাজির হলো। গোলযোগের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। ছিনতাইবাজদের চলে যেতে দেখে অবাক হলো।

'নীল,' প্রশ্ন করলেন বলডউইন, 'ওরা কেন এসেছিল?'

'আমাদের গরু আটক করতে।'

'চলে গেল যে ?'

'মত পালটেছে।'

চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন তিনি। পেটে খোঁচা মেরে আমি গেলডিংকে চলতে নির্দেশ দিলাম।

'বুঝলে কিছু,' মিঃ বলডউইনের গলা শুনতে পেলাম, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওই লোক ব্যাক র‍্যানড।'

'তাই,' নিরুত্তাপ সুরে বললো সয়্যার, 'ছোঁড়ার সাহস আছে।'

রাতে অ্যানজেল ঘটনাটা জানতে চাইলে শুধু বললাম, 'আইকেন ছিলো ওদের সাথে। টাকি ফ্ল্যাটের।'

কানি আড়ি পেতেছিল। 'আইকেন ? কোন আইকেন ? কার কথা বলছো ?' ও প্রশ্ন করলো।

'আমাদের এলাকার,' অ্যানজেল বললো, 'নীলকে চেনে।'

রীড কানি আর উচ্চবাচ্য করলো না, অদ্ভুত দৃষ্টিতে চোরা চাউনি হানতে লাগলো বারবার, যেন আমাকে আগে দেখেনি কখনো।

ঝামেলার অন্ত নেই ; এর কোলেই মানুষের জন্ম। কিন্তু আমার সমস্যা ভিন্ন : এই তৃণভূমির শেষে উঁচু নির্জন পাহাড়। ঈশ্বরের মর্জি হলে একদিন ওখানে আমার নীড় হবে।

আর কত দূর ? এ-নিঃসঙ্গতার শেষ কবে ?

দুই

আমাদের সামনে অবারিত প্রসারিত প্রেইরি। ওপরে খোলা আকাশ। দিনে সূর্য, রাতে নক্ষত্রের চাঁদোয়া। আমরা গরুর পাল নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি। যদি সহস্র বছর বাঁচি, ওই শিঙগুলোর বন্য সৌন্দর্যের কথা চিরকাল মনে থাকবে। রোদ চকচকে, যেন তেল মাখিয়ে দিয়েছে কেউ।

লাল, বাদামি, ডোরাকাটা, শাদা পিঠের ওপর এ যেন এক শিঙের সাগর। ওরা বুনো হিংস্র; স্থলচর কোনো প্রাণীকে ডরায় না। আমরা ওদের ভালোবাসি, ভয়ও পাই। পশ্চিমে ওদের অদৃষ্টে কী লেখা আছে কে জানে।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপে পাহারা দেবার সময় অপলক সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পানে চেয়ে থাকি। মাকে ভীষণ মনে পড়ে তখন, কখনো কখনো এক অচেনা নারীমুখ ধরা পড়ে কল্পনায়—আমার মানসী?

সহসা কী যেন ঘটে গিয়েছে আমার অন্তরে, অ্যানজেলেরও। হঠাৎ পৃথিবীটা খুলে গিয়েছে আমাদের সামনে—পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ, উপত্যকা, আমাদের দীনহীন গাঁ এগুলোর স্থান করে নিয়েছে এক নতুন দুনিয়া যার কোনো আদি-অন্ত নেই। আগে আমাদের গণ্ডি

ছিলো ক্ষুদ্র উপত্যকায় সীমাবদ্ধ, আজ সেটা পৃথিবীর মতো কিংবা তার চেয়েও বড় হয়ে গিয়েছে। যেখানে স্থলভাগের শেষ, সেখানেও রয়েছে আকাশ। কাউকে দেখতে পাইনি আমরা। ফাঁকা প্রান্তর। আমাদের আগে গবাদি পশু নিয়ে কেউ আসেনি এ-দিকে। শুধু বুনো মোষ আর ইনডিয়ান ওঅর পার্টির ট্রেইল রয়েছে। গাছপালা নেই, কেবল ঘাস আর ঘাস। সারাক্ষণ ফিসফিসিয়ে নিজেদের ভালো লাগার গল্প শোনাচ্ছে। অ্যানটিলোপ চরে, রাতে নীরব তারার দরবারে কাতর ফরিয়াদ জানায় কয়োট।

অধিকাংশ সময় একা চলি, মাঝেমধ্যে টম ওয়াটকিনস বা ক্যাপ সয়্যারের সাথে জোড় বাঁধি। গবাদি পশুর ব্যাপারে বহু কিছু শিখছি ওদের কাছ থেকে। ওয়াটকিনস গরুর জহুরি। লেখাপড়া আমাদের সকলের চেয়ে বেশি, অথচ বড়াই নেই

আমরা যখন এক সাথে বেরোই, ও কবিতা আবৃত্তি করে, প্রাচীনকালের ইতিহাস শোনায়। ওর গ্রীক নায়কেরা যেন আমার কত চেনা, পাহাড়িয়াদের সাথে মিল খুঁজে পাই। আজকাল পড়াশোনার প্রতি একটু একটু করে আমার আগ্রহ জাগছে।

সয়্যার স্বল্পবাক। প্রতিটা কথাই অর্থপূর্ণ। কঠিন মানুষ, পাল্লা দিয়ে কাজ করে, ঘোড়া ছোটায়—অথচ দলে ও সবার বড়। কত জানি না, তবে ওই ধূসর সতর্ক চোখজোড়া বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী।

'মানুষ ইচ্ছে করলেই,' একদিন বললো ও, 'ক্যানসাসের পশ্চিম আর কলোরাডোতে টাকা কামাতে পারে। প্রচুর গরু পাওয়া যায় ওখানে, মালিক নেই। দক্ষিণের স্প্যানিশ বসতিগুলো থেকে পথভুলে চলে এসেছে।'

সয়্যারের সব কথার পেছনেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে ফেললাম এ-বারও কোনো প্ল্যান খেলছে ওর মাথায়। কিন্তু আর কিছু ভাঙলো না।

আমরা দুভাইয়ে আলোচনা করলাম এ-ব্যাপারে। মা-ভাইদের জন্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার। মালিকবিহীন গবাদি পশু···আইডিয়াটা মনে ধরলো।

'দল গড়তে হবে,' অ্যালান বললো।

টম ওয়াটকিনসের সায় পাবো, আমি নিশ্চিত। যতটুকু বুঝেছি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, এবং পশ্চিমে আসবার পেছনে এই আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে। ওর য শিক্ষাদীক্ষা, কোথায় উঠবে হলফ করে কেউ বলতে পারে না। রাজনীতির ঝোঁক আছে···পশ্চিমে ক্ষমতা আর প্রচেষ্টা থাকলে যা চাওয়া যায় মেলে। টম ওয়াটকিনসের সম্ভাবনা প্রচুর।

'অ্যানজেল আর আমি তোমার ওই কথাটা নিয়ে আলাপ করছিলাম,' সয়্যারকে বললাম। 'এখন তুমি রাজি হলে টম ওয়াটকিনসকে বলবো।'

'ওর সাথে কথা হয়েছে। ও রাজি।'

ক্যানসাস-মিসৌরি বর্ডার থেকে মিঃ বলডউইন তাঁর গরুর পাল তৃণভূমিতে সরিয়ে নিলেন। তাঁর ইচ্ছে, গরুগুলো ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হলে অ্যাবিলেনে গিয়ে বেচে দেবেন। রেলরোড থাকায় গরু বেচাকেনা হয় ওখানে।

অ্যাবিলেনকে কেউ বড় শহর ভাবলে ভুল করবে, তবে আমার আর অ্যানজেলের, যারা ব্যাকসটার স্প্রিংসের চেয়ে বড় টাউন জীবনে

দেখিনি, বেশ পছন্দ হলো। শহরের মূল আকর্ষণ রেইলরোড। এর কথা শুনেছিলাম আগে, দেখিনি। অবশ্যি দেখবার মতো তেমন কিছু নেই : স্রেফ দুটো লোহার পাত সমান্তরালভাবে চলে গিয়েছে, তলায় কাঠের স্লিপার পাতা। গোটাবারো কাঠের বাড়ি, পানশালা, আর রেলরাস্তার ঠিক উলটোদিকে একটা নতুন তেতলা হোটেল, সামনে ঝুলবারান্দা। লোকমুখে অত লম্বা দালানের কথা শুনেছি, স্বচোখে কোনো দিন দেখবো বলে আশা করিনি।

আরো একটা হোটেল রয়েছে। নাম, ব্র্যাটনস। ছটা কামরা। হোটেলের পুবদিকে পানশালা। মালিকের নাম জোনস, মোটাসোটা লোক। স্টেজ স্টেশনটা দোতলা। এছাড়া একটা কামারশালা আর মুদিখানা রয়েছে।

আমরা শহরের বাইরে ঘেসো জমিতে গরুগুলো জড়ো করলাম। অ্যাবিলেন সবে গড়ে উঠছে, ভালো খরিদ্দার পাবার সম্ভাবনা কম, তবু মিঃ বলডউইন খুঁজে দেখতে গেলেন। ক্যানসাসে এ-পর্যন্ত সাড়া পাইনি আমরা।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আমাদের শহর দেখার অনুমতি দিলেন।

অ্যানজেল আর আমি রেলরাস্তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দরাজ গলায় গান ধরেছে অ্যানজেল। ড্রোভারস কটেজের কাছে আসতেই দেখলাম ঝুলবারান্দায় একটা মেয়ে বসে রয়েছে।

অনুজ্জ্বল সোনালি চুল, ধবধবে ফরসা, যেন সূর্যের মুখ দেখেনি কোনো কালে। নীল চোখজোড়া যে-কোনো পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট। একটু ভালোমত লক্ষ্য করতে আমাদের একটা ঘোড়ার সাথে ওর মিল খুঁজে পেলাম। ভোঁতামুখো রোয়ান, অবাধ্য।

অ্যানজেলের পানে তাকালো মেয়েটা। নিমেষে বিপদের আভাস পেলাম, ছেলেধরা দৃষ্টি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তো ওরটা তাই।

'অ্যানজেল,' বললাম, 'নিজের ভালো চাইলে ওই মেয়ের কাছ থেকে দূরে থাক।'

'তোর সব তাতেই ইয়ে,' আমার কাঁধে হাত রাখলো ও, 'এমন চুল দেখেছিস আগে!'

'ওর সাথে আমাদের সেই অকম্মা রোয়ানটার মিল দেখতে পাচ্ছি আমি। বাবা বলতেন, "ঘোড়াকে যেভাবে বাজিয়ে নিতে হয় মেয়েলোকের ক্ষেত্রেও তাই করবি।" কথাটা মনে রাখিস।'

অ্যানজেল হাসলো। 'চুপ করে তুই কেবল দেখে যা।'

একেবারে বারান্দার নিচে গিয়ে থামলো ও, রেকাবে দাঁড়িয়ে বললো, 'হাউডি, ম্যাম। ওপরে এসে তোমার সাথে গল্প করলে আপত্তি আছে?'

আমাদের সবার মতো ওরও দাড়ি-কামানো গোসল দরকার, কিন্তু অ্যানজেলের চেহারায় মেয়েদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে।

ও জবাব দেবার আগেই একটা লোক বেরিয়ে এলো, দীর্ঘদেহী। 'শোনো, ছোকরা,' চড়া স্বরে বললো সে, 'আমার মেয়েকে বিরক্ত করো না। ও কাউহ্যানডদের সঙ্গে মেশে না।'

মন-ভোলানো হাসিতে অ্যানজেলের মুখ ভরে উঠলো। 'সরি, স্যার, আমি খারাপ কিছু ভেবে বলিনি। এ-পথে যাচ্ছিলাম, আপনার মেয়ের রূপ দেখে প্রশংসা না করে পারলাম না, স্যার।'

মেয়েটাকে একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো, আমরা স্যালুনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সাদামাঠা পানশালা। দশফুট বার, মেঝেতে কাঠের ভুসি। তাকে গোটা ছয়েক বোতল। অত্যন্ত নিচুমানের হুইসকি। এমন কি আমাদের গাঁয়েও যে-কেউ ঝরনার পানি আর ভুট্টা থেকে এর চেয়ে ভালো মদ বানাতে পারে। পান সেরে আমরা পিপের খোঁজে পেছনে রওনা হলাম।

সে-কালে বহু জায়গায় পিপেই ছিলো গোসলের একমাত্র ব্যবস্থা। ন্যাংটো হয়ে পিপের ভেতর দাঁড়াতে হতো, এবং একজন মগে করে পানি ঢেলে দিতো।

'সাবধান,' বললো স্যালুন মালিক। 'কাল একজনকে ব্যারেলের ভেতর সাপে কেটেছে।'

অ্যানজেল আর টম ওয়াটকিনস গোসল শুরু করলো, দেয়ালে-সাঁটা ভাঙা আয়নায় দাড়ি কামাতে লাগলাম আমি। ওদের সারা হলে জামাকাপড় খুলে একটা পিপেতে নামলাম, অ্যানজেল আর টম চলে গেল। গায়ে পানি ঢালছি, হঠাৎ স্যালুন থেকে রীড কার্নি বেরিয়ে এলো।

আমার পিস্তল হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু শার্টের নিচে চাপা পড়ায় তাড়াতাড়ি ওঠানো সম্ভব নয়।

আধপিপে পানিতে আমি ন্যাংটো দাঁড়িয়ে, সামনে মাতাল হিংসুটে রীড কার্নি। একটা কিছু করা দরকার, অথচ কোনোমতেই বেচাল হওয়া চলবে না। পিস্তল ওঠাবার চেষ্টা বোকামি হবে। যে-ভাবেই হোক পিপে থেকে বেরোতে হবে আমাকে, অথচ সারা শরীরে সাবানের ফেনা, চুল বেয়ে চোখের দিকে এগিয়ে আসছে।

পিপের অদূরে একটা গামলায় গা ধোয়ার পানি রাখা, নির্বিকারে

উবু হয়ে গামলাটা তুলে নিলাম, পানি ঢেলে ধুয়ে ফেললাম সাবান।

'অ্যানজেল হোটেলে গেছে,' দাঁত কেলিয়ে কার্নি বললো, 'এটা কি উচিত হলো, তোমাকে একা বিপদের মুখে রেখে গেল?'

'আমার সমস্যা আমি একাই সামলাই।'

ও পিপের তিন-চারফুটের ভেতর এগিয়ে এলো, খুনের নেশায় চোখ জ্বলছে।

'তাই? দেখি তাহলে, ভাইকে ছাড়া সামলাতে পারো কি না।'

গামলায় এখনো একতৃতীয়াংশ পানি রয়েছে, ঢালার জন্যে ওপরে তুললাম।

হিংস্র হয়ে উঠেছে কার্নির দৃষ্টি, আরো এক কদম এগিয়ে এলো। 'আমি তোকে ঘৃণা করি,' বললো সে, 'তোকে—' পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল, অবশিষ্ট পানিটুকু ওর মুখে ছুঁড়ে মারলাম আমি।

লাফিয়ে পিছু হটলো সে, আমি তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে পড়ে গেলাম। ও গুলি ছুঁড়বে, গামলার প্রান্ত ওর খুলিতে আঘাত করলো। আমার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে তপ্ত সীসে বেরিয়ে গেল। ওক কাঠের গামলা, ভারি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল কার্নি।

স্যালুন থেকে কয়েকজোড়া বুটের আওয়াজ ভেসে আসছে। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে নিলাম। শার্টখানা সরিয়ে পিস্তলে হাত রাখলাম যাতে কার্নির সাহায্যে কেউ এগিয়ে এলে মোকাবেলা করতে পারি।

লম্বামত একটা লোক বেরিয়ে এলো। সোনালি চুল, টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো মুখ, ঠোঁটের কোণ চেরা, মনে হবে সারাক্ষণ বুঝি ভেংচি কাটছে। পিস্তলবাজদের ঢঙে হোলসটার উরুর সাথে বাঁধা, ঈষৎ

নামানো। ওর ঠিক পেছনে ক্যাপ সয়্যার, নিমেষে একধারে সরে গিয়ে পিস্তলের বাঁটে হাত রাখলো সে। অন্যপাশে দাঁড়ালো টম ওয়াটকিনস। আর দুজন ঠোঁট-কাটার দুপাশে জায়গা করে নিলো।

'কী ব্যাপার?' প্রশ্ন করলো ঠোঁট-কাটা।

'কানি বাড়াবাড়ি করছিল,' আমি বললাম, 'তাই টাইট দিয়েছি।'

বন্ধুর প্রতি দরদে উথলে উঠলো ঠোঁট-কাটা, পিস্তলে হাত বাড়াতে গেল, পেছন থেকে মুখ খুললো স্বল্পবাক ক্যাপ সয়্যার। 'তোমার বিপদ টের পেয়ে আমরা ছুটে এসেছি, নীল,' নিরুত্তাপ কঠিন গলায় বললো সে।

মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি। ঠোঁট-কাটার—পরে জেনেছি ওর নাম ফেটারসন—আদৌ পছন্দ হলো না ব্যাপারটা। ওর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে, অথচ পেছনে ওদের ওপর নজর রাখছে টম ওয়াট-কিনস আর ক্যাপ সয়্যার।

আড়চোখে এপাশ-ওপাশ তাকালো ফেটারসন, মণিহারা ফণীর মতো মিইয়ে গেল। একটা তুলকালাম বাধাতেই এসেছিল সে, কিন্তু ভেজা বেড়ালটি বনে যাওয়ায় আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

'ওর জ্ঞান ফেরার আগে পালিয়ে যাও,' ফেটারসন বললো। 'তোমার ছাল তুলে ফেলবে।'

ইতিমধ্যে প্যানট পরে বুটের ভেতর গুঁজতে শুরু করেছি, উদোম শরীরে লড়াই আমার মোটেও ভালো লাগে না।

গানবেলট বাঁধলাম কোমরে, হোলসটার জায়গামত বসিয়ে দিলাম। 'ওকে বলো, এই শহর ছেড়ে যেতে। আমি গোলমাল চাই না, কিন্তু ও পিছু ছাড়ছে না—ভীষণ একগুঁয়ে।'

আহার করতে আমরা তিনজন ড্রোভারস কটেজে গেলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো, অ্যানজেল সেই স্বর্ণকেশিনীর কাছাকাছি বসেছে। মেয়েটা হ্যাংলার মতো তাকাচ্ছে, যেন সুন্দর পুরুষ দেখেনি জীবনে। তবে এখানেই শেষ নয়: ওর বাবা স্বয়ং ওখানে বসে কথা শুনছেন। আগেই বলেছি অ্যানজেল বিশুদ্ধ ওয়েলশ গলায় একটা দোয়েলের সাথে পর্যন্ত কথা বলবার ক্ষমতা রাখে—এমনটি আমি আর কারো মাঝে দেখিনি।

খেতে খেতে আমরা তিনজন আলাপের ঝড় তুললাম। ইনডিয়ানদের সামাল দিতে পারলে পশ্চিমে একজন লোক কী কী সুবিধে পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা।

আমরা মাটিতে বসে খেতে অভ্যস্ত, টেবিলে বাধো বাধো ঠেকছে। দুধশাদা টেবিল ক্লথ, চকচকে বাসনকোসন অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। কাউহ্যানডরা শিকারের ছুরি নিয়ে খেতে বসে, রুটি-মাংসের বড় বড় টুকরো কেটে মুখে পোরে।

সে-রাতে হোটেলের অফিসে মিঃ বলডউইন পাওনা মিটিয়ে দিলেন। একে একে টাকা বুঝে নিলাম। একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার আমি বা অ্যানজেল এর আগে কখনো নগদ পঁচিশ ডলার হাতে পাইনি। পাহাড়ে মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিস বিনিময়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে, ঘরে-তৈরি কাপড় পরে।

আমাদের বেতন মাসে পঁচিশ ডলার। অ্যানজেল আর আমি প্রায় সাড়ে তিনমাস কাজ করেছি।

যখন আমার পালা এলো, মিঃ বলডউইন কলম নামিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন।

'নীল, আজ সকালে ইউএস মার্শাল এক লোককে ধরে এনেছে। ওর নাম আইকেন। সে-দিন প্রেইরিতে ব্যাক র‍্যানডের সঙ্গে সেও ছিলো।'

'জ্বি, স্যার।'

'আইকেনের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। ও জানালো, তুমি না থাকলে ব্যাক র‍্যানড আমার গরু ছিনিয়ে নিতো। মনে হলো তোমাদের ব্যাপারে সব কিছুই ও জানে এবং সে-সব র‍্যানডকে বলেওছিল। তাই র‍্যানড পিছিয়ে যায়। আমি অকৃতজ্ঞ নই, নীল। এই নাও, উপরি দুশো ডলার।'

সে-আমলে দুশো ডলার অনেক টাকা, নগদ টাকা সচরাচর দেখা যেতো না।

আমরা ড্রোভারস কটেজের ঝুলবারান্দায় এসে দেখলাম, তিনটে ওয়াগন ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে, এবং পেছনে আরো তিনটে। প্রথম তিনটে আমি অ্যামবুলেনস, বারোজন মেকসিক্যান পাহারা দিচ্ছে। পরনে আঁটসাঁট বাকস্কিন, মাথায় মেকসিক্যান সমব্রেরো। পেছনেরগুলো রসদবাহী ওয়াগন, আরো বারোজন ঘিরে রয়েছে। এমনটা দেখিনি আগে।

ওদের জ্যাকেটের ঝুল সংক্ষিপ্ত, কোমরে অবধি, নিচে প্যানটের ঘের চওড়া, উরুতে দস্তানার মতো এঁটে বসেছে। দাঁতওয়ালা স্পার, বাজছে ঝুনঝুন। প্রত্যেকের রাইফেল পিস্তল ঝকঝকে নতুন।

প্রথম শকটখানা ড্রোভারস কটেজের সামনে এসে থামলো। এক-জন সৌম্যদর্শন পক্ককেশ বৃদ্ধ নামলেন গাড়ি থেকে। চুলের মতোই গোঁফ শাদা। হাত বাড়িয়ে একটা মেয়েকে নামতে সাহায্য করলেন।

ওর বয়েস ঠিক কত বলতে পারবো না, মেয়েদের বয়েস সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, তবে আন্দাজ করলাম বছর ষোলো হবে। এত রূপ জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

সান্তা ফেতে বসবাসকারী স্প্যানিশ ডন এবং তাঁদের কন্যাদের সম্পর্কে বাবার কাছে গল্প শুনেছি। এরাও নিঃসন্দেহে ওইদিকেই যাচ্ছে।

তক্ষুণি একটা পরিকল্পনা খেললো আমার মাথায়। ইনডিয়ান অধ্যুষিত এলাকায় সশস্ত্র লোক যত বেশি থাকবে ততই মঙ্গল। ইন-ডিয়ান হামলা ঠেকাতে হলে এদের কমপক্ষে চল্লিশজন পাহারাদার লাগবে। আমরা চারজন ওদের দলকে অতখানি জোরদার করতে পারবো, এর ফলে আমরা যেখানে যেতে চাইছি সেটারও সুরাহা হয়ে যাবে।

ভেতরে গেলাম, সঙ্গীদের বললাম না কিছু। ওই রূপসীকে নিয়ে ডন একটা টেবিলে বসেছেন। একনজরেই বুঝলাম এখানে কেউ গোলমাল পাকাতে চাইলে ডাল গলবে না তার। আশপাশের টেবিল রক্ষীবাহিনীর দখলে। আমি ডনের দিকে এগিয়ে যেতেই ওদের চার-জন স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালো, নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো।

'স্যার,' বললাম, 'আপনাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছে সান্তা ফের দিকে যাচ্ছেন। আমি আর আমার সঙ্গীরা মোট চারজন। আমরাও পশ্চিমে যাচ্ছি। আমাদের কাছে চারটে রাইফেল আছে। আপনার দলে শরিক হবার অনুমতি দিলে আমরা দুপক্ষই লাভবান হতাম।'

শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। ওর গোঁফ তুষারধবল, গায়ের রঙ তামাটে, স্থির চোখদুটি বাদামি। মুখ খোলার আগেই ভদ্রলোক-কে বাধা দিলো মেয়েটা, মনে হলো বুঝিয়ে বলছে কিছু, তবে ওঁর মনোভাব টের পেতে অসুবিধে হলো না।

মেয়েটা তাকালো আমার দিকে। 'দুঃখিত, স্যার। আমার দাদু রাজি নন।'

'ঠিক আছে,' বললাম, 'তবে ইচ্ছে করলে মিঃ বলডউইনের কাছ থেকে উনি আমাদের বিশ্বস্ততা যাচাই করে নিতে পারেন।' ইশারায় বলডউইনকে দেখালাম।

ও ব্যাখ্যা করলো, কামরার উলটোদিকে মিঃ বলডউইনের পানে তাকালেন বৃদ্ধ। বারেকের জন্যে মনে হলো উনি বোধ হয় মত পালটাবেন, কিন্তু মাথা নাড়লেন তিনি।

'সরি,' আন্তরিক সুরে বললো মেয়েটা। 'আমার দাদু ভীষণ বাস্তববাদী।' একটু ইতস্তত করে যোগ করলো, 'আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের তরফ থেকে হামলা আসতে পারে।'

বাউ করলাম, এই প্রথম কারো সামনে মাথা নোয়ালাম আমি, মনে হলো এটাই শোভন দেখাবে।

'আমার নাম ও'নীল ওসমান। কোনো সাহায্যের দরকার হলে চাইতে দ্বিধা করবেন না। আমরা আছি।' অন্তর থেকেই ওই শোনা-কথাটা বললাম। প্রথম যে-দিন এক লোকের মুখে ওটা শুনেছিলাম সে-দিনই ভালো লেগে গিয়েছিল।

মধুরভাবে হাসলো মেয়েটা। আমি ফিরতি পথ ধরলাম, মাথা ঝিমঝিম করছে।

ফিরে এসেছে অ্যানজেল, স্বর্ণকেশী মেয়েটা আর তার বাবার সঙ্গে এক টেবিলে বসেছে। ওরা এমনভাবে তাকাচ্ছে আমার দিকে যেন সোনার হাঁস চুরি করেছি।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় মেয়েটার ওয়াগনের ভেতর তাকালাম এক ঝলক। পরিপাটিভাবে সাজানো একটা ছোট্ট কামরা। দ্বিতীয় ওয়াগনটা বৃদ্ধের। পরে জেনেছি, তৃতীয়টায় খাবারদাবার, রসদ ইত্যাদি থাকে। পরের তিনটে ওয়াগন ওদের র‍্যানচের জিনিসপত্রে ঠাসা। বাথানটা নিউ মেকসিকোতে অবস্থিত।

পেছন পেছন অ্যানজেল বাইরে এলো। 'ডন লুকাসকে তুই চিনলি কী করে?'

'আচ্ছা, ওঁর নাম তাহলে লুকাস? আমি এমনি আলাপ করতে গিয়েছিলাম।'

'হার্সট বলছে ওকে নাকি পড়শিরা পছন্দ করে না।' অ্যানজেলের গলা খাদে নেমে গেল। 'নীল, বস্তুত ওকে তাড়াবার জন্যে লোক সংগ্রহ করছে ওরা।'

'হার্সট কে? ও, তুই যার সাথে কথা বলছিলি?'

'হ্যাঁ, জোনাথন হার্সট এবং তার মেয়ে কিটি। নিউ ইংল্যানডের লোক। দারুণ ভদ্র টাউন প্ল্যানার। মেয়েটা ওদের সুন্দর ঘরদোর ফেলে পশ্চিমে আসতে চায়নি, কিন্তু ওর বাবার ধারণা পশ্চিমকে ভদ্রলোকদের উপযোগী করে গড়ে তোলা তার দায়িত্ব।'

আমার মনঃপূত হলো না এটা; অ্যানজেল এ-সুরে কথা বলে না কখনো। ওই স্প্যানিশ মেয়েটা সম্পর্কে আমার যা অনুভূতি তা থেকেই উপলব্ধি করতে পারছি স্বর্ণকেশিনীর ব্যাপারে অ্যানজেলের

মনোভাব।

'অ্যানজেল, লাভ না থাকলে কোনো লোকই নিজের ভিটে ছাড়ে না। আমরা পশ্চিমে যে-কারণে যাচ্ছি, আমার ধারণা জোনাথন হার্সটের এখানে আসার উদ্দেশ্যও তাই।'

ও আহত হলো। 'না না। ও-রকম কিছু নয়। ওখানে ওর যথেষ্ট প্রতিপত্তি। থাকলে অ্যাদ্দিনে সিনেট নির্বাচনে দাঁড়াতো।'

'বুঝেছি,' বললাম, 'ওদের ব্যাপারে কেউ তোকে অনেক গালগল্প শুনিয়েছে। আসলে এখানে সে যদি কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করে তবে সেটা নিজের লাভের জন্যেই করবে—ভালোমানুষী দেখিয়ে নয়।'

'তুই বুঝতে পারছিস না, নীল। এরা রীতিমত ভদ্রলোক। তোর মেশা উচিত।'

'পশ্চিমে গরু ধরতেই ব্যস্ত থাকবো, আড্ডা দেবার সময় কই।'

অ্যানজেলকে ভীষণ বিব্রত দেখালো। মিঃ হার্সট আমাকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে। ফোরম্যানের কাজ। নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা আছে ওর। পুরনো স্প্যানিশ বসতিগুলো নতুন করে বিলি করা হবে।'

'লোকজন জোগাড় হয়েছে?'

'আপাতত বারোজন। পরে আরো নেবে। একজনের সাথে আমার আলাপ হয়েছে—ফেটারসন।'

'ঠোঁট-কাটা?'

'হ্যাঁ, কেন?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো অ্যানজেল। 'চিনিস?'

সংক্ষেপে স্যালুনের পেছনে রীড কার্নির সাথে লড়াইয়ের ঘটনাটা জানালাম ওকে।

'তাই?' শান্ত সুরে বললো অ্যানজেল, 'তবে আর চাকরিটা নিচ্ছি

না। ফেটারসনের বিরুদ্ধে মিঃ হার্সটকে নালিশ করবো।' একটু থেমে যোগ করলো, 'অবশ্যি কিটিকে আমার মনে ধরেছে।'

'তুই আবার মেয়েদের পেছনে লাগতে শুরু করলি কবে থেকে? আমার তো ধারণা ছিলো, ওরাই বরং তোর পিছু নেয়।'

'কিটি ওদের মতো নয়···ইতিপূর্বে কোনো শহুরে মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি—চমৎকার ব্যবহার।' উপলব্ধি করলাম ওই শহুরে চালচলন অ্যানজেলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে—বোধশক্তি লোপ পেয়েছে।

আরো একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো। জোনাথন হার্সট যে-সব স্প্যানিশ বসতির কথা বলেছে, সেগুলো নতুন করে বিলিবন্টন হলে আদি বাসিন্দাদের কী হবে?

ডনের শক্তিমত্তা থেকে বেশ বুঝতে পারছি ফেটারসনের মতো উটকো লোকদের কম্ম নয় ওঁকে তাড়ানো। অবশ্যি এতে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। কাল থেকে আমরা বন্য গরু শিকারী বনে যাবো।

যাই হোক, অ্যানজেল আমার ছবছরের বড়। ওর মেয়ে ভাগ্য সর্বদাই ভালো, আমার প্রতি ওদের আগ্রহ কম। সুতরাং, এর বেশি কিছু ওকে বলা শোভন হবে না।

কিটি হার্সট নিঃসন্দেহে সুন্দরী তবু কিছুতেই সেই ভোঁতা-মুখো রোয়ানটার ছবি মন থেকে তাড়াতে পারছি না। অদ্ভুত মিল রয়েছে দুটির মাঝে।

অ্যানজেল হোটেলে ফিরে গিয়েছে, আমি রাস্তার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডনের কয়েকজন অশ্বারোহী পাহারা দিচ্ছে ওয়াগনগুলো।

নিঝুম পরিবেশ।

রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো সয়্যার। 'নীল, হুঁশিয়ার!'

ঘুরে চারপাশে তাকালাম আমি।

রীড কার্নি এগিয়ে আসছে।

তিন

গাঁয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে অ্যানজেলই সব চেয়ে জনপ্রিয়। তাই বলে ওকে হিংসে করি না। এমন নয় যে লোকে আমাকে পছন্দ করে না, বা আমি ঝগড়ুটে, আসলে আমার কাছে ওরা সহজ হতে পারে না—এবং এ-জন্যে আমিই দায়ী। একলা চলতে ভালো লাগে আমার। মানুষের সাথে মিশি, কিন্তু বন্য জীবজন্তু, বিজন ট্রেইল, পাহাড় আরো বেশি ভালোবাসি।

বাবা একদা বলেছিলেন, 'নীল, তুই আর সবার মতো নোস বলে দুঃখ করিস না। মানুষের ভিড় তোকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু দেখিস যাদের সাথেই বন্ধুত্ব হবে তারা তোকে ছাড়তে চাইবে না আর।'

তখন ভাবতাম তাঁর ধারণা ভুল। অন্যদের চেয়ে নিজেকে কখনো আলাদা বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন রীড কার্নিকে এগিয়ে আসতে দেখে, এবং আমাকেই খুন করতে আসছে বুঝতে পেরে একটা অজানা শিহরণ খেলে গেল শরীরে—এমনকি লং হিগিনস যে-দিন অ্যানজেল-কে মারতে উদ্যত হয়েছিল সে-দিনও এই অনুভূতি হয়নি।

প্রচণ্ড রাগ আচ্ছন্ন করে ফেললো প্রথমে, পরমুহূর্তে সেটা কেটে গিয়ে শীতলভাব জেগে উঠলো। ঘড়ির কাঁটা যেন এক জায়গায় স্থির,

প্রতিটা ইন্দ্রিয় সজাগ সতর্ক—ঘুরপাক খাচ্ছে ওই আগুয়ান লোক-টাকে কেন্দ্র করে।

ও একা নয়। ফেটারসন আর সেই দুই লোক রয়েছে। সামান্য পেছনে ছড়িয়ে রয়েছে ওরা।

অ্যানজেল ভেতরে কোথাও আছে, বাইরে কেবল ওই নেকড়ে-চক্ষু বৃদ্ধ। কী করতে হবে সে ভালোই বোঝে, এ-রকম পরিস্থিতিতে তুরূ-পের তাস কখন ফেলতে হয় জানে ··আমিও বুঝি। সহসা অত্যন্ত দুঃখের সাথে উপলব্ধি করলাম আমার জন্মই হয়েছে এইসব মুহূর্তের জন্যে

প্রতিটা মানুষেরই কোনো না কোনো সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। সেই প্রবৃত্তি, প্রতিভার বলে কেউ হয় আঁকিয়ে, কেউ লেখক, আবার কেউ-বা নেতা যেমন আমার বিধিলিপি এটাই, মানুষ খুন নয়, যদিও পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেককে মারতে হয়েছে, বরং এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলানো।

এগিয়ে আসছে রীড, ভাবছে কাউ ক্যামপগুলোতে রাখালেরা ঘটনাটা কীভাবে রসিয়ে রসিয়ে বলবে। ভাবছে, ও'নীল ওসমানকে হত্যা করতে রাস্তা দিয়ে ওর হেঁটে যাবার দৃশ্যটা কীভাবে ওরা অভি-নয় করে দেখাবে।

আমি, আমি কিছুই ভাবছি না। স্রেফ দাঁড়িয়ে আছি। আত্ম-সমাহিত, অনুভব করছি একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

ডানে একটা দরজা বন্ধ হলো। বুঝলাম ডন লুকাস বারান্দায় এসেছেন। ভীষণ নিস্তব্ধ রাত বলে তিনি যখন সিগার ধরাতে গিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঘষলেন, তার শব্দও শুনতে পেলাম।

একশোগজ দূর থেকে রীড আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে, অর্ধেক পথ পেরুবার পর আমি মোকাবেলা করতে রওনা হলাম।

ও দাঁড়িয়ে পড়লো।

বোধ হয় এতটা আশা করেনি। ভেবেছিল, ও শিকারী আর আমি গর্তে পালাবার প্রয়াস পাবো। সম্ভবত ওই পঞ্চাশ গজে একটা কিছু ঘটে যায় ওর মাঝে, কারণ এর সাথে বাঁচামরার প্রশ্ন জড়িত ছিলো।

হঠাৎ উপলব্ধি করলাম ওকে খুন করবার প্রয়োজন হবে না ঠিক ওই মাহেন্দ্রক্ষণেই আমি বুঝি পরিণতবুদ্ধি মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম। মনের কোনো এক গহিন কোণে নিজেকে এবং পিস্তলযুদ্ধ আর পিস্তলবাজদের চিনতে শিখলাম। প্রতিপক্ষের মনোভাব পড়তে পারা সব চেয়ে জরুরি; দ্রুত পিস্তল বের করা, বা লক্ষ্যভেদ এগুলো আসে পরে। বহু ক্ষিপ্রগতি পিস্তলবাজ লড়াইতে আগে প্রাণ দিয়েছে। ত্বরিৎ ড্র করবার ক্ষমতা আদপে কোনো ব্যাপারই নয়।

প্রথম যা শিখলাম: কখনো কখনো খুন করতে হয়, আবার অনেক-ক্ষেত্রে তার দরকার পড়ে না।

রীড কার্নি এই যুদ্ধে জিততে চায়, কিন্তু আমার ক্ষমতা গড়পরতা লোকের চেয়ে বেশি।

রাস্তা ভেঙে রীডকে আসতে দেখে বুঝলাম ওকে ঠেকাতে আমার পিস্তল লাগবে না: আসলে ও একটা অন্তঃসারশূন্য লোক নিজেকে সে কঠিন লোক বলে কল্পনা করে, কিন্তু চায় না কেউ তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ুক শক্তশাল হিশেবে খ্যাতির একটা সমস্যা রয়েছে: এমন সময় আসে যখন সত্যিকার অর্থেই ওই ভূমিকায় নামতে হয়।

অথচ সেটা নেহাত সহজ নয়।

পিস্তলযুদ্ধে উত্তেজনা বা শিহরণের কিছু নেই। দুপক্ষের জন্যেই একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। যে-কোনো একজন মরবে, বা মারাত্মকভাবে আহত হবে—কিংবা দুজনেরই এক দশা হওয়া অসম্ভব নয়।

অনেকে সুযোগটা নেয় কারণ নিজেদেরকে তারা কেউকেটা বলে মনে করে, ভাবে অদৃশ্য কোনো শক্তি রক্ষা করবে তাদের। ওদের ধারণা, সর্বদা প্রতিপক্ষই বুঝি মরে।

অথচ ব্যাপারটা তা নয়। সেও মারা যেতে পারে। নস্যির মতো উড়ে যেতে পারে, যেন তার অস্তিত্বই ছিলো না কোনো দিন। কবরে শোয়াবার পর মা বা বউ ছাড়া এদের কথা আর কেউ মনে রাখে না।

রীড কার্নি নিজেকে ভয়ঙ্কর লোক বলে ঠাউরেছে, এবং ডুয়েলের ব্যাপারে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াও করেছে।

বোধ হয় ওর হাঁটা বা তাকাবার ধরন, কিংবা ওর দিকে আমার এগিয়ে যাবার ঘটনায় একটা কিছু ফুটে উঠেছিল। হয়তো সেটা যত না দেখবার, অনুভবের ব্যাপার তার চাইতে বেশি। সম্ভবত ওটাই আমাকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল। সহসা আমি শুধু এটুকুই উপলব্ধি করলাম যে, আমার দিকে দশ কদম এগিয়ে আসবার পর থেকেই ওর লড়াইয়ের সাধ উবে যেতে শুরু করে, ওই প্রথম সে বুঝতে পারে তাকে খুন করবার জন্যেই আমি গুলি ছুঁড়বো।

আতঙ্ক দিশেহারা করে তুলতে পারে মানুষকে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কিছু। মানুষকে ভড়কে দেয়া মোটেও কঠিন নয়।

অন্যরা রীডের অ্যাকশনের অপেক্ষায় থাকবে, এদের ভাগ্য সয়্যা-রের হাতে সঁপে দেবো আমি। রীড আমার সমস্যা, আমাকে হত্যা

করতে চায় ও। অথবা সেটা জাহির করতে চায়।

রীড বিলক্ষণ বুঝতে পারছে তার এখন পিস্তল বের করা উচিত, এবং এ-বিষয় কোনো সন্দেহ নেই তার—কিন্তু সে-সব কিছুই ঘটলো না: কেবল দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর উপলব্ধি করলো এখন না করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দরদর ঘাম গড়িয়ে পড়ছে ওর গাল বেয়ে, অথচ আজ রাতে তেমন গরম পড়েনি। ক্রমশ ব্যবধান কমিয়ে আনছি আমি। ও এক পা পিছিয়ে গেল, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল যেন শ্বাসকষ্টে ভুগছে। বেশ বুঝতে পারছে আমার দিকে এখন পিস্তল তাক না করলে যতদিন বাঁচবে সে আর আগের মতোটি থাকবে না।

ওর একহাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও এমনভাবে হাঁপাচ্ছে যেন দীর্ঘ পাহাড় বেয়ে ছুটে এসেছে।

'আমি তোমাকে খুন করবো, রীড।'

এই প্রথম ওর ডাকনামে সম্বোধন করলাম। বাচ্চা ছেলের মতো চমকে সরাসরি আমার চোখের পানে তাকালো সে।

'তোমার খুব দম্ভ, রীড, অথচ পিস্তলে একদম কাঁচা। আসলে এ-সব তোমার জন্যে নয়। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালে এতক্ষণে মরে পড়ে থাকতে।

'এখন আলগোছে বেলটটা খুলে মানে মানে কেটে পড়ো।'

নিথর পরিবেশ। শুকনো ধুলো উড়িয়ে বাতাস পড়ে গেল। ড্রোভারস কটেজের বারান্দার মেঝেতে একটা ক্যাঁচ শব্দ হলো, ভর বদল করলো কেউ। নির্জন প্রেইরিতে একটা ভারুই পাখি ডেকে উঠলো।

'কই—বেলট খোলো।'

ওর বিস্ফারিত চোখজোড়া আঠার মতো আটকে রয়েছে আমার ওপর। অঝোরে ঘামছে। কাঁপা কাঁপা জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলো। আলতোভাবে আঙুল চলে গেল বেলটে। কোমর থেকে খুলে পড়তেই অদূরে কেউ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মুহূর্তের তরে সব কিছু যেন একটা চুলের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো। পিস্তল বের করবার আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু আমার দৃষ্টি সেঁটে রইলো ওর ওপর, কার্নি ফেলে দিলো বেলট।

'আমি হলে এই মুহূর্তে সরে পড়তাম এখান থেকে।'

ও পিছিয়ে গেল, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করলো, যখন বুঝতে পারলো কী করেছে জোরে হাঁটতে লাগলো। হোঁচট খেলো একবার, তবু থামলো না।

একটু বাদে বাঁ-হাতে বেলটখানা কুড়িয়ে নিয়ে আমি ড্রোভারস কটেজের দিকে ফিরলাম।

সবাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অ্যানজেল, কিটি হার্সট আর তার বাবা, এবং ডন লুকাস···মায় তাঁর নাতনি।

ফেটারসন ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, পাগলামি সেরে গিয়েছে। গোল পাকাতে এসেছিল, মিইয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ক্যাপ সয়্যারের সাথে লাগবার সাহস ওর নেই—ওই বুড়ো নেকড়ের সঙ্গে কেউই লাগতে চায় না। ওর ধূসর চোখদুটো দেখলে অমন বাঘা লোকেরও কলজে কেঁপে যাবে।

'আই শ্যাল বাই দ্য ড্রিংকস,' বললাম।

'আমার কফি হলেই চলবে,' জবাব দিলো ক্যাপ।

ফেটারসনের দিকে চোখ পড়লো। 'তোমাকেও খাওয়াবো,' বললাম আমি।

ব্যঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়েও সামলে নিলো সে, কেবল বললো, 'নিশ্চয়ই। তোমার বুকের পাটা আছে, মিসটার।'

ডন লুকাস ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে লম্বা ছাই ঝাড়লেন গত কয়েকটা মুহূর্তে জমে গিয়েছে ওগুলো। আমার পানে চেয়ে স্প্যানিশে কথা বললেন।

'উনি বলছেন ইচ্ছে করলে ওর সাথে আমরা পশ্চিমে যেতে পারি,' তর্জমা করলো ক্যাপ, 'তুমি সাহসী...এবং বুদ্ধিমান।'

'গ্রেশিয়াস,' আমি বললাম, শুই একটা মাত্র স্প্যানিশ শব্দই জানি।

আঠারোশো সাতষট্টি সালের দিকে সান্তা ফে ট্রেইলের দশা জীর্ণ, ইনডিপেনডেনস আর মিসৌরি থেকে-আসা ভারি ওয়াগনের চাপে এবড়ো-খেবড়ো। বস্তুত ওটা কোনো রাস্তাই নয়, শুধু একটা চওড়া পথ, ভাঙাচোরা দাগগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে গেল পঞ্চাশটি বছরে এ-ট্রেইল ধরে ওয়াগনগুলো কোথায় গিয়েছে। ক্যাপ সয়্যার এ-দিকে প্রথম এসেছিল আঠারোশো চল্লিশে, ও জানালো।

অ্যানজেল আর আমি নতুন দেশ দেখার জন্যে মুখিয়ে উঠেছি, দিগন্তে পাহাড় দেখবার আশায় ছটফট করছি।

মায়ের জন্যে একটা জায়গা আবিষ্কার করতে হবে আমাদের, পশ্চিমে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেটা খোঁজা সম্ভব হবে।

আমরা তিন ভাই। বড়টি ওরিন ওসমান। বহুদিন ওর সাথে দেখা

নেই তবে এখনো বেঁচে এবং শিগগিরই বাড়ি ফিরে আসবে। গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ও তাতে যোগ দিয়েছিল, পরে ডাকোটার সুকসদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে রয়ে যায়।

আমরা পশ্চিমে যাচ্ছি। রাতে ক্যামপফায়ারের ধারে গানের জলসা বসে। ওই স্প্যানিশদের গান যে-কারো মন মাতাবে—ওরা খুব হুল্লোড়প্রিয়।

এদিকে আমি ক্রমশ সয়্যারের ভক্ত হয়ে উঠছি। সুকস আর নেয পার্সের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে বুড়ো বহু কিছু শিখেছে। প্রথমেই সে আমাকে ওই নামটার যথার্থ উচ্চারণ শেখালো, বললো আসলে ওটা হবে নে-পার্সে। ওদের রীতিনীতি, জীবনধারার নানান দিক তুলে ধরলো, ওরা যে-সব চমৎকার ঘোড়া পালে তার গল্প শোনালো। ওগুলো অ্যাপালুসা জাতের ঘোড়া।

আমার জামাকাপড় পুরোনো হয়ে গিয়েছিল, তাই স্প্যানিশদের একজনের কাছ থেকে একপ্রস্থ পোশাক কিনেছি। আমার বেশভূষাও এখন ওদেরই মতো, আঁটসাঁট বাকস্কিন। তিনমাস বাড়িছাড়া, এই তিনমাসে পনেরো পাউনড ওজন বেড়েছে আমার, পুরোটাই পেশী। ইস, মা যদি এখন দেখতেন আমায়। আগের বলতে কেবল পিস্তলটাই রয়েছে।

প্রথম কদিনে মাত্র একবার ডন আর তাঁর নাতনির দেখা পেয়েছি। তিনশোগজ দূর থেকে ছুটন্ত অবস্থায় একটা অ্যানটিলোপ মেরেছিলাম। ডন ওই দৃশ্য দেখতে পেয়ে আমাকে অভিনন্দন জানান।

মাঝেমধ্যে ওঁর নাতনি ঘোড়ায় চেপে ওয়াগনের পাশাপাশি চলে। একদিন, আমরা রওনা হবার হপ্তাখানেক পর, ও ঘোড়া ছুটিয়ে একটা

পাহাড়চুড়োয় উঠলো। অগ্রবর্তী অঞ্চল জরিপ করতে ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

এই অঞ্চলে নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো টিলার মাথায় দাঁড়ালে যত দূর চোখ যাবে শুধু ঘাস আর ঘাস। অগভীর উপত্যকা বা খানাখন্দক থাকতে পারে ওখানে, থাকতে পারে ক্যানিয়ন বা গুহা—এবং এর যে-কোনোটিতে ইনডিয়ান ওঅর পার্টি লুকিয়ে থাকা বিচিত্র নয়।

তো স্প্যানিশ মেয়েটা চুড়োয় এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলো। ওর গভীর কালো চোখজোড়া যেন এক-একটি দীঘি। মায়াবী। কোমর অবধি চুল। এত সুন্দর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

'তোমার সাথে আসি, মিঃ ওসমান?'

'এসো, কিন্তু ডন লুকাস কী মনে করবেন? নিশ্চয়ই চাইবেন না টেনেসির এক ভবঘুরের সাথে তাঁর নাতনি মাখামাখি করুক।'

'দাদু অমত করেনি, তবে তোমার অনুমতি নিতে বলেছে। ওর বিশ্বাস, নিরাপত্তার অভাব থাকলে পারমিশন দেবে না তুমি?'

পাহাড়ের মাথায় বসে আছি আমরা। গা-জুড়ানো হাওয়া, ধুলো নেই। ওয়াগন ট্রেন আর প্যাক হর্সগুলো দক্ষিণপুবে আধমাইল দূরে রয়েছে। সে-দিন থেকে ওর কাছে স্প্যানিশে আমার হাতেখড়ি হলো।

'তোমরাও সান্তা ফে যাচ্ছো?'

'না, ম্যাম। পারগ্যাটোরিতে—বুনো গরু ধরবো।'

জানলাম ওর নাম রোসাবেলা। সত্যিই তাই—ও তাজা গোলাপ। ওর ঠাকুরমা ছিলেন আইরিশ। রক্ষীরা মেকসিক্যান নয়, বাসক।

আমার ধারণা যথার্থ, ওরা সকলে লড়াকু। পাছে বিপদ আসে, সর্বদা ছায়ার মতো আমাদের কাছাকাছি একজন রক্ষী রইলো।

এরপর থেকে রোসাবেলা প্রায়ই বেরো'য় আমার সাথে। লক্ষ্য করেছি রক্ষীরা ইনডিয়ানদের ব্যাপারে যেমন সতর্ক, ব্যাক ট্রেইলের দিকেও সেভাবে নজর রাখছে। কখনোসখনো পাঁচ-ছজন পিছিয়ে গিয়ে ওইসব এলাকা জরিপ করে আসে।

'দাদুর ধারণা আমাদের ওপর হামলা আসতে পারে।'

জোনাথন হার্সট যে-কথা অ্যানজেলকে বলেছে চকিতে সেটা মনে পড়ে গেল আমার। এর গুরুত্ব কতখানি জানি না, তবু ডনকে জানাতে বললাম। আমার বুদ্ধিতে বহুকাল আগে যে-জমি একটা পরিবারকে বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মালিক সেই পরিবার—জোনাথন হার্সটের মতো কোনো লেটলতিফের অধিকার নেই তাতে।

পরদিন দাদুর হয়ে ও ধন্যবাদ জানালো আমাকে। জোনাথন হার্সট ইতিপূর্বে আরো একবার সান্তা ফেতে এসেছিল, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বরাদ্দ বাতিলের চেষ্টা করেছে যাতে নতুনভাবে বসতি করার সুযোগ মেলে ওখানে।

সয়্যার অস্থির বোধ করছে। 'অ্যাদ্দিনে তো ইনডিয়ানদের দেখা পাবার কথা। নীল, রক্ষীদের সতর্ক থাকতে বলো, বুঝেছো?' কিছু-ক্ষণ নীরব থেকে বললো, 'পুবের লোকেরা ইনডিয়ানদের ব্যাপারে অনেক কথাই বলে। ওরা নাকি ইনডিয়ানদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়েছে। স্রেফ বাজে কথা—ইনডিয়ানরা কখনোই জমির মালিক ছিলো না। ওরা এখানে-ওখানে ঘুরেছে আর শিকারের অধিকার

আদায়ের দাবিতে অন্য গোত্রের সঙ্গে লড়েছে।

'আমি ইনডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছি, থেকেছি ওদের সাথে। তুমি স্বেচ্ছায় কোনো ইনডিয়ান গাঁয়ে গেলে ওরা সমাদর করবে। ওটাই ওদের রীতি। কিন্তু সেই একই লোক, যার কুটিরে রাত কাটিয়েছ, অন্য কোথাও তোমাকে বাগে পেলে খুন করতে দ্বিধা করবে না।

'ওদের জীবনধারা শেতাঙ্গদের মতো নয়। দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। একজন ইনডিয়ান নিজের গোত্র ছাড়া আর কারো প্রতি অনুগত নয়...অচেনা লোক মানেই শত্রু।

'যুদ্ধে কোনো ইনডিয়ানকে পরাস্ত করে তার সাথে মৈত্রীস্থাপন সম্ভব। সাহসী, লড়ুয়ে লোককে ওরা সমীহ করে। কিন্তু যে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না, তার প্রতি ওদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই—তাকে হত্যার পর স্রেফ ভুলে যায়।'

রাতে আগুনের পাশে গল্পগুজব হয়। অ্যানজেল প্রাচীন ওয়েলশ আর আইরিশ গাথা শোনায় ওদের। বাবার কাছে ও কয়েকটা স্প্যানিশ গান শিখেছিল, ওগুলো যখন গায় ওরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আর দূরপাহাড় থেকে ওদের সেই হর্ষধ্বনির জবাব দেয় কয়োট।

বুড়ো সয়্যার আগুন থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে বসে। বাইরের অসীম আঁধারের পানে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। আগুনের দিকে চেয়ে-থাকা মানুষ যখন বাইরের অন্ধকারে তাকায় অন্ধ হয়ে যায়, লক্ষ্যভেদী গুলি ছুঁড়তে পারে না...টেনেসিতে বাবা এটা শিখিয়েছেন আমাদের।

কিটি মেয়েটাকে ভোলেনি অ্যানজেল। জোনাথনের কাজ নিতে

দেইনি বলে আমার ওপর অসন্তুষ্ট।

'প্রচুর বেতন দিচ্ছে ও,' একরাতে বললো।

'লড়াইয়ের বেতন,' জবাব দিলাম।

'নীল, আমার যেন মনে হচ্ছে,' বেজার গলায় অ্যানজেল বললো, 'মিঃ হার্সট আর কিটিকে তুই পছন্দ করিস না।'

বাছা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নিজেকে বললাম—এ সাক্ষাৎ আগুন। 'ওদেরকে আমি চিনি না। কেবল তোর কথায় বুঝেছি পরের জায়গা জবরদখল করতে চাইছে।'

অ্যানজেল মুখ খুলতে নিলো, কিন্তু টম ওয়াটকিনস বাধা দিলো। 'শোবার সময় হয়েছে,' বললো সে, 'সকাল সকাল উঠতে হবে।'

শুয়ে পড়লাম আমরা, দুজনেরই কিছু অপ্রিয় কথা অনুক্ত রয়ে গেল।

তবে তিক্ততা থেকে গেল। সত্যি, হার্সট বা তাঁর মেয়েকে পছন্দ করি না আমি। মেয়েটাকে ভালো লাগেনি। জোনাথন হার্সটের মতো অতিদয়ালু লোকদের বরাবর সন্দেহ হয়।

ওর ওই ছুঁচোলো নাক দেখলে মনে হয় না কারো সাথে মতের অমিল হলে তার প্রতি আর সদয় থাকবে সে। অ্যানজেলকে তখন যা বলেছি সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। দেশের বাড়িতে হার্সটের যদি প্রচুরই থাকবে, এখানে কী করছে সে?

ভোরে পানির ক্যানটিন ভরে নিলাম আমরা। লু হাওয়ায় নুয়ে পড়ছে ঘাস। মাড ক্রীকে ঘোড়ার জন্যে পর্যাপ্ত পানি ছিলো, কিন্তু আমরা যখন ছেড়ে চলে এলাম হাড়ের মতো খটখটে হয়ে গেল। পরবর্তী পানির উৎস সাত মাইল দূরে, ওখানে না মিললে লিটল

আরকান-স অবধি ড্রাই-ডে কাটবে।

সূর্য উত্তপ্ত। ধুলো উড়িয়ে রওনা হলো ঘোড়া আর খচ্চরগুলো, আমরা বাতাসে ধুলোর ট্রেইল রেখে গেলাম পেছনে। আশপাশে ইনডিয়ানরা থাকলে ঠিকই দেখতে পাবে আমাদের।

'এখানে দেখছি কাবাব হয়ে যাবো,' মন্তব্য করলো টম ওয়াট-কিনস। 'যেখানে যাচ্ছি সেটার অবস্থা কেমন, ক্যাপ?'

'আরো খারাপ···অবশ্যি নিয়মকানুন জানা থাকলে অসুবিধে হয় না। সুখের বিষয় কোমাানচরা ছাড়া আর কেউ যায় না ও-দিকে। ফলে যতটুকুই পানি থাকুক, আমরা পাবো।'

রোজ রোসাবেলা বেরোচ্ছে আমার সাথে। প্রতিদিন ওর প্রতি আমার আগ্রহ বাড়ছে, চাইছি আরো তাড়াতাড়ি আসুক। এক-আধ-ঘণ্টা বেড়াই, এই সময়টা আমাদের ভীষণ আনন্দে কাটে।

পাহাড়ে থাকতে মেয়েদের সাথে আমার বিশেষ খাতির ছিলো না। এড়িয়ে চলতাম ওদের, ছিঁড়তে পারবো না এমন ফাঁস পরতে চাইতাম না···কিন্তু এখন অনুভব করছি রোসাবেলার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

ও ষোলোবছরের লাজবতী, স্প্যানিশ মেয়েরা এর চেয়ে কম বয়েসেও বিয়ে করে, এবং পাহাড়ের ওরাও। নিজের বলতে আমার আছে শুধু এই গেলডিং, শরিকে কয়েকটা খচ্চর, একটা পুরোনো স্পেনসার আর কোলট পিস্তল। সম্পত্তি হিশেবে এ তেমন কিছুই নয়।

রক্ষীদের সঙ্গে চেনাশোনা বাড়ছে আস্তে আস্তে। খাঁটি আমেরি-কান ছাড়া অন্য কারো সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়নি আগে। পাহাড়ে

দোআশলাদের আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। এখন চলতে গিয়ে টের পেলাম এরা ভালো, সৎ লোক।

মিগুয়েল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। এত দক্ষ ঘোড়সওয়ার আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। একহারা গড়ন, সাবধানী লোক। সদাহাস্য মুখ। আমার মতোই যে-কোনো সময় দূরে যেতে প্রস্তুত।

হুয়ান কার্লোস এই দলের ফোরম্যান। বয়েস চল্লিশের কোঠায়, কদাচিৎ হাসে তবে ব্যবহার বন্ধুসুলভ। সম্ভবত রাইফেলে ওর মতো ভালো নিশানা আর একটিও নেই। ছেলে বেলা থেকে ডন লুকাস আলভার্দোর অধীনে কাজ করছে—তাঁকে শ্রদ্ধা করে ঈশ্বরের মতো।

আরো রয়েছে পেট রোমেরো, এবং অ্যানটোনিও বেকা। দলের ভেতর বেকাই সবার ছোট, এবং একমাত্র অ-বাসক আমার মনে হয়েছে নিজেকে ও কার্লোসের চাইতে যোগ্য বলে ভাবে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, এবং একদিন ক্যাপও বললো সেটা।

'খেয়াল করেছো, তুমি যখন সিনোরিটাকে নিয়ে বেরোও বেকা কীভাবে তাকায়?'

'দেখেছি পছন্দ করে না।'

'বাছা, সাবধানে থেকো। ওই ছোঁড়ার নজর সুবিধের নয়।'

সয়্যার কেবল এটুকুই বললো, আমি আরো তলিয়ে দেখলাম। শুনেছি এই স্প্যানিশরা নাকি ভয়ঙ্কর ঈর্ষাকাতর হয়, অবশ্যি অ্যানজেল আর টম ওয়াটকিনসের মতো লোক আশপাশে থাকতে কোনো মেয়েই আমার প্রতি সেভাবে আকৃষ্ট হবে না।

মানুষের ধারণার অন্ত নেই। আমার তো মনে হয় অর্থ, ঘোড়া বা মেয়েমানুষ যত না ব্যক্তিগত শত্রুতার সৃষ্টি করে তার চেয়ে বেশি

করে ধারণা। বিনা কারণে একজন লোক আরেকজনের ওপর বিরূপ হয়ে উঠে এবং অন্তরে সেটা লালন করে। তারপর একদিন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত হয়।

যেমন রীড কার্নি। নিছক খেয়াল। অথচ এর ফলে মারাও পড়তে পারতো সে।

লিটল আরকান-সতে আমরা যেখানে ক্যাম্প করলাম তার পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝরনার শাখা নদীতে গিয়ে পড়েছে। পানিটা মোটামুটি, তবে ঈষৎ লোনা।

সন্ধ্যার পরপর একটা রাইফেল আর ক্যানটিন নিয়ে আমি ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার নামছে, তবে দেখা যায়। নদীর কিনারে গিয়ে কান পাতলাম পানির চাইতে বালুর ভাগ বেশি

মানুষের উচিত তার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করা, ব্যবহারে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এগুলো আমি আদৌ জায়গাটাকে নিরাপদ বলে ধরে নেইনি। তাই হাঁটতে হাঁটতে শোনা আর দেখা ছাড়াও বাতাসের গন্ধ নিচ্ছি। প্রেইরির নির্মল বাতাসে চারপাশের পরিচিত জিনিস ছাড়াও বহু কিছুর গন্ধ পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ থাকলে ইনডিয়ান, ঘোড়া, বা ভালুকের গন্ধ চেনাও সম্ভব।

দূরে বিজলী চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে গুড়গুড়। নদীর ও-পারে একটা পাথর গড়িয়ে পড়লো, ঝোপের ভেতর থেকে একসার অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে নদীতে নামলো।

জনাবিশেক হবে। স্পষ্ট দেখতে না পেলেও ওদের মুখের শাদা আঁকিবুঁকি থেকে বোঝা যাচ্ছে ওঅর পার্টি।

আমার ভাটিতে ষাট-সত্তর গজ তফাতে নদী পেরিয়ে প্রেইরির

দিকে চলে গেল। কাছাকাছি কোনো ক্যামপের সন্ধান পেয়েছে, নইলে এই অসময় যাত্রা করতো না। এর অর্থ, আরো ইনডিয়ান আছে এবং লড়াই বাধতে পারে।

ওরা চলে গেলে আমি ফিরে গিয়ে ক্যাপ সয়্যারকে জানালাম ঘটনাটা, তারপর দুজনে মিলে কার্লোসের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের কর্মপন্থা স্থির করলাম।

ভোর হলো, কার্লোসের নির্দেশে রোসাবেলা ওয়াগনের ভেতরে রইলো। শ্লথ গতিতে এগিয়ে চললাম আমরা, যথাসম্ভব ধুলো না ওড়াবার চেষ্টা করছি।

খরাতপ্ত দিন, রোদে পুড়ে তামাটে রঙ ধারণ করেছে ঘাস। আউল ক্রীকে পৌঁছে দেখলাম শুকিয়ে কাঠ। লিটল আর বিগ কাউ ক্রীকেরও একই হাল।

'পানি আছে,' খসখসে গলায় বললো সয়্যার। 'আরকান-সতে না থেকেই পারে না।'

বিগ কাউ ক্রীকে আমরা স্বল্পক্ষণের বিশ্রাম নিলাম। রুমাল দিয়ে বারদুয়েক গেলডিংয়ের মুখ মুছিয়ে দিলাম। আমার ঠোঁট ফেটে চৌচির, ঘোড়াটাও যেন হারিয়েছে তার স্বাভবিক ছন্দ। গরম শুকনো আবহাওয়া, তায় পানি নেই, এই অবস্থায় উটের কুঁজ পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে বাধ্য।

পোড়া ঘেসো জমি থেকে ধুলো উড়ছে···মোষের হাড় শুকোচ্ছে রোদে। কয়েকটা দগ্ধ ওয়াগনের ধ্বংসাবশেষ আর ঘোড়ার খুলির পাশ কাটিয়ে এলাম আমরা দিগন্তে মেঘের কল্পিত দুর্গ। প্রেইরিতে নাচছে তাপতরঙ্গ, দূরে একটা মরীচিকা ব্যঙ্গ করছে আমাদের দৃষ্টিকে।

একটা টিলার মাথায় উঠে চারপাশের তামাটে শূন্যতার পানে তাকালাম আমি, ওপরে নির্বাক নীল মহাকাশ অসীম রিক্ততায় জ্বলেপুড়ে নীল হচ্ছে। ক্যানটিনে রুমাল ভিজিয়ে আবার গেলডিংয়ের মুখ মুছিয়ে দিলাম। জিভ তালু এতটা শুকিয়ে গিয়েছে যে থুতু ফেলতে পারছি না আমি।

দূরনিচে ওয়াগনগুলো ফিতের মতো ট্রেইল সৃষ্টি করেছে—আমি যে-পাহাড়টায় বসে রয়েছি সেটা নিচু, তবে চার মাইল লম্বা ঢাল ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হয়ে মিলিত হয়েছে এখানে।

দিগন্তের দেখা নেই, চারদিকে কেবল তাপতরঙ্গ, প্রভুর নির্দেশে আমাদের ঘোড়াগুলো শ্রান্ত দেহে নিরাশার পানে এগিয়ে চলেছে।

আকাশ শূন্য, স্থলভাগ নিথর···বাতাসে ধুলোর চাদর। আগুন হয়ে আছে প্রকৃতি।

চার

ফিনফিনে শার্টের নিচে সয়্যারের দুকাঁধ নেতিয়ে গিয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে লুটিয়ে পড়তে পারে, তবু আমাদের সবাইকে ওর হারিয়ে দেবার সম্ভাবনাই বেশি। ওই বৃদ্ধের স্নায়ু ইস্পাতের মতো।

পেছনে তাকাতে দূরে ধুলার রেখা চোখে পড়লো আমার, অ্যানজেলকে দেখাতে কার্লোসকে হাতইশারা করলো সে। অ্যানজেল আর আমি ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। বিশ্রাম দিলাম, ওদের।

'মায়ের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে,' অ্যানজেলকে বললাম। 'আর বেশি দিন বাঁচবেন না। শেষ-বয়েসে ছেলেপুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে শান্তিতে কাটাতে পারলে মরেও সুখ পাবেন।'

'হ্যাঁ, একটা কিছু করতে হবে।'

প্রতিপদক্ষেপে ধুলো উড়ছে। পেছনে তাকানোর জন্যে ও থামলো, রোদ-ঘামের পীড়নে চোখ কোঁচকালো। 'আমাদের লেখাপড়া শেখা উচিত, নীল,' নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ বলে উঠলো। 'আমরা দুজনেই মূর্খ অথচ এটা ঠিক নয়। টমকে দ্যাখ, ওর কথা মানুষ শুনতে বাধ্য। ও-রকম শিক্ষাদীক্ষা থাকলে একজন কদ্দূর উঠবে কেউ বলতে

পারে না।'

'টামর কথায় যুক্তি আছে। চেষ্টা করলে এই পশ্চিমে একজন লোক নিজের বলে কিছু করতে পারবে।'

'তাই। বিশাল দেশ, করবার মতো বহু কিছু আছে।'

আবার স্যাডলে চড়লাম আমরা, বসামাত্র ঝাঁকা খেয়ে আরেকটু হলেই আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

ঘোরে-পাওয়া মানুষের মতো এগিয়ে যাচ্ছি। এই পশ্চিমে কিছুক্ষণ চলবার পর এ-অবস্থাই হয়। আমরা যখন সবুজ ঘাস আর সুশীতল পানির ঘ্রাণ পেলাম, আকাশে তারা ফুটেছে। সোজা পথে আরকান-স পৌঁছেছি। এখনো এক কাপ লোনা জল আছে আমার কাছে, ওটা ফেলে দিয়ে কাপ ধুয়ে ফের ভরে নিলাম।

রোসাবেলার ওয়াগনে নিয়ে গেলাম ক্যানটিনটা, লক্ষ্য করলাম কঠিন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে বেকা। অথচ আমাদের কেউই রোসাবেলার যোগ্য নই।

ব্যবসায়িক আলাপ ছিলো, সামান্য দূরে সরে গিয়ে নিজেদের চুলো বানালাম আমরা চারজন।

'ডনের জমিদারিটা নাকি বিরাট। প্রচুর গরু-মোষ চরে। পাহাড়, তৃণভূমি আছে।' কার্লোসের কাছে ক্যাপ এ-সব জেনেছে। 'গোটা দুয়েক খনি আর একটা করাতকলও আছে।'

'শুনেছি ওঁর খুব জমির লোভ,' অ্যানজেল মন্তব্য করলো। 'অথচ ওখানে বহু লোকের বাড়ি হতে পারে।'

'তোমার হলে তুমি দিতে, অ্যানজেল?' নরম স্বরে প্রশ্ন করলো টম।

'তাই বলে অত জায়গা কেউ দখলে রাখতে পারে না। তাছাড়া, ভদ্রলোক আমেরিকান নন,' নিজের অভিমতে অ্যানজেল অটল।

সয়্যার তর্ক করবার লোক নয়, কিন্তু বিবেচক। 'ওটা ওর পৈতৃক সম্পত্তি। সতেরোশো চুরানব্বই সালে ডনের বাবা ওখানে বসতি করেছিল।'

'আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে,' জবাব দিলো অ্যানজেল, 'তবে যা শুনেছি, তাই বললাম।'

'ডন লুকাস উদ্বাস্তু নয়,' সয়্যার জানালো আমাদের, 'আমি যখন প্রথম পশ্চিমে আসি তখনই ওর নাম শুনেছি। বাপ-বেটায় ইনডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছে। রক্ত পানি করে ওই জায়গা বসবাসযোগ্য করে তুলেছে। এখন ওটা আর কেউ দখল করতে চাইলে রক্তারক্তি ঘটবে।'

'জোনাথন হার্সট বেআইনি কিছু করবে বলে মনে হয় না,' অ্যানজেল যুক্তি দেখালো। 'অন্তত প্রকৃত ঘটনা জানলে।'

পরবর্তী বিশ্রামস্থল প্যানি রক। কার্লোস এসে জানালো ডন লুকাস ওটা এড়িয়ে যেতে চান।

অ্যানজেল আর আমার শখ ওটা দেখবো, তাই আমরা চারজন স্থির করলাম পরে ঘুরপথে মিলিত হবো দলের সঙ্গে।

পাহাড়ের ধারে জনাচল্লিশেক লোক আস্তানা গেড়েছে। মাস্তান চেহারা, চুর হয়ে আছে মদে।

'ওঅর পার্টি,' মন্তব্য করলো সয়্যার।

সহসা আমার কেন জানি মনে হলো এরা হার্সটের লোক। এই অসময়ে বিনা মতলবে কেউ ক্যামপ করবে না এখানে। ব্যাক র‍্যানডের

এক সাঙাতকে দেখলাম ওদের মাঝে।

আমাদের দেখে কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো। 'তোমরা…?'

'ভবঘুরে।' ওদেরকে আড়চোখে জরিপ করলো টম ওয়াটকিনস। 'কাইমারনে যাচ্ছি—কাজ আছে।'

'তার চেয়ে বরং আমাদের সাথে যোগ দাও—লাভ হবে।'

'সময় নেই,' বললো অ্যানজেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ওদের, বোধ হয় চেহারাগুলো চিনে রাখছে।

আরো কজন এগিয়ে এসেছে, আমাদের পেছনে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে—ঘিরে ফেলার তাল। আমি ঘুরে ওদের মুখোমুখি হলাম।

এ-জন্যে ওরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না, হকচকিয়ে গেল। 'কী ব্যাপার? ভয় পেলে?' বেফাঁস জিজ্ঞেস করলো এক লালমুখো।

ঠাণ্ডা মাথায় এ-সব লোককে মোকাবেলা করতে হয়। নীরবে ওর দিকে গেলডিংকে রওনা করলাম। ডান হাত উরুর ওপর, আঙুল বাড়ালেই ছুঁতে পারবো সিকস-শুটারটা। ওরাও সম্ভবত বুঝতে পারছে লালমুখো বাড়াবাড়ি করলে পস্তাতে হবে।

লালমুখো সরতে চেষ্টা করলো, কিন্তু গেলডিং নাছোড়বান্দা। বাবার হাতে তালিম-পাওয়া ঘোড়া, একবার কোনো কিছুর প্রতি তাক করলে কী করতে হবে জানে।

পিছিয়ে গেল লালমুখো, কৈশোর থেকেই আমি জানি কেউ একবার পিছুতে শুরু করলে তার পক্ষে থামা কষ্টকর হয়ে পড়ে, সহজে আর আক্রমণে আসতে পারে না। পায়ে পায়ে গেলডিং এগোচ্ছে ওর দিকে। হঠাৎ মরিয়া হয়ে পিস্তলে হাত বাড়ালো রেড, আমি ঘোড়া তুলে দিলাম ওর ওপর। কাঁধ দিয়ে গেলডিং আঘাত করলো

ওকে, রেড সজোরে আছাড় খেলো, কয়েকফুট দূরে ছিটকে পড়লো পিস্তলটা।

চিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে রেড, পাশেই গেলডিং দাঁড়িয়ে, এ-যাবৎ একটা কথাও বলিনি আমি।

সবাই যখন রেড আর গেলডিংয়ের লুকোচুরি দেখায় মশগুল, অ্যানজেল তার পিস্তল বের করে কোলের ওপর রেখেছে। টম ওয়াট-কিনস আর ক্যাপ সয়্যারের রাইফেল রেডি। 'আগেই বলেছি, তাড়া আছে আমাদের,' নীরবতা ভাঙলো ক্যাপ।

লালমুখো উঠতে নিলো, গেলডিং ওর দিকে ঝুঁকে আসায় ফের শুয়ে পড়লো। 'আমরা যাই, তারপর উঠো।'

এতক্ষণ ওরা তামাশা দেখছিল, এ-বার আমাদের তাড়া করলো।

'নীল, রেডি,' জিজ্ঞেস করলো অ্যানজেল।

'হ্যাঁ, চল!' ওখান থেকে সরে পড়লাম আমরা।

এই মুহূর্তে ক্যাপের ভাবনা আমি পড়তে পারছি। ওদের মনো-যোগ ছিলো আমাদের ওপর, সুতরাং ওয়াগনগুলো দেখতে পায়নি। কুন ক্রীকে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে আমরা ফোর্ট ডজের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

ফোর্ট ডজের রাস্তায় ঘুরছি, স্টেশনে বারলো অ্যানড স্যানডার্সন কোমপানির স্টেজ এসে থামলো। স্টেজভ্রমণ বেশ আরামদায়ক। গদি মোড়া আসন, যাত্রীদের প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত।

এক সার্জেনটের সাথে গল্প করছে ড্রাইভার। ওর মন্তব্য আমাদের কানে এলো। 'মনে হচ্ছে স্প্যানিশদের জমি জবরদখল নিয়ে একটা

লড়াই বাধবে।'

অ্যানজেল ফিরতি পথ ধরলো। 'আমরা যোগ না দিয়ে ভালোই করেছি, বললো সে। 'এর চাইতে গরু ব্যবসা ঢের ভালো।'

ক্যামপে ফিরে দেখলাম বাঁধাছাঁদা শুরু হয়েছে। কার্লোস বিদায় নিতে এলো। 'যাচ্ছি, সিনর। বাড়ি থেকে খবর এসেছে। আমরা দক্ষিণে মরুভূমির ওপর দিয়ে যাবো। তোমরা আসবে?'

'না, আমরা পারগ্যাটরিতে যাচ্ছি।'

'বেশ, তাহলে এখানেই বিদায়।' আমার পানে তাকালো কার্লোস। 'ডন লুকাস তোমার সাথে কথা বলতে চান, সিনর।'

ওয়াগনের কাছেপিঠে কোথাও নেই ডন লুকাস, তবে রোসাবেলা রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে চপল পায়ে এগিয়ে এলো। 'নীল, আমরা চলে যাচ্ছি। তুমি আসবে না?'

'আসবো, কিন্তু দেরি হবে।'

'আমাদের বাসায় এসো, কেমন।'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আশপাশে লোকজনের শোর-গোল, মালপত্র সরানোর আওয়াজ, যাত্রার তোড়জোড়।

নিজেকে ভীষণ একলা লাগছে আমার, এ-রকম অনুভূতি ইতিপূর্বে হয়নি। বন্য গরু ধরতে আর ইচ্ছে করছে না। সান্তা ফেতে চলে গিয়েছে মন। লরা হার্সটের জন্যেও কি অ্যানজেলের এমন লাগছে?

আমার ব্যাপারটা বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শামিল। বলতে গেলে মূর্খ, নিজের নামটুকুই যা লিখতে পারি।

'চিঠি লিখো, নীল।'

কীভাবে বলি লিখতে জানি না? 'লিখবো,' বললাম—মনে মনে

শপথ করলাম শিখবো, গুরু মানবো টমকে।

অ্যানজেলের ধারণা ঠিক। লেখাপড়া শিখতে হবে আমাদের—যেভাবেই হোক।

'খারাপ লাগবে আমার।'

জিভ সরছে না আমার, টুপিখানা বোকার মতো নাড়াচাড়া করছি। ইস্, অ্যানজেলের মতো আমিও যদি বাকপটু হতাম। মেয়েদের সঙ্গে সেভাবে কথা বলিনি কখনো, বুঝতে পারছি না এ-অবস্থায় কী বলতে হয়।

'তোমার সাথে বেড়িয়ে মজা পেয়েছি,' বললাম ওকে।

ও কাছে সরে এলো, ভীষণ ইচ্ছে করছে চুমু দিতে, কিন্তু কী অধিকার আছে আমার একজন জমিদার তনয়াকে চুমু খাওয়ার?

'আমিও কষ্ট পাবো।'

আচমকা পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো রোসাবেলা, চুমু খেয়ে ছুটে পালালো। ঘুরে সোজা হাঁটতে শুরু করলাম আমি, একটা গাছের সাথে ঠোকর খেলাম। ফিরে আসবো হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো বেকা, হাতে উদ্যত ছোরা।

মেয়ে পটাতে না পারি, মারামারিতে ঠিকই ওস্তাদ। এই একটা দিকে বাবা ভুল করেননি। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে, বাঁ-হাতের ধাক্কায় ছোরা-ধরা কবজিটা আমার ডানে সরিয়ে দিলাম, কোনাকুনি-ভাবে বাঁ-পা নিয়ে গেলাম ওর সামনে, ডান হাতে চেপে ধরলাম কবজি, তারপর আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম।

শূন্যে একটা গাছের সাথে বাড়ি খেলো বেকা, খসে পড়লো ছুরিটা। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটা দিলাম আমি, একবারও পেছন ফিরে তাকা-

লাম না। মনে হলো একবার যেন শুনলাম ওর গোঙানি, তবে আমি নিশ্চিত বেকা বেঁচে রয়েছে। সামান্য আহত, এই যা।

টম ওয়াটকিনস বসে আছে স্যাডলে, পাশে আমার গেলডিং। 'অ্যানজেল আর ক্যাপ চলে গেছে। শহরে দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

'আন্দাজ করেছিলাম, তুমি বিদায় নিতে যাবে। অমন রূপসীকে ছেড়ে যাওয়া সত্যিই কঠিন।'

ওর দিকে তাকালাম। 'এই প্রথম কোনো মেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো আমার সাথে।'

'ওর জন্যে তুমি গর্ব করতে পারো। খুব ভালো মেয়ে,' আন্তরিক সুরে বললো সে।

ছোরাটার দিকে ওর চোখ পড়লো। দলের প্রত্যেকেই ওর মালিককে চেনে। বেকা সর্বদা দেখিয়ে বেড়ায়।

'স্যুভেনির?' পরিহাসতরল গলায় বললো টম।

'নিতে চাইনি।' বেল্টে গুঁজে রাখলাম ছোরাটা। 'কিন্তু বাধ্য হলাম।'

ছুলকি চালে এগিয়ে গেলাম আমরা। 'মেরে ফেলেছো?' ও প্রশ্ন করলো।

'না।'

'উচিত ছিলো,' বললো টম, 'করতেই যখন হবে।'

ওকে নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই আমি। বারবার রোসাবেলা আলভার্দোর চেহারা ভেসে উঠছে মানসপটে। অবিরাম একটা কথাই বোঝাতে লাগলাম নিজেকে, ও আমার জন্যে নয়। কিন্তু এতে লাভ

হলো না। সেইদিন থেকে যেন অ্যানজেলকে আরো ভালো করে বুঝতে পারলাম আমি, দুঃখ হলো ওর জন্যে।

তবে ওই ভোঁতামুখো স্বর্ণকেশিনীর প্রতি আমার মনোভাব বদলায়নি একটুও। বরাবর ওই রোয়ানটা হাড়জ্বালানি বজ্জাত।

অদূরে ফোর্টের বাতি দেখা যাচ্ছে, পেছন থেকে ভেসে আসছে ওয়াগনের বিলীয়মান ঘর্ঘর।

'টম,' বললাম, 'আমি লেখাপড়া শিখতে চাই।'

'আলবৎ শিখবে,' ওর গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'আমি শেখাবো।'

কিছুক্ষণ আর কথা নেই, তারপর এক সময় টম ওয়াটকিনস বললো, 'নীল, এই দেশটা খুব বড়, সবার সমান সুযোগ। ইচ্ছে, উদ্যম থাকলে—যা চাইবে তাই পাবে।'

বুঝলাম ও বলছে, চেষ্টা করলে নিজেকে আমি ডনের নাতনির যোগ্য করে তুলতে পারবো। সত্যিই তাই, পশ্চিমে প্রত্যেকেরই সুযোগ-সম্ভাবনা আছে।

নক্ষত্রজ্বলা আকাশ। অনেক পেছনে ফেলে এসেছি ক্যাম্প। সামনের বস্তিতে হাসছে কেউ, কারো হাত ফসকে একটা গামলা পড়ে গেল মাটিতে।

ফুরফুরে হাওয়া বইছে: সুশীতল, আরামদায়ক। প্ল্যানমাফিক কাজ শুরু করতে যাচ্ছি আমরা। বুনো গরু ধরবো।

গন্তব্য পারগ্যাটরি।

পাঁচ

জায়গাটা ক্যাপ সয়্যারের পরিচিত। কিট কার্সন, আংকল ডিক উটন, জিম ব্রিজার আর বেল ভাইয়েদের সঙ্গে গিয়েছিল। প্রচুর বীবর শিকার করেছে ওখানে, ইনডিয়ানের মতোই ওই অঞ্চল তার নখদর্পণে।

টম যেন এক বিস্ময়ের ডালি। টেকসাসের লোক, গবাদি পশুর মাসটার, অথচ কবি।

অ্যানজেল আর আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। চাষাবাদ শিকার ছাড়া কিছু জানি না।

ইনডিয়ান এলাকায় যাচ্ছি আমরা। কোমানচ, উতে, অ্যারাপাও আর কিওয়াদের বাস। কয়েক ঘর শ্যানী আছে। মাঝেমধ্যে উত্তরে হামলাকারী অ্যাপাচিরাও আসে। সামান্যতম অলসতা মৃত্যু ডেকে আনতে পারে এখানে। দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের স্থান নেই এ-দেশে।

সংবাদপত্র নেই, ডাকব্যবস্থা অচল।

ক্যাপ ওই অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র চেনে। ম্যাপ সুলভ নয় বলে স্মৃতিশক্তিই একমাত্র ভরসা। লোকে নিজের রান্নাঘর যেমন চেনে ওখানকার হাজার মাইল ক্যাপের তেমনি চেনা।

সকালে ইদানীং সুন্দর হাওয়া বয়। ঈষৎ কনকনে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ওঠার চিহ্ন। দুপুরের আগে আগে ওয়াগনগুলো চোখে পড়লো আমাদের।

সাতটা ওয়াগন, পুড়ে অঙ্গার। সাবধানে এগিয়ে গেলাম, রাইফেল তৈরি ; ওয়াগনগুলোর কাছে পৌঁছে সোজা হলাম ঘোড়ার পিঠে।

ইনডিয়ানদের সম্পর্কে পুবের লোকেরা সত্যি-মিথ্যা অনেক কথাই বলে, বাস্তবে ওদের মোকাবেলা করেনি ওরা। ইনডিয়ান জাতি পেশায় যোদ্ধা। এ-পেশাকে শ্রদ্ধা করে, তাই অনুকম্পা তার চরিত্রে নেই।

অনুকম্পা আরোপিত গুণ, শেখানো। ইনডিয়ানদের গণ্ডি সীমাবদ্ধ —আত্মকেন্দ্রিক। স্বভাবতই বাইরের লোককে শত্রু মনে করে।

এটা দূষণীয় নয়, কেউ তাকে এ-ব্যাপারে ভাবতে শেখায়নি। ওদের ধারণা শত্রুর হাত-পা কেটে নিলে পরকালে সে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না। অনেক ইনডিয়ান বিশ্বাস করে অঙ্গহীন লোকের পরকাল বলে কিছু নেই।

চাকার ওপর দুজন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, সারা গায়ে তীর বেঁধা, করোটি-ছাল নেই। মহিলাদের শরীরে একটা সুতোও নেই। বালিয়াড়ির আড়ালে লুকোতে পেরেছিল একজন, রুখে দাঁড়িয়েছিল, প্রেমিকা ছিলো সঙ্গে।

'জখম নেই শরীরে,' আমি বললাম। 'নিশ্চয়ই ইনডিয়ানরা চলে যাবার পর মরেছে।'

'না।' লাশগুলোর কাছেপিঠে মোকাসিনের ছাপ দেখালো ক্যাপ। 'আত্মহত্যা করেছে।' মেয়ের পোশাক আর লোকটার কপালে পোড়া

বারুদের চিহ্ন দেখালো সে। 'সঙ্গিনীকে মেরে নিজে মরেছে।'

লোকটার পালটা হামলায় বিপক্ষের কয়েকজন হতাহত হয়েছে। ঘাসের ওপর রক্তের ছোপ দেখে অনুমান করলাম চার-পাঁচজন মরেছে। তবে ইনডিয়ানরা লাশ ফেলে যায় না, এ-ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি।

ওই বালিয়াড়িতে দুজনকে কবর দিলাম আমরা। একটা গর্ত খুঁড়ে অন্যদের বালুচাপা দিলাম।

ওদের পকেট হাতড়ে কয়েকটা চিঠি পেলো সয়্যার, নিজের কাছে রেখে দিলো ওগুলো। 'আপনজনেরা অন্তত এই স্মৃতিচিহ্নটুকু ধরে রাখতে পারবে।'

কৌতূহলী চোখে ওয়াগনগুলো জরিপ করছিল ওয়াটকিনস, হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, 'ক্যাপ, দেখে যাও।'

একটা ওয়াগনের খানিকটা অংশ অক্ষত—ভালোমত ধরে ওঠার আগেই নিভে গিয়েছে আগুন।

'বুঝেছি,' বললো অ্যানজেল। 'ওটার তলা খুব পুরু।'

'তাই,' বললো ওয়াটকিনস। 'মনে হয় চোরাকুঠরি আছে।'

শাবলের চাড় দিয়ে একটা বোর্ড উঁচু করলো সে, আমরা ধরে খসিয়ে ফেললাম। ভেতরে ছোট্ট কুঠরি, একটা চ্যাপটামত লোহার বাকস রাখা। ভেঙে ফেললাম সেটা।

'একেই বলে কপাল,' বললো ওয়াটকিনস। 'বাকস ভর্তি টাকা।'

'নিশ্চয়ই কেউ ওগুলোর পথ চেয়ে আছে,' মন্তব্য করলো অ্যানজেল 'চিঠিগুলো পড়া দরকার, মালিকের নাম পাওয়া যেতে পারে।'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকালো টম ওয়াটকিনস, জোর করে

মুখে হাসি ফোটালো। 'কী লাভ? বোম্বাই যাচ্ছে মালিক মরে গেছে।'

'ভীষণ অর্থকষ্টে রয়েছেন মা। আমরা পাঠালে উপকৃত হবেন। এমনও তো হতে পারে,' অ্যানজেল বললো, 'আরো কারো দরকার ওই টাকা।'

গোড়াতে আমার মনে হয়েছিল, ঠাট্টা করছে—কিন্তু পরে ওর মনোভাব বুঝতে পেরে লজ্জিত হলাম। প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে পাঠিয়ে দিতে হবে ওগুলো···আর একান্তই যদি কাউকে না পাওয়া যায় তখন রেখে দিলে দোষের হবে না।

ক্যাপ সয়্যার হাতের তালুতে পাইপ ঠুকছে, সতর্ক চোখে নিরীক্ষণ করছে অ্যানজেলকে।

আমাদের পকেটে এখন পাঁচটা ডলারও নেই। রসদ কিনতে হয়েছে। বাকিটা অ্যাবিলেন থেকে মাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সামনে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, অথচ মুনাফা কী হবে জানি না।

'এরা মরে গেছে, অ্যানজেল,' ঝাঁঝিয়ে উঠলো ওয়াটকিনস। 'দৈবাৎ আমরা পেয়ে গেছি, নইলে কতকাল এভাবে পড়ে থাকতো কে জানে। তদ্দিনে এইসব চিঠির কোনো অস্তিত্বই থাকতো না।'

সে-দিন বুঝতে পারিনি এই বচসার পরিণাম—মনে হয়েছিল ওরা দুজনেই ছেলেমি করছে।

'একহাজার ডলার স্বর্ণমুদ্রা। সারা জীবনে কামাতে পারবো না—কেন মিছেমিছি মাথা গরম করছো, অ্যানজেল?'

'আমরা বরং আর কোথাও গিয়ে ফয়সালা করি,' আমি বললাম। 'ইনডিয়ানরা এসে পড়তে পারে।'

সাঁঝ ঘনালে আরকান-সর অদূরে একটা পাইন বনে ক্যামপ করলাম। পানি খাওয়ালাম গরুদের। কথা বলছে না কেউ। এটা ঝগড়ার জায়গা নয়, তবে সে-রকম দেখলে অ্যানজেলের পক্ষই নেবো আমি, ও আমার ভাই—তাছাড়া ন্যায়ের পথে আছে।

অবশ্যি এ-পরিস্থিতিতে আমি হলে কী করতাম বলতে পারছি না। হয়তো ভাবলেও মুখ ফুটে বলতাম না। আগেভাগে এ-সব ক্ষেত্রে কিছুই বলা সম্ভব নয়। সয়্যার এতক্ষণ শব্দ করেনি, পাইপ টানতে টানতে চুপচাপ শুনেছে।

কফি পানের সময় প্রসঙ্গটা ফের উত্থাপন করলো টম। 'টাকাটা ফেরত দেয়া বোকামো হবে, অ্যানজেল।'

ওই চিঠিগুলো একমনে পড়ছিল অ্যানজেল, টমের মন্তব্যে মুখ তুলে বললো, বাড়িতে ওদের এক মেয়ে আছে। বয়েস মাত্র ষোলো। যে-আত্মীয়ের কাছে মেয়েটা আছে তারা জানে, ওর নামে টাকা আসছে কিন্তু যখন দেখবে এলো না—ওর কী দশা হবে?'

প্রশ্নটা টমকে অস্বস্তিতে ফেলে দিলো, খেপে উঠলো সে। সমস্ত রক্ত জমা হয়েছে মুখে, চোয়াল শক্ত, হিসহিসে গলায় বললো, 'অতই যখন দরদ, তোমার ভাগটা দিয়ে দাও। আমি এর সিকি ভাগ নেবো—এখুনি। আমি না দেখলে পেতে টাকা।'

'তা ঠিক,' বিবেচকের মতো বললো অ্যানজেল, 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই টাকা আমাদের নয়।'

ধীরে ধীরে টম ওয়াটকিনস উঠে দাঁড়ালো। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে ওর, লড়াই বাধাতে চাইছে। বাধ্য হয়ে আমাকেও উঠতে হলো।

'তুমি এর মধ্যে নাক গলিও না,' রাগতভাবে বললো সে। 'এটা অ্যানজেল আর আমার ব্যাপার।'

'শান্ত হও, টম। সবে ব্যবসা করতে নেমেছি আমরা, শুরুতেই যদি নিজেদের মধ্যে গোল বাধে—সব যে লাটে উঠবে।'

'টাকাটা কোনো পুরুষের হলে,' বললো অ্যানজেল, 'হয়তো ফেরত দেয়ার কথা ভাবতাম না—কিন্তু এর অভাবে একটা কাঁচা বয়েসী মেয়ের জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

টম অহঙ্কারী জেদী মানুষ, আমাদের দুভাইকে পাল্লা দেবার মতো শক্তি রাখে। এ-বার মাথা গলালো সয়্যার, সমস্যার সমাধান দিলো।

'টম,' নরম সুরে ও বললো, 'ভুল করছো তুমি, এবং সেটা বুঝতেও পারছো। আমরা চারজন—আমার ভোট আমি ওসমানদের পক্ষে দিচ্ছি।'

'বেশ, যা ভালো বোঝো করো—তবে কাজটা বোকামি হচ্ছে।'

'তোমার ধারণাই হয়তো ঠিক, টম,' বললো অ্যানজেল, 'বেশ তো, গরু বিক্রির টাকা থেকে আমি যে-ভাগটা পাবো, তুমি না হয় রেখে দিও।'

ওর দিকে তাকালো টম ওয়াটকিনস। 'বুঝেছি—চার্চই তোমার জায়গা, বসে বসে গান গাইবে।'

'জানি ওই গানও জানি দু-একটা,' বললো অ্যানজেল। 'সাপার সেরে শোনাবোক্ষণ।'

এভাবেই যবনিকা পড়লো ওই নাটকের…অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিল। তবে আমার ধারণা শেষ বলে কিছু নেই। কোনো কথাই মানুষ ভোলে না। আজ যা বলে সেটা তার বা অন্য লোকের অব-

চেতনায় রয়ে যায়, এবং একদিন ডালপালা গজিয়ে বেরিয়ে এসে বহু লোককে জড়িয়ে ফেলে।

একে একে চারটে গাথা পরিবেশন করলো অ্যানজেল। শেষ গানটার পর টম উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো, অ্যানজেল হেসে জড়িয়ে ধরলো ওকে।

সোনার ব্যাপারে আর কোনো উচ্চবাচ্য হলো না। একটা মোটের তলায় রেখে ওগুলোর কথা ভুলে গেল সবাই। ওই পরিমাণ সোনার কথা কি ভোলা যায় কখনো ?

ক্রমশ বুনো গরুদের রাজ্যে ঢুকছি আমরা। বেশির ভাগই দক্ষিণের স্প্যানিশ বসতি থেকে পালিয়ে এসেছে। ইনডিয়ানরা প্রায়ই ক্যালিফোর্নিয়াগামী ওয়াগন ট্রেনে হামলা চালায়, ওদের তাড়া-খাওয়া গরুও আছে কিছু।

ইনডিয়ানরা মাঝেসাঝে মারে, তবে ওদের পছন্দ মোষ। এই পশুগুলোর অধিকাংশই মোষের পালের সাথে দক্ষিণে এসেছে। আঠারোশো সাতষট্টিতে মোষের অভাব ছিলো না, নেহাত দায় না ঠেকলে বুনো গবাদি পশু ইনডিয়ানরা মারতো না।

সান্তা ফা ট্রেইলের যে-অংশটা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছে আমরা তার দক্ষিণে যাচ্ছি। এর দুপাশে পারগ্যাটরি আর টু বিউটস ক্রীক। এবং উত্তরে ম্যল পেইস। বিশাল এলাকা; রুক্ষ, দুর্গম। চারপাশে সেজ, মেসকুইট, জুনিপার আর পাইনের ঝোপ।

পাহাড়ের ভেতরে একটা হাইড-আউট ক্যানিয়ন। লাগোয়া ঝরনা, মিষ্টি পানি। পাদদেশে চারণক্ষেত্র, ঘোড়ার পেটসমান উঁচু ঘাস। ক্যাপ সয়্যার ওখানে নিয়ে গেল আমাদের। বিশ বছর আগে যেমনটি

দেখে গিয়েছিল আজো তেমনি আছে বলে জানালো ও।

শুরুতেই ওপর দিকে কেবিন বানালাম আমরা। পেছনে আকাশ-ছোঁয়া শৃঙ্গ। সামনে চার-পাঁচ একরের ঘেসো জমি, গাছ-পাথরে ঘেরা। তারপর চারণভূমি। পাশের ক্যানিয়নটা আরো বড়—ওখানেই ওদের জন্যে ফাঁদ পাতার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম দিনটা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ আর কেবিনের তিন পাশে পাথরের পাঁচিল তুলে কাটলো। সুযোগমত আশপাশের এলাকাও জরিপ করলাম। একটা হরিণ মারলাম আমি, সয়্যার পেলো মোষ। কেবিনে মাংস নিয়ে এসে শুকোতে দিলাম।

পরদিন ভোরে দেখতে বেরোলাম জায়গাটা। এক ঘণ্টায় প্রায় সত্তরটা গরু চোখে পড়লো। এ-ধরনের গবাদি পশু সচরাচর দেখা যায় না। ওই পালে একটা লংহর্ন ষাঁড় রয়েছে। সাত ফুটের মতো লম্বা, ওজন কমপক্ষে ষোলোশো পাউনড। শিঙগুলো ? সুঁচের মতো তীক্ষ্ণ।

সন্ধ্যে নাগাদ বেশ কিছু গরু তাড়িয়ে নিয়ে এলাম। তৃতীয় দিন যখন শেষ হলো, শতাধিক গরু আটকা পড়েছে আমাদের ফাঁদে। কল্পনায় আমরা টাকা গুনতে শুরু করেছি।

এ-কাজে অসীম ধৈর্য প্রয়োজন, তাড়াহুড়ো করলে ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে ওরা।

এক সঙ্গে দুটো দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের। নিজেদের জন্যে কিছু গরু ধরার পাশাপাশি বেঁচে থাকতে হবে। কেবল ইনডিয়ানদের ব্যাপারেই খেয়াল রাখলে চলবে না, গবাদি পশুর দিকেও নজর রাখতে হবে। বেশ কিছু হিংস্র ষাঁড় রয়েছে ওদের মাঝে,

তাছাড়া বেকায়দায় পেলে গরুগুলোও পিষে মারতে পারে। রাতে পালা করে রান্না করি।

আগুন ছোট রাখছি, দরকার না পড়লে যাই না কোথাও। এমন কোনো কাজ করি না যাতে ইনডিয়ানরা সহজেই ওত পাততে পারে। ভুলেও এক ট্রেইল দুবার ব্যবহার করি না, সদাসতর্ক থাকি।

দিনে দিনে বাড়ছে পাল। ঘাস-পানি খেয়ে তাজা হচ্ছে, পোষ মানছে আস্তে আস্তে।

অবশেষে বিপদ ঘনালো। ঘুরতে বেরিয়ে ইনডিয়ান ওঅর পার্টির দেখা পেলো অ্যানজেল। সে-রাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানে আর নয়।

ছয়

যেমনটা আশা করেছিলাম, সান্তা ফে তার চাইতে ছোট শহর। শুধু গোটাকয়েক কাদামাটির দালানকোঠা।

আমাদের দেখতে দোরগোড়ায় ভিড় জমালো লোকজন। তিনজন স্প্যানিশ ঘোড়সওয়ার এগিয়ে এলো—মিগুয়েল, পেট রোমেরা আর হোসে টোরেস।

'হো!' মিগুয়েল হাসছে। 'অ্যামিগো, এসেছো তাহলে। তোমাদের অপেক্ষাই করছিলাম। ডন লুকাস ডিনারের নেমন্তন্ন করেছেন।'

'উনি জানেন আমরা এসেছি?' অবাক হলো অ্যানজেল।

মিগুয়েল তাকালো ওর দিকে। 'ডন সব খবরই রাখেন, সিনর। ভেগাস থেকে আমাদের এক লোক এসেছে।'

আমরা শহরে ঢুকলাম, ওরা গরুর কাছে রয়ে গেল।

লা ফনডার সামনে থামলাম, ছায়ায় ঘোড়া বেঁধে ঢুকলাম ভেতরে। মনোরম পরিবেশ। গির্জার মতো ছায়াচ্ছন্ন। বার, হোটেল দুটোই আছে।

স্প্যানিশদের সংখ্যাই বেশি, নিচু স্বরে আড্ডা মারছে। এই মার্জিত ঢঙটি আমার পছন্দ হলো। দুজন স্বাগত জানালো আমাদের, অত্যন্ত

ভদ্র ব্যবহার।

কোণের একটা টেবিলে বসলাম আমরা। পকেটে সামান্য যা টাকা আছে দু-এক গ্লাস ওয়াইন আর কিছু খাওয়া হয়ে যাবে। ফিসফিস গুঞ্জন, গ্লাসের টুংটাং, মেঝেতে হিলের খটখট শুনতে ভালো লাগছে আমার। পেছনে কোথাও এক মহিলা হাসির দমকে ভেঙে পড়লো।

আমরা ওখানে বসা অবস্থাতেই একজন আর্মি অফিসার এলো। দীর্ঘ, একহারা। বয়েস বড়জোর তিরিশ। ধোপদুরস্ত কোর্তা। দৃঢ় পায়ে হাঁটে। বাহারে গোঁফ।

'শহরের প্রান্তে ওই গরুগুলো তোমাদের?'

'কিনবে?' প্রশ্ন করলো অ্যানজেল।

'আগে দাম শুনি।'

চেয়ার টেনে বসলো সে, এক গ্লাস ওয়াইনের ফরমাস দিলো।

'এখানে খরা চলছে। প্রচুর গরু মারা গেছে। যেগুলো আছে, খাদ্যাভাবে শুকিয়ে গেছে। স্বীকার করছি, তোমাদের গুলো বেশ মোটাতাজা।'

চোখ তুললো টম ওয়াটকিনস। হাসিমুখে বললো, 'মাথাপিছু পঁচিশ ডলার।'

ওকে পাত্তা দিলো না ক্যাপটেন। 'অসম্ভব,' বললো সে, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে গ্লাস উঁচু করলো। 'ইওর হেলথ'

'ডন লুকাসের খবর কী?' আচমকা জিজ্ঞেস করলো অ্যানজেল।

সামান্য কঠোর হলো ক্যাপটেনের চেহারা। 'তোমরা হার্সটের লোক?'

'না,' বললো টম। 'অ্যাবিলেন থেকে ওঁর সাথেই আমরা পশ্চিমে

এসেছি।'

'আমাদের যথেষ্ট সমাদর করেন উনি। এখানকার অধিবাসীদের ইনডিয়ান আক্রমণ থেকে রক্ষা করা মেকসিকান সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আমরা এখানে আসার আগেও সান্তা ফের ব্যবসা-বাণিজ্য ওদের চেয়ে আমেরিকার সঙ্গেই ছিলো বেশি। ডনের সায় ছিলো এতে। নিউ মেকসিকোতে আমাদের ঢোকায় বাধা তো দেনইনি—উলটো স্বাগত জানিয়েছেন।'

'জোনাথন হার্সট নতুন কলোনি বানাতে চাইছে এখানে,' বললো অ্যানজেল।

'মিঃ হার্সট একরোখা মানুষ,' বললো ক্যাপটেন, 'কিন্তু একটা কথা সে ভুলে যাচ্ছে, নিউ মেকসিকো আমেরিকার আওতায় চলে আসার অর্থ এই নয় যে, এখানকার স্প্যানিশ ভাষাভাষীরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবে।'

দম নিয়ে আবার শুরু করলো ক্যাপটেন। 'জোনাথন হার্সট তো আসলে জায়গাটাকে বন্দুকবাজদের আখড়া বানাতে চাইছে।'

আরেক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে চেয়ারে হেলান দিলাম আমি। গভীর আগ্রহে ক্যাপটেনের কথা শুনছি। শিক্ষিত লোক, নইলে এত প্রচুর জানাশোনা হতো না। এদের কথা শুনলে ধরা পড়ে আমরা কত অজ্ঞ। পাহাড়ে থাকতে বাইবেল ছাড়া কিছু পড়তে পারিনি আমরা। আসতো না।

অ্যানজেল আর আমি নীরবে শুনতে লাগলাম। এ থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়।

আসবার পথে আরো কিছু গরু ধরেছি আমরা। প্রত্যেকের ভাগে

এক হাজার ডলার করে পড়বে। পরদিন অ্যানজেল আর ক্যাপ স্টেজ স্টেশনে গিয়ে ওই সোনাগুলো পুবে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলো।

আমার ইচ্ছে শহর দেখবো, রাস্তায় বেরোলাম। এখানকার কৃষ্ণ-নয়নারা যে-কোনো পুরুষের মাথা গুলিয়ে দিতে পারে। ওদের কাউকে দেখলে লরার চিন্তা ভুলে যাবে অ্যানজেল। সন্দেহ নেই, মেয়েটার প্রেমে পড়েছে ও। স্বাভাবিক—একটানা কিছু দিন শুধু পুরুষের ভিড়ে কাটালে যে-কারো কাছেই একটা কুৎসিত মেয়েও অপূর্ব ঠেকবে।

প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ, আমার এখন স্নান-শেভ দরকার। সয়্যার সঙ্গী হলো।

'এই শহরে দেখার মতো জিনিস আছে,' বললাম আমি।

'নীল, সাবধান। পা ফেলার আগে চারদিক দেখে নিও। কোনো স্প্যানিশ মেয়েকে পটাতে চাইলে তার প্রেমিকের কথাটাও মাথায় ঠাঁই দিও।'

দিবানিদ্রার আদর্শ সময়। আমার পায়ের আওয়াজে এক চোখের পাতা পিটপিট করলো একটা কুকুর, লেজ নেড়ে বুঝিয়ে দিলো বিরক্ত না করলে খুশি হবে।

অলস গতিতে ধূলিধূসরিত রাজপথে হাঁটতে লাগলাম। শহরটা যেন ঘুমোচ্ছে। পাবলিক টয়লেটের দরজা খোলা। লম্বা একতলা শেড, গোলাবাড়ির মতো। পাশাপাশি অনেকগুলো স্নানের চৌবাচ্চা, পানিভরা। তাকে ঘরে-তৈরি সাবান একটা। টিউবওয়েলও আছে এই প্রথম কোনো ঘরের ভেতরে টিউবওয়েল দেখলাম আমি। মানুষ কুঁড়ে হয়ে পড়ছে…পানি আনতে এমনকি ঘরের বাইরে যেতেও

নারাজ।

ফাঁকা স্নানঘর, ভাড়া নেবার কেউ নেই। সাবানের ফেনায় আমার গা মাখামাখি, তিনটে মেয়ে মাথায় কাপড়ের বোঝা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

এক পলক পরস্পর তাকিয়ে রইলাম আমরা, তারপর চেঁচিয়ে ওদের যেতে বললাম। চকিতে উপলব্ধি করলাম আসলে এটা স্নানঘর নয়—কাপড় ধোবার জায়গা।

ওদিকে মেয়েগুলো হেসে খুন। চট করে এক গামলা পানি ঢাললাম গায়ে, হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা তুলে নিলাম। ছুটে পালালো ওরা, রাস্তা থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। কোনোমতে কাপড় পরে গেলডিংয়ের কাছে গেলাম আমি। পরমুহূর্তে লাগাম খুলে শহরের বাইরে যাত্রা করলাম। সত্যি, মেয়েলোকের সাথে পারা ভার।

তবে যাই হোক, গোসল তো হয়েছে।

মরুভূমির পরিচিত সকাল। উজ্জ্বল, শুকনো। ক্যাপটেনকে গরুর পাল বুঝিয়ে দিয়েছি। শেষ-পর্যন্ত মাথাপিছু বিশ ডলারে রফা হয়েছে। তখনকার বাজার অনুযায়ী বেশ লাভজনক।

আমরা শহরে ফিরে আসতেই একটা মেয়ের চোখে পড়ে গেলাম আমি ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে সঙ্গিনীকে বললো কিছু, তারপর দুজনেই হাসতে লাগলো।

বিস্মিত হলো অ্যানজেল, মেয়েরা সর্বদা ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আমাকে আমল দেয় না। 'চিনিস ?'

'দেখিইনি এর আগে।' বেশ বুঝতে পারছি ঘটনাটা ইতিমধ্যে

গোটা সান্তা ফেতে চাউর হয়ে গিয়েছে।

লা ফনডার পথে আরো মেয়ের সাথে দেখা হলো, সবাই মুচকি হাসলো। টম ওয়াটকিনস বা অ্যানজেলের বিস্ময় বাড়ছে উত্তরোত্তর।

ওয়াইন আর খাবারের অর্ডার দিলাম আমরা। যে-ওয়েট্রেস অর্ডার নিলো, হঠাৎ আমাকে চিনতে পেরে ফিক করে হেসে উঠলো। ও চলে গেলে আরো দুতিনটে মেয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

অ্যানজেলের বিরক্তি বাড়ছে। আমার প্রতি মেয়েদের এই অপ্রত্যাশিত আগ্রহের কারণ বুঝতে পারছে না। একই সঙ্গে কৌতূহল আর ঈর্ষা অনুভব করছে। দুটো মাত্র পথ খোলা এখন আমার সামনে : উপেক্ষা করতে হবে সব কিছু, নয়তো কেটে পড়তে হবে।

সান্তা ফে ছোট শহর, অধিবাসীরা বন্ধুবৎসল। বিশেষত আমেরিকানদের ব্যাপারে মেয়েদের খুব কৌতূহল।

দ্বিতীয় রাতে দরজায় করাঘাত হতে আমি উঠে গেলাম খুলতে—ফেটারসন।

'মিঃ হার্সট কথা বলতে চান তোমাদের সঙ্গে—ব্যবসায়িক আলাপ।'

অ্যানজেল যাবে বলে উঠে দাঁড়ালো। আমরা অনুসরণ করলাম। বারে-দাঁড়ানো এক মেকসিক্যান আমাদের দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলো। সান্তা ফেতে জোনাথন হার্সট একঘরে মানুষ।

চারজন পাহারা দিচ্ছে জোনাথন হার্সটের বাড়ি। আস্তাবলের সামনে ঘুরঘুর করছে আরো কয়েকজন। বাংকহাউসে তাস খেলছে এক দল, দরজার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলাম, প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। হার্সটের চারপাশে সশস্ত্র লোকের ভিড়—প্রয়োজন মনে না করলে ওদের পুষতো না সে।

আমার দিকে চোরা চাউনি হানলো সয়্যার। ও ভোঁদড়ের মতো কঠিন, ভালুকের মতো চতুর। বারান্দায় থেমে সিগার বের করলো ওয়াটকিনস; বেলটে ম্যাচের কাঠি ঘষার শব্দে তিনটে চেয়ার ক্যাঁচ করে নড়ে উঠলো—পাহারাদারেরা পিস্তলে হাত বাড়িয়েছে। ব্যাপারটা না দেখার ভান করলো ওয়াটকিনস, চকিতে ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

নীল জামা পরেছে কিটি, এতে নীল চোখ আরো নীলাভ হয়ে উঠেছে, পরীর মতো দেখাচ্ছে। যেভাবে ও দুহাত বাড়িয়ে দিলো অ্যানজেলের দিকে তাতে যে-কোনো পুরুষেরই হতবাক হওয়া স্বাভাবিক। তবে অ্যানজেল আরো এককাঠি সরেস—মনে হচ্ছে কেউ বুঝি বাঁশ দিয়ে আঘাত করেছে ওর মাথায়।

সয়্যারের মুখ থমথমে। ওয়াটকিনস বরাবর মেয়েদের সাথে সহজ, কিটিকে আকর্ণ হাসি উপহার দিলো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কিটি তার বদলে অ্যানজেলকে বরমাল্য দেওয়ায় ওয়াটকিনস বোধ করি অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

অ্যানজেলকে অতিক্রম করে ওর দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ হলো। আমাদের চিন্তাভাবনা একই তারে বাঁধা, স্পষ্ট হয়ে গেল: একে অপরকে পছন্দ করি না আমরা।

জোন্নাথন হার্সট ঘরে ঢুকলো। পরনে পাদ্রির কোট, উঁচু শাদা কলার। এই মুহূর্তে দেখলে যে-কেউ তার পেশা সম্পর্কে দোটানায় পড়বে।

সিগারের বাকস বাড়িয়ে ধরলো সে। ধূমপায়ী নই বলে নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম আমি। অ্যানজেল একটা সিগার তুলে নিলো, সামান্য ইতস্তত করে টমও নিলো একটা।

'খাই না,' বললাম আমি।

'হুইস্কি?'

'অভ্যেস নেই,' বললাম।

অ্যানজেল অবাক চোখে তাকালো, কারণ নেশা না থাকলেও, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবের সাথে দু-এক ঢোক খাই।

'গরু ব্যবসায় তো বেশ লাভ হয়েছে তোমাদের,' বললো হার্সট। 'ভালো. বিজনেস মাইনডেড লোকদের আমি পছন্দ করি। তা এখন ওই টাকা দিয়ে কী করবে, ভেবেছো কিছু? ইচ্ছে করলে চলে আসতে পারো আমার সাথে।'

সবাই নিরুত্তর, সিগারের ছাই ঝেড়ে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকলো হার্সট।

'গোড়ায় একটু ঝামেলার আশঙ্কা আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা আমেরিকান নয়, বাগড়া দিতে পারে আমাদের কাজে।'

মুখ খুললো অ্যানজেল। 'জমির খোঁজেই নীল আর আমার পশ্চিমে আসা। বাড়ি বানাবো।'

'গুড। নিউ মেকসিকো এখন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। আমেরিকানদের উচিত এর সুযোগ নেয়া।'

সিগারের ধোঁয়ায় ফুসফুস ভরে নিলো হার্সট। 'আগে আসলে আগে পাবে ভিত্তিতে হবে সব কিছু।'

'আমার তো মনে হচ্ছে,' বললাম আমি, 'যারা আগে এসেছে

তাদেরকেই তাড়াতে চাইছেন আপনি।'

হার্সট ক্রুদ্ধ হলো। সোজাসাপটা জবাবে অভ্যস্ত নয় সে, বিশেষত আমাদের মতো লোকদের কাছ থেকে। এক মুহূর্ত বাকস্ফূর্তি হলো না তার। অ্যানজেলের পাশে বসলো কিটি, ওর সুগন্ধী আমার নাক ঝাঁঝিয়ে দিচ্ছে।

'এগুলোর মালিক আমেরিকানরা,' জবাব দিলো সে। 'মেকসি-ক্যানদের কোনো অধিকার নেই এতে। আমাদের কোমপানিতে থাকলে তোমরা লাভের বখরাও পাবে।'

'আমাদের বাড়ি দরকার, মা থাকবেন,' বললো অ্যানজেল।

'বেশ তো,' বললাম, 'মিঃ হার্সট তাঁর প্ল্যান-প্রোগাম লিখিতভাবে দিন, তখন দেখা যাবে। কিন্তু গায়ের জোরে দখল নিলে শান্তি আসবে না, রক্তের দাগ থাকবে ওতে।' বাবার কৌশল প্রয়োগ করলাম আমি। উনি সব সময় বলতেন, 'যাই নিস, লিখে-পড়ে নিবি।'

'ভদ্রলোকের মুখের কথাই যথেষ্ট,' ঈষৎ রুক্ষ সুরে বললো হার্সট।

আমি উঠে পড়লাম। অন্যরা কী করবে বলে ভাবছে জানি না, আগ্রহ নেই জানবার। দীর্ঘকাল ধরে যারা আছে এখানে এই বুড়ো শেয়াল তাদের জমি কেড়ে নেবার মতলব আঁটছে।

'বন্দুকের জোরে যে পরের জমি হাতাতে চায়,' আমি বললাম, 'সে আর যাই হোক ভদ্রলোক নয়। ওরা এখন আপনার-আমার মতোই আমেরিকান সিটিজেন।'

ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা দিলাম, এক কদম পেছনে ক্যাপ সয়্যার। টম ওয়াটকিনস বিনয়ী, ইতস্তত করছে, কিন্তু যেহেতু আমাদের চলা-ফেরা একত্রে, সেও পিছু নিলো। অ্যানজেল সামান্য পিছিয়ে থাক-

লেও—আসছে।

বোমার মতো ফেটে পড়লো হার্সট। 'মনে রেখো, আমাকে সমর্থন না করার অর্থ শত্রুতা। এখুনি এই শহর ছেড়ে চলে যাও।'

আমরা কেউই কচিখোকা নই, জানি বারান্দার ওই লোকগুলো উল বুনছে না, তাই চারজন চারদিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। 'মিঃ হার্সট,' বললাম আমি, 'ছোটমুখে তুমি অনেক বড়কথা বলো। বেশি পায়তারা করলে যেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছো, সেখানে পাঠিয়ে দেবো।'

ও তেড়ে আসছিল, মাঝপথে থমকে গেল, ভাবখানা আমি ঘুসি মেরেছি। মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, নিজের অজান্তে সত্যি কথাই বলেছি—কোথাও থেকে বিতাড়িত হয়েছে হার্সট।

ও উদ্ধত স্বভাবের লোক, দাম্ভিক—এবং তা ফলানোর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। কিন্তু এ-মুহূর্তে সে ক্ষিপ্ত। 'আচ্ছা, দেখা যাবে,' চেঁচিয়ে বললো, 'উইলসন, টেক দেম।'

প্রথম যে উঠে দাঁড়াতে গেল তার মুখোমুখি হলো সয়্যার। ওই লোকের নামই উইলসন। ওর মাথায় পিস্তলের নল ঠেসে ধরলো ক্যাপ, সুবোধ বালকের মতো চেয়ারে নিজেকে গুটিয়ে নিলো উইলসন।

অ্যানজেল তার সামনের লোকটার পেটে সিকস-গুটার চেপে ধরেছে, আর আমার পিস্তল স্বয়ং হার্সটের দিকে তাক করা।

'মিঃ হার্সট,' বললাম আমি, 'আগুন নিয়ে খেলো না—মারা পড়বে।'

ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কিটি, কোনো মেয়ের চোখে অত ঘৃণা

ইতিপূর্বে দেখিনি। বাপ সম্পর্কে ওই মেয়ের খুব উঁচু ধারণা, ওকে যে বিয়ে করবে তার কপালে খারাবি আছে—ঘরজামাই সাজতে হবে।

অম্বলের রোগীর মতো মুখ করে আছে হার্সট। চোখ নেভি কোলটের দিকে, বুঝতে পারছে আমি ঠাট্টা করছি না। বাস্তবিক তাই।

'বেশ।' ওর গলা যেন বসে গেছে। 'যাও।'

নীরবে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম আমরা। স্যাডলে চেপে অ্যানজেল ফিরলো আমার দিকে। 'নীল, তুই ওকে চোর বললি, অথচ নিজেও কোনো অংশে কম নোস দেখছি।'

'ওই জমির মালিক আলভার্দো। এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণে বহু হিগিনসকে মেরেছি আমরা।'

সে-রাতটা আমার প্রায় বিনিদ্র কাটলো, বুঝতে চেষ্টা করলাম কাজটা ঠিক হয়েছে কি না। নানা কোণে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা, কোথাও আমার ত্রুটি খুঁজে পেলাম না। নিশ্চিন্ত হলাম, রোসাবেলার প্রতি আসক্তি প্রভাবিত করেনি আমাকে। হ্যাঁ, এ-দিকটাও ভেবেছি বৈকি।

পরদিন সকালে দেখলাম প্রায় চল্লিশজনের একটা দল শহর ছেড়ে যাচ্ছে। ওদের নেতা ফেটারসন, সঙ্গে উইলসন। ওর টুপিখানা খাপে খাপে বসেনি মাথায়, খুলি ফোলা। ওরা উত্তরপূর্ব দিকে যাচ্ছে।

যখন শেষ বাড়িটা পেরিয়ে গেল, একটা দশ-এগারো বছরের মেকসিকান ছেলে সোরেলে চেপে উর্ধ্বশ্বাসে পাহাড়ে ছুটলো, যেন শয়তান তাড়া করেছে।

মনে হলো ডন লুকাস বিপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন, ফেটারসন ওখানে পৌঁছুবার আগেই প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ছেলেটা

যে-গতিতে ছুটছে তাতে ওর গন্তব্য দূরে নয়, আরেকজন দূত হয়তো অপেক্ষা করছে পথে। ডন লুকাসের বন্ধুবল প্রচুর।

অ্যানজেল বাইরে এলো, প্যানটের ভেতর শার্ট গুঁজছে। দাঁতের ব্যথায় কাতর ভালুকের মতো লাগছে ওকে। 'মিঃ হার্সটের সঙ্গে ও-রকম করা তোর উচিত হয়নি।'

'লোকটা সুবিধের নয়।'

অ্যানজেল চেয়ার টেনে বসলো। একটা ওকালতি অন্তত করা যায় অ্যানজেলের হয়ে, ও দিলখোলা মানুষ। 'নীল,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'মুখ খোলার আগে তোর একটু ভাবা উচিত—মেয়েটাকে আমি ভালোবাসি।'

ওর জন্যে আমার কষ্ট হলো। প্রায় সব বিষয়েই অ্যানজেল আমার চেয়ে চৌকশ। কিন্তু হার্সটের ব্যাপারে, আমার ধারণা, ও ভুল করছে।

'সরি, অ্যানজেল। নিজের বলতে কিছু নেই আমাদের। তবে যেটুকু আছে, সৎপথে এসেছে। মায়ের জন্যে আমরা একটা ঘর চাই। কিন্তু সে-ঘর করতে যদি রক্ত লাগে হাতে, মা সেটা নেবেন না।'

'জানি তোর কথা ঠিক। তবে মিঃ হার্সটের সাথে অতটা দুর্ব্যবহার না করলেও পারতিস।'

'সরি। আসলে আমি তোর ভাই হবার যোগ্য নই।'

'ওভাবে বলিস না, নীল। সে-দিন টেনেসিতে তুই না থাকলে, আমাকে কবরে যেতে হতো। এবং এটা আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না।'

সাত

এই দেশটা রুক্ষ, বুনো। মানুষগুলোও সে-রকম। টেকসাসে লংহর্ন গরুর বাস, ওই অঞ্চলের প্রকৃতি অনুযায়ী অমন তাগড়া কষ্ট সহিষ্ণু জীবই দরকার। মানুষের বেলায়ও এ-সত্যটা খাটে: পশ্চিমের কোলে যে-ধরনের দৃঢ়চেতা কঠোর পরিশ্রমী মানুষ জন্ম নেয়, পুবের লোকেরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।

অধিকাংশ লোক জানে না সে কী শক্তির অধিকারী। নিজের অজ্ঞাতসারে মানুষকে সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হয়। পুবে ছলচাতুরি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়; ওখানকার লোকেরা নির্জীব, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—অপরাধের প্রতি একরকম সহনশীলতা আছে ওদের। এখানে, এই পশ্চিমে, সেটা অচল। বিশেষ করে ওই প্রথম যুগে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অপরাধীর পক্ষে গা ঢাকা দেয়া সম্ভব, কিন্তু মানুষ যেখানে কম, সামান্যতম ব্যতিক্রমও সেখানে ধরা পড়ে। অবশ্যি তাই বলে পশ্চিমের সব লোকই যে ধোয়া তুলসী পাতা, ঠগ-বাটপার নেই, এমন নয়।

কিছু কিছু লোক আছে যারা স্বাধীনতাকে মনে করে উচ্ছৃঙ্খলতা। ভাবে, খেয়ালখুশিমত চলা যায়। জোনাথন হার্স্ট সেই জাতের

লোক। ওর যেটা সমস্যা, নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে ঠাউরায়—অথচ আসলে সে নীচ।

সান্তা ফের একসপ্রেস ব্যাংকে টাকাপয়সা রেখে আরো গরু ধরতে আবার আমরা পারগ্যাটরিতে রওনা হলাম। এ-বার সঙ্গে রয়েছে সাজসরঞ্জাম। গেলডিংটা আছে এখনো, এর চেয়ে সেরা জিনিস আর হতে পারে না। তবে এ-যাত্রায় আরো চারটে করে ঘোড়া ভাগে পড়ছে আমাদের। নিজের গুলোর জন্যে আমার গর্ব হয়।

প্রথমটা গ্রুলা, ইঁদুর রঙের মাসট্যাং। মেজাজ দেখে মনে হয়, মিসৌরির খচ্চর আর খ্যাপাটে পার্বত্য সিংহের সঙ্কর। ও-রকম খিটখিটে ঘোড়া আর একটিও দেখিনি আমি। তবে যে-কোনো প্রান্তরে দানাপানি ছাড়া একনাগাড়ে ছুটতে পারে। ওর নাম রেখেছি সেট, শয়তানের অপভ্রংশ।

বাক নামের ঘোড়াটা মরু অঞ্চলের। হরিণ-রঙ। ওটা আমার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ঘোড়া।

কেলি আকারে বিরাট, লাল রঙ। প্রতিটা ঘোড়াই আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনেছি। তবে সেটকে, বলতে গেলে, দান করেছে ওরা—আপদ বিদেয় করে বেঁচেছে। আমিও আপত্তি করিনি।

প্রথম যখন ওর পিঠে উঠি, ও নাকাল করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমিও কম নাছোড়বান্দা নই, পোষ মানিয়ে তবে ছেড়েছি। সেই থেকে সেট জানে মনিব কে।

চতুর্থ ঘোড়াটা এক ইনডিয়ানের।

প্রায় সারাটা সকাল আমরা স্প্যানিশদের সাথে দর কষাকষিতে ব্যস্ত ছিলাম। এই ইনডিয়ানটি চুপচাপ এক কোণে বসে লক্ষ্য করছিল

আমাদের। ওর গাঁ ইডাহোতে, মনটানায় যেতে পড়ে। নেয পার্স গোত্রের লোক বিশালদেহী।

সূর্য ওঠার সময় সেই যে আস্তাবলে ঢুকেছিল, দুপুর অবধি কিছু খেতে দেখিনি আমি।

'খাও অনেক দূর থেকে এসেছো তুমি,' একখণ্ড গরুর জার্কি ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম আমি।

ঝাড়া এক মিনিট আমাকে নিরীক্ষণ করলো সে, তারপর গ্রহণ করলো ওটা। বুভুক্ষুর মতো ধীরে ধীরে খেতে লাগলো, যেন অনাহারে হজমশক্তি কমে গিয়েছে।

'ইংরেজি জানো?'

'জানি।'

আমার খাবারের অর্ধেক দিলাম ওকে, একত্রে ভোজনে বসলাম। আহার চুকতে ও উঠে দাঁড়ালো। 'এসো—ঘোড়া দেখবে।'

শাদা জমিনে লাল-শাদা বুটির রোয়ান। এই জাতের ঘোড়াকে ওরা বলে অ্যাপালুসা। ওই ইনডিয়ানের হাবভাব দেখে মনে হলো, খাদ্য-কষ্টে ভুগছে। তাই দীর্ঘ পথ পাড়ি জমিয়েছে এই সুন্দর ঘোড়াটা বেচতে।

আমার পুরোনো রাইফেল (আগের দিন একটা '৪৪ হেনরি কিনেছিলাম) আর কিছু খাবার দিয়েছি ওকে। পুরোনো কম্বলটাও দান করেছি।

সান্তা ফে থেকে রওনা দেবার এক হপ্তা পর একটা ক্রীকের ধারে পছন্দসই জায়গা খুঁজে পেলাম আমরা। চারপাশে পাথরের আড়াল যখন কেবিন বানানো শেষ হলো আমাকে টাটকা মাংস জোগাড়ের

দায়িত্ব দিলো ওরা।

অ্যাপালুসাটা ছুটতে পারে বটে। অত্যন্ত চতুর। অ্যানটিলোপের পাল পেরিয়ে এলাম আমি। লোকে যাই বলুক, রকি মাউনটিনে এর চেয়ে বাজে মাংস আর হয় না। বুড়োরা বলে ক্যুগারের মাংস উৎকৃষ্টতম। লুইস আর ক্লার্ক এ-কথা বলেছে। জিম ব্রিজ, কিট কার্সন, আংকল ডিট উটন জিম বেকার সবাই সমর্থন করেছে।

সোনালি সকাল। দূর পাহাড়ের মাথায় উজ্জ্বল সূর্য, পাহাড়ের ফাঁকে-ফাকরে লুকিয়েছে ছায়া, কটনউডের পাতা আর নদীতে রোদের জাফরি-কাটা নকশা। কোথাও ডাকছে একটা ভারুইপাখি। এই স্নিগ্ধ পরিবেশে জুড়িয়ে যাচ্ছে আমার মন, আর ঘোড়াটাও যেন তা বুঝতে পেরে খুশি খুশি হয়ে উঠেছে। একটা প্রাচীন হরিণ চলাচলের ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি আমরা। জায়গাটা বেশ উঁচুতে, পাইন-ছাওয়া মালভূমির মাঝ দিয়ে পথ। ঢালে জুনিপার আর পাইন পাতার বসতি।

আচমকা একটা হরিণ চোখে পড়লো…তারপর আরেকটা। ঘোড়ায় লাগাম বেঁধে রাইফেল হাতে ওপরে উঠে গেলাম আমি।

ভোজনরত হরিণ শিকার খুব সোজা। কেবল লক্ষ্য রাখতে হয় ওরা যেন পায়ের আওয়াজ আর বাতাসে শিকারীর ঘ্রাণ না পায়। হরিণ যখন মাথা নিচু করে ঘাস খায়, লঘু পায়ে ওদের কাছে যাওয়া সম্ভব। লেজ নাড়লেই জমে যাবার নিয়ম, ওরা মুখ তোলে। তখন যদি শিকারী পাথরের মতো অনড় দাঁড়িয়ে থাকে, তবে হরিণ তাকে দেখতে পেলেও বিপদের আভাস পায় না। কোনো নিরীহ গাছ বা খুঁটি ভেবে ফের মন দেয় খাওয়ায়।

একটা প্রমাণ মাপের মৃগশিশুর পঞ্চাশ গজের ভেতর চলে গেলাম আমি, সামনের বাঁ-পায়ের পেছনে বুলেট ঢুকিয়ে দিলাম একটা। দ্বিতীয় হরিণটা আমার বাঁয়ে, চকিতে নল ঘুরিয়ে গুলি করলাম। সবে লাফ দিয়েছিল ওটা, বুলেটের আঘাতে মাটিতে পড়ে ঘাড় মটকে গেল।

ঝটিতি হরিণ দুটোর ছাল ছাড়িয়ে ফেললাম। পছন্দের মাংস কেটে নিয়ে মুড়ে নিলাম ওদের চামড়ায়। তারপর অ্যাপালুসায় চেপে বেরিয়ে এলাম বন থেকে। মাইলদুয়েক দূরে, বাতাসের উলটোদিকে ছুটে পালাচ্ছে কয়েকটা মোষ। বিনা কারণে তো মোষ দৌড়ায় না।

বনের প্রান্তে নিথর সেঁটে গেলাম, কেউ টের পাবে না আমাদের অস্তিত্ব। রোয়ান আর আমার বাকস্কিনের পোশাক গাছপালার রঙের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। সুযোগ থাকলে এ-দেশে কেউ সেধে খোলা প্রান্তরে দাঁড়ায় না।

প্রথমে যে নড়ে অনেকক্ষেত্রে তাকেই আগে প্রাণ দিতে হয়। তাই থেমে আছি আমি। পাহাড়ে আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকলো রোয়ান, লেজ নাড়লো। কাছেপিঠে কোনো ঝোপে মধু সন্ধান করছে একটা মৌমাছি।

এক সারিতে এগিয়ে এলো ওরা, নজন। উতে, সয়্যারের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে চেহারা। গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে, ঢালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

মূলত আমি জায়গায় থেকে লড়তে পছন্দ করি—পলায়নপর মানুষের পিঠ নিশানা হিশেবে বেশ বড়। কিন্তু সবক্ষেত্রে লড়াই চলে না, পালাতেও হয়। সে-ই কৌশলী যোদ্ধা, যে ঠিক সময় ঠিক পথটি বেছে

নিতে পারে।

স্থানুর মতো বসে রয়েছি, কিন্তু ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে না পেলেও ঘোড়াটা চোখে পড়বে। অথচ পেছুতে চেষ্টা করলে পায়ের আওয়াজ পাবে।

রাইফেলটা স্যাডলে আড়াআড়িভাবে রেখে আমি বোকাদের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করলাম। পঞ্চাশ গজের মতো গিয়েছি, ওরা দেখতে পেলো আমায়।

ইনডিয়ানরাও ভুল করে। ওরা একযোগে তেড়ে এলে আমি ঝোপের ভেতর পালাতে বাধ্য হতাম, এবং সে-ক্ষেত্রে ধরাও পড়তাম নির্ঘাত। কিন্তু অতিউৎসাহের ঝোঁকে একজন ইনডিয়ান গুলি করে বসলো।

ওকে রাইফেল তুলতে দেখে রোয়ানের পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে সরে গেলাম ওখান থেকে, তবে এর আধ সেকেনড আগে, আমি গুলি ছুঁড়লাম। যথাসময় ট্রিগার টেপায় আমার লক্ষ্য ফসকালো না।

আমার দিকে যে রাইফেল তাক করেছিল তাকে গুলি করিনি, সেরা ঘোড়াটায় যে বসেছিল তাকে। ওদিকে অ্যাপালুসা লাফিয়ে সরে যাওয়ায় ইনডিয়ানের টিপ ব্যর্থ হলো।

ঝড়ের বেগে পালাতে শুরু করলাম। এখানে আমার নেবার মতো আর কিছু নেই, একমাত্র চিন্তা ব্যবধান বাড়ানো।

একটা ইনডিয়ানকে মেরে আমি ওদের লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে ধরবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠবে ওরা। সুখের বিষয়, এই ঘোড়াটা, তার মনিবের মতোই, উতেদের পছন্দ করে না। কান খাড়া করে, লেজ তুলে ভয়চকিত খরগোসের মতো পালাচ্ছে।

আমার দ্বিতীয় গুলিটা ফসকে গেল। রোয়ান এমনভাবে ছুটছে যেন সাস্তা ফেতে ফেলে এসেছে কিছু। এই অবস্থায় লক্ষ্যভেদের সুযোগ এক শতাংশেরও কম। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধেয়ে এলো ওরা। বুঝলাম কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ধরা পড়বো ওদের হাতে। মুহূর্তে ঘুরে পালটা হামলা করলাম। মূল দল থেকে পঞ্চাশ গজ এগিয়েছিল একজন উতে, কোন গুলিতে ধরাশায়ী হলো ওর ঘোড়া জানি না. তবে তিন চারবার ট্রিগার টিপেছি আমি।

লুটিয়ে পড়বার সময় ঘোড়াটা তার সওয়ারিকে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। মিনিট দুয়েকের জন্যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো ওরা, ওই সুযোগে একটা ক্রীকের ভেতর দিয়ে আমি খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এলাম।

ক্যামপ আর আট-দশ মাইল দূরে. কিন্তু ওদেরকে সেখানে নেবার ইচ্ছে নেই। এই সময় হঠাৎ চারণভূমিটা চোখে পড়লো।

রোয়ানের গতি কমিয়ে চারণভূমিতে গড়িয়ে নেমে গেলাম আমি। মাটিতে পড়েই সেঁটে গেলাম ওর গায়ের সাথে, পেড়ে ফেলার জন্যে ডান পা আঁকড়ে ধরলাম। ঘোড়াটা বোধ হয় জানতো কী চাইছি আমি, বসে কাত হয়ে শুলো। নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত—নেয পার্সেরা যুদ্ধে অ্যাপালুসা ঘোড়া ব্যবহার করে।

এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলাম, আরেক পা ছড়িয়ে দিলাম সামনে, ধীরেসুস্থে নিকটতম উতের বুক তাক করে ট্রিগার টিপলাম।

প্রায় বিশ্বাস করে বসেছিলাম ব্যর্থ হয়েছি, সরাসরি আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, তারপর চওড়া বাঁক নিলো ওর ঘোড়াটা, পিঠ থেকে নিহত সওয়ারিকে ফেলে দিলো। ঘোড়ার গায়ে রক্তের ছোপ।

ঝরঝরে দিন। অ্যাপালুসার পিঠ নেড়ে বললাম, 'ঘাবড়াস না, আমরা ঠিকই সফল হবো।'

চোখ পিটপিট করলো ও যেন প্রতিটা শব্দ বুঝতে পারছে।

সব কিছু শান্ত, ভাবাই যায় না যে এই এক মুহূর্ত আগেও মরণপণ লড়াই চলছিল এখানে। খাঁ-খাঁ পাহাড়ের ঢাল, ইনডিয়ানেরা চোখের পলকে মাটিতে গা ঢাকা দিয়েছে। আঠার মতো রোদ লেগে আছে পিঠে। জানি যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু ঘনাতে পারে, তবু ওই মিঠে-কড়া তাপ, পোড়া ঘাস আর ধুলোর গন্ধ ভীষণ ভালো লাগছে আমার।

তিনটে লাশ পড়ে আছে মাটিতে, আরো ছটা উতে লুকিয়ে আছে কোথাও। ছজনের বিরুদ্ধে একজনের লড়াই অসম্ভব বলে মনে হলেও আদপে তা নয় কিন্তু। স্নায়ুর জোর এবং যুদ্ধের কৌশল জানা থাকলে পাল্লা সাধারণত ওই একজনের পক্ষেই হেলে পড়ে। সংখ্যাধিক্য মানুষকে অতিমাত্রায় পরনির্ভরশীল করে তোলে, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা মারাত্মক ত্রুটি—এখানে সব কিছু নিজের গরজে করা উচিত।

আমার ক্যানটিন ভরা, স্যাডলব্যাগে খানিকটা জার্কি আর কাঁচা মাংস রয়েছে। গুলির মজুদও পর্যাপ্ত।

পেছনের ঢিপি টপকে আসবার চেষ্টা করবে ওরা। ছফুট দূরের ওই ঢিপিটা আমার দৃষ্টিপথে আড়াল সৃষ্টি করেছে। বউই নাইফ বের করে গর্ত খুঁড়তে শুরু করলাম আমি। নইনচি ক্ষুর, দাড়ি কামা-বার মতো ধার।

অল্পক্ষণের ভেতর হয়ে গেল গর্তটা, অনায়াসে পেছনের ঢাল দেখা চলে। চারজন কুঁজো হয়ে দৌড়ে আসছে ওপরে, তাড়াহুড়োয় আমার

গুলি ফসকে গেল। মাটি কামড়ে ধরলো ওরা। এইমাত্র যেখানে চারজন হানাদার ইনডিয়ান ছিলো, এখন সেখানে হাওয়ায় ঘাস দুলছে।

ওরা এ-বার বুকে হেঁটে আসবে। মওকা বুঝে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম আমি। একটা হামাগুড়িরত ইনডিয়ানকে গুলি করেই বসে পড়লাম। মাথার ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁই বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেট-বৃষ্টি। আর সুযোগ নেয়া চলবে না, লক্ষ্য রাখবে ওরা।

আকাশে শাদা মেঘের ঝাঁক। ফের ফোকরে চোখ রাখলাম। ক্ষিপ্রগতিতে একজন ইনডিয়ান উঠে আসছে, সময় দিলাম ওকে আসবার। শত্রুসংখ্যা ছেঁটে ফেলবার এটাই শ্রেষ্ঠ সুযোগ। পাছে দ্রুত গুলি ছুঁড়তে হয়, রাইফেলের পরিবর্তে কোলটের শরণ নিলাম। আর মোটে কয়েক পা, তারপরই উতেটা পৌঁছে যাবে।

বেশ কজন নিহত হয়েছে, কিন্তু আমার সন্দেহ, আদৌ একজনের বেশি মরেছে কি না। গুনবার ফুরসত পাইনি।

অলস মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছে। ঘাম গড়াচ্ছে গাল, ঘাড় বেয়ে। ঘাম আর ধুলোর গন্ধ পাচ্ছি। কোথাও কাঁদছে একটা ঈগল। গা চুলকোচ্ছে ঘামে-ধুলোয়। রোয়ানের পিঠে একটা মাছি বসেছিল, চড়িয়ে ঘায়েল করলাম। থমথমে পরিবেশে ভীষণ জোর শোনালো ওই আওয়াজ।

পুবের লোকেরা হয়তো একে অ্যাডভেনচার বলে আখ্যা দেবে। কিন্তু ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে রোমাঞ্চ কাহিনী পড়া আর তপ্ত মধ্যাহ্নে একা ইনডিয়ান হামলা ঠেকানো এক জিনিস নয়।

প্রায় পনেরোগজ দূরে ঘাসের ওপর একটা ফড়িং উড়ে গিয়ে

বসলো, পরক্ষণে ছিটকে হাওয়া হলো। হুঁশিয়ারি হিশেবে ওটুকুই যথেষ্ট। রাইফেলটা তুলে নিয়ে ওখানে নিশানা স্থির করলাম আমি, তারপর চকিতে পেছন দিকটা দেখে নিলাম একবার। যখন ফিরে তাকালাম, ঘাসের ভেতর থেকে সবেগে ছুটে এলো সেই উতেটা, যেন মৌমাছিতে তাড়া করেছে।

আমার অনুমান ঠিক, ফড়িংটা যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে ও। আমার লক্ষ্য ওর বুক, হাত-পা ছড়িয়ে খোলা ঢালে পড়ে রইলো।

পেছনের শুকনো ঘাসে পায়ের খসখস শব্দ হতে গড়িয়ে কোলট-খানা তুলে নিলাম। পরপর দুবার ফায়ার করলাম, তারপর বুলেটের ধাক্কা লাগলো শরীরে। উতেরা হাওয়া, একা পড়ে রয়েছি আমি, অবশ হয়ে আসছে বাঁ-কাঁধ, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

পিছিয়ে এলাম গর্ত থেকে, মাথা ঘুরছে, ক্ষতস্থানে রুমাল গুঁজে দিলাম। মাংস ভেদ করে চলে গিয়েছে বুলেট। বাঁ-পাশ রক্তে মাখা-মাখি। রুমালের কোণ দিয়ে উলটো দিকের ফুটোও বন্ধ করলাম— বুঝতে পারছি আসল বিপদ সবে শুরু হলো।

গরমে তাকানো যাচ্ছে না, ঝিমঝিম করছে মাথা, আমার অস্ত্র দুটোয় টোটা পুরলাম। কুলি করলাম ক্যানটিনের পানি দিয়ে। ঈষদুষ্ণ, লোনা।

মাথা দপদপ করছে, কষ্ট হচ্ছে চোখের পাতা খুলে রাখতে। ঘাম আর পোড়া ঘাসের গন্ধ বাড়ছে, ওপরে তামাটে আকাশ, দুঃসহ গরম। দূরে অলস চক্রে বিলি কাটছে একটা শকুন।

সহসা এ-সবের প্রতি বিষিয়ে উঠলো আমার মন। ঝেড়ে আপন-

মনে গাল দিলাম শকুনটাকে, ভীষণ ধৈর্যশীল জীব এরা, জানে প্রাণী মাত্রেই মরে।

হামা দিয়ে চারণভূমির কিনারে পৌঁছে অগ্রবর্তী এলাকা জরিপ করলাম। ডাইনির মতো নাচছে তাপতরঙ্গ। ঢোক গিলতে চাইলাম, পারলাম না। মনে হচ্ছে টেনেসির ছায়া সুনিবিড় পাহাড় বুঝি কোনো অনন্তলোকে।

ঘোরের মাঝে দেখছি সেই জীর্ণ রকিং চেয়ারে দুলছেন মা, কাঠের গামলায় ঝরনা থেকে সুশীতল পানি বয়ে আনছে অ্যানজেল।

কলোরাডোর উত্তপ্ত বিজন পাহাড়ের ধারে আহত দেহে পড়ে আছি আমি। কাছেই কোথায় কাজ শেষ করবার লক্ষ্যে অপেক্ষা করছে উতেরা। হঠাৎ খেয়াল হলো আজ কয় তারিখ।

শেষ হামলা এসেছিল এক ঘণ্টা আগে···নাকি আরো বেশি? বসে থাকবে ওরা, ইনডিয়ানদের ধৈর্য শকুনের মতোই অসীম।

আজ আমার জন্মদিন···উনিশ পুরলো।

আট

আমি আরেকবার পানি খাওয়ার আগেই শতাব্দী-প্রাচীন পাইন ঝোপ থেকে দীর্ঘ থাবা মেলে দিলো সব ছায়া। ছুবার রোয়ানের মুখ স্পনজ করে দিয়েছি, ছটফট করছে ও, আর শুয়ে থাকতে চাইছে না।

ঝিমুনির অবকাশ নেই, এমনকি এক মিনিটের বেশি চোখ সরানো চলবে না কোথাও। ওরা ওত পেতে আছে, সম্ভবত জানে আমি আহত। কাঁধে নরক-যন্ত্রণা অনুভব করছি। আমি যদি-বা পালাবার সুযোগ পাই, দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকবার ফলে অ্যাপালুসার খিল ছাড়তে সময় নেবে।

কর্মপন্থা ভাবছি, হঠাৎ দেখলাম ঢাল বেয়ে নেমে আসছে আমার বন্ধুরা। সোজা চারণভূমিতে চলে এলো, ঘোড়ায় বসে হাসছে আমার পানে চেয়ে। কোনো মানুষকে দেখে এত খুশি আমি হইনি কখনো।

'ঠিক সময় এসেছো,' বললাম। 'চায়ের জল রেডি। তোমরা চেয়ার টেনে বসো, আমি এই আনলাম বলে।'

'প্রলাপ বকছে,' শিমপানজির মতো হাসলো টম ওয়াটকিনস।

'গরমে,' একমত হলো অ্যানজেল। 'মনে হচ্ছে ইনডিয়ানদের

সঙ্গে লড়ছিল।'

'হ্যালুসিনেশন,' যোগ করলো সয়্যার, 'প্রেইরি জ্বরের শিকার।'

আমার স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম জিনে, ওই উতেদের দেখবার পর থেকে এই প্রথম মনে হলো এখনো বাঁচবার আশা আছে।

পরবর্তী তিনটে দিন রান্নার দায়িত্ব পালন করলাম। সয়্যার জখম পরিচর্যায় পটু, ভেষজের পুলটিস বানিয়ে কাঁধে পট্টি বেঁধে দিয়েছে। তীরের পেছনের অংশে হুইস্কিতে-ভেজানো ন্যাকড়া পেঁচিয়ে ক্ষতস্থান সাফ করেছে। ওটা ঢোকাবার সময় আমার মুখের অবস্থা নাকি দেখবার মতো হয়েছিল।

পঞ্চম দিনে আবার স্যাডলে চড়লাম, তবে শরীরের হাল বুঝে এড়িয়ে গেলাম সেটাকে। আগের তুলনায় এ-অঞ্চল আরো দুর্গম। পাহাড় কেটে একটা চলনসই কোরাল বানিয়ে গরুগুলো রাখা হলো সেখানে। বিরক্তিকর ঝকমারি কাজ। কিছু মার্কা-দেয়া গরু রয়েছে। ইনডিয়ানদের তাড়ায় বা পুবের কোনো বাথান ভেঙে পালিয়ে এসেছে।

'এ-বার বোধ হয় আমাদের অ্যাবিলেনে যাওয়া উচিত,' প্রস্তাব দিলাম আমি। 'ভালো দর মিলবে।'

সাতশো গরু নিয়ে যাত্রা করলাম আমরা। কুকুরের মতো খাটলে এবং ভাগ্যদেবী যদি সহায় হন চারজন লোকের পক্ষে সাতশো গরু সামাল দেয়া কঠিন কিছু নয়।

গেলবারের মতোই চলার পথে ওদের ঘাস খাওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। উদ্দেশ্য, বিক্রির জন্যে নাদুসনুদুস করে তোলা। ওই বকস ক্যানিয়নে

ঘাস-পানি খেয়ে, আরাম করে পোষ মেনেছে ওরা।

প্রথম দিন একনাগাড়ে অনেকটা পথ পাড়ি জমালাম আমরা। গরুগুলো যখন অবসন্ন হয়ে পড়লো ক্যাম্প করলাম। রাতে অ্যানজেল নিভৃতে দেখা করলো আমার সাথে।

'নীল, তুই আর কিটি পরস্পরকে দেখতে পারিস না, তাই না?'

'তোর ভালো লাগে কি না সেটাই বড় কথা, জেল। আমার মনোভাবে কিছু যায় আসে না। তবে আমার যেন মনে হয়েছে ওকে বিয়ে করলে জোনাথনের সহকারী হতে হবে তোকে।'

'তা কেন?' বললো বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেলো না অ্যানজেল।

একটু বাদে আবার মুখ খুললো সে। 'মায়ের বয়েস বাড়ছে, এক বছর হলো আমরা বাড়িছাড়া।'

নক্ষত্রের সাথে কথা কইছে একটা কয়োট; আর সব কিছু স্বাভাবিক, শান্ত।

'এ-বারের পালটা বেচতে পারলে বেশ কিছু টাকা জমবে হাতে। ওই টাকা দিয়ে আমাদের বাথান গড়া উচিত সেই সঙ্গে লেখাপড়া। বিশেষ করে তোর, অ্যানজেল। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে তুই নাম কিনতে পারবি।'

ভবিষ্যতের ভাবনায় কিছুক্ষণ ডুবে রইলো অ্যানজেল। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়,' বললো এক সময়।

'তুই গুছিয়ে কথা বলতে পারিস। চাইলে গভর্নর হতে পারবি।'

'লেখাপড়া জানি না যে।'

'ডেভ ক্রকেট কংগ্রেস সদস্য হয়েছেন। অ্যানড্রু জনসনকে লেখা-

পড়া শিখিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। অন্যরা পারলে আমরাও পারবো। আমার মতে তোর আইন পড়া উচিত। তোর যা কথা বলার ঢঙ—অনায়াসে বাজিমাত করবি।'

ফোর্ট ডজের ভেতর দিয়ে আমরা অ্যাবিলেনে পৌছুলাম। দ্রুত বেড়ে উঠছে শহরটা। রাস্তার দুপাশে স্যালুন, দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। অধিকাংশ সময় খদ্দের গমগম করে।

বাজারে টেকসাসের গরুর প্রচুর সমাগম। 'ভুল জায়গায় এসেছি,' রুক্ষ স্বরে বললো ক্যাপ, 'ডজেই বেচা উচিত ছিলো।'

পালের মুখ ঘুরিয়ে ফেললাম আমরা, দেখলাম চারজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। দুজনকে ক্রেতা বলে মনে হচ্ছে, অপর দুজন মাস্তান গোছের। প্রথম দুজনের সঙ্গে কথা বললো অ্যানজেল। ওদের নাম চার্লি ইংলিশ আর রোজি রোজেনব্যম। বেশ মোটাসোটা লোক রোজেনবাম, নীলচে চোখ। গরুর দিকে তাকাবার ধরন দেখে বুঝলাম এই লাইনে ঝানু।

'মোট কটা গরু?' অ্যানজেলকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'সাতশো চল্লিশ,' জানালো অ্যানজেল। 'টাকা দরকার, তাড়াতাড়ি বেচতে হবে।'

অন্য দুজন এতক্ষণ জরিপ করছিল আমাদের। 'স্বাভাবিক,' বললো ওদের একজন। 'ওগুলো চোরাই গরু।'

সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখলো অ্যানজেল। 'আমার নাম অ্যানজেল ওসমান। জীবনে কারো জিনিস চুরি করিনি,' দম নিয়ে বাকিটুকু শেষ করলো ও, '...আমার জিনিসও চুরি করতে দিইনি কাউকে।'

মুখ কালো করলো লোকটা। 'তোমাদের পালে টু-বার র‍্যানচের গরু আছে,' বললো সে। 'আমি আর্নি ওয়েব, টু-বারের ফোরম্যান।'

'আছে, কলোরাডোতে বুনো গরুর ভিড়ে ওদের পেয়েছি আমরা। ওগুলো নিতে চাইলে তোমার মনিবকে ডেকে আনো, আমরা আলাপ করবো। তবে ধরতে যে-মেহনত হয়েছে তার দাম দিতে হবে।'

'বসকে দিয়ে কী হবে,' জবাব দিলো ওয়েব, 'আমি একাই কাফি।'

'থামো,' শান্ত গলায় বললেন রোজেনব্যম। ঝগড়া বাধিয়ে কী লাভ—ওসমান যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছে। তোমার বসকে খবর দাও, আপসরফা হলে আমি কিনবো।'

'নিজের চরকায় তেল দিন।' কামেট করে অ্যানজেলের দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েব। 'এগুলো চোরাই গরু—আমরা দখল নেবো।'

অলস ভঙ্গিতে জনাকয়েক ষণ্ডামার্কা ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে। ঘিরে ফেলবার মতলব, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি।

ওয়েব আর তার সাঙ্গাত দেখতে পাচ্ছে না আমাকে, ওয়াটকিনস আড়াল তুলেছে। অ্যানজেলকে ইতিপূর্বে দেখেনি ওরা, কিন্তু সে-দিন পূর্ব ক্যানসাসের তৃণভূমিতে আমাকে দেখেছে।

'ক্যাপ,' বললাম আমি, 'ওরা গোলমাল চাইলে—হোক।'

'টম' ঘুরে ওয়াটকিনসের সামনে গেলাম, ওদের পাশে চলে এসেছি এখন. 'এ-লোক হয়তো এককালে টু-বারের ফোরম্যান ছিলো, তবে এখন ব্যাক র‍্যানডের অনুচর।'

সয়্যার মাটিতে নেমে আগুয়ান অশ্বারোহীদের সামনে ঘোড়ার দেয়াল সৃষ্টি করেছে, রাইফেল ওদের দিকে তাক করা। 'গরু কিনতে হলে,' বললো সে, 'লড়তে হবে।'

রাশ টানলো ঘোড়সওয়ারেরা।

রোজেনব্যাম যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, অথচ এতটুকু বিচলিত নন। এ-লড়াই তাঁর নয়, মানতে হবে স্নায়ুর জোর আছে।

আমাকে দেখবে বলে পাশ ফিরেছে ওয়েব, ওদিকে অ্যানজেল নিরুত্তেজ গলায় আলাপ চালাচ্ছে। 'মিঃ রোজেনব্যাম, আপনি নিন এগুলো। অন্যান্য বাথানের যে-সব গরু আছে, সেগুলোর ব্যাপারে কেউ আলোচনায় বসতে চাইলে আমাদের আপত্তি নেই। যদি কিছু পাওনা হয়, মিটিয়ে দেবো। কিন্তু কেড়ে নিতে দেবো না কাউকে।'

আমাদের মনোভাব জেনেছে ওয়েব, এইবার চাল দেবার পালা ওর। গোল বাধাতে চাইলে চারজনকে মোকাবেলা করতে হবে।

'এ সেই বড়মুখো পুঁচকে,' আমাকে দেখিয়ে বললো সে, 'তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে কাপড় নষ্ট করে ফেলবে।'

'চেষ্টা করেই দেখো,' অ্যানজেল আমন্ত্রণ জানালো। 'ওই ছেলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে।'

মাথাপিছু বত্রিশ ডলারে বেচলাম আমরা। মিঃ রোজেনবাম স্বীকার করলেন চলতি বছর অ্যাবিলেনে যে-সব তাগড়া গরু আমদানি হয়েছে আমাদের পাল সেগুলোর একটা। ওরা এমন এক জায়গায় চরেছে যেখানে কেউ ভাগ বসাতে আসেনি। দ্বিতীয় যাত্রায়ও আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কিন্তু আমরা সবাই একমত হলাম আর এর ওপর নির্ভর করা উচিত হবে না।

পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে কালো পশমী স্যুট, শাদা শার্ট, আর নতুন টুপি পরে পরিপাটি হলাম। লাভের অঙ্কে আমরা সন্তুষ্ট, এর চাইতে বেশি কিছু আশা করিনি।

গরু সংক্রান্ত আলাপ করতে এলেন বিগ জন রায়ান। 'তোমরা ওসমানদের লোক?'

'জ্বি, আমি অ্যানজেল ওসমান, আর এ আমার ভাই, নীল।'

'শুনলাম তোমাদের পালে টামবলিং-আর বাথানের গরু আছে?'

'জ্বি, স্যার। বসুন,' বললো অ্যানজেল। 'মোট সাতটা, তার ভেতর একটা শিঙ-ভাঙা ডোরাকাটা।'

'শয়তানটা বেঁচে আছে? ওর কারণেই তো আমার এই দুর্গতি—বারকয়েক খেদিয়ে নিয়ে গেছে গরু।'

'আপনি তাহলে টাকা পাবেন, মিঃ রায়ান। মাথাপিছু বত্রিশ ডলারে সাতটার—'

'বাদ দাও। বহু ঝামেলা পুয়ে অত দূর থেকে যখন ধরে এনেছো তখন ওগুলো তোমাদেরই। তাছাড়া, এইমাত্র আমি বারোশো গরু বেচে এলাম। সাতটা গরুর জন্যে ফকির হয়ে যাবো না।'

পানীয়ের অর্ডার দিলেন তিনি। 'আমি এসেছি অন্য কারণে। আরো কিছু গরু আছে আমার। ওগুলো যদি বোযম্যান ট্রেইল পার করে দিতে তোমরা, খুব উপকার হতো।'

আমার পানে তাকালো অ্যানজেল। 'টম ওয়াটকিনস এ-ব্যাপারে যোগ্য লোক,' বললাম আমি। 'আমাদের দুভাইয়ের অন্য পরিকল্পনা আছে—নিজেদের জন্যে কিছু করবো।'

'বেশ। আমার পাল ন্যুসেস হয়ে মনটানার মুসেলশেলে যাবে। ওয়াটকিনস, তুমি কিছু বলবে?'

'সম্ভব নয়। আমি ওদের সঙ্গে থাকছি।'

আমার কাছে এখন ছহাজার ডলার রয়েছে। সান্তা ফেতে আছে

আরো এক হাজার। ভয় করছে আমার—জীবনে এই প্রথম হারাবার মতো একটা কিছুর মালিক হয়েছি।

আমার মতে, পরিকল্পনা ছাড়া কোনো মানুষই বড় হতে পারে না। মায়ের জন্যে একটা বাড়ি চাই আমরা, বাথান গড়বার ইচ্ছেও আছে। যুগ পালটাচ্ছে, তাল মিলিয়ে চলতে হলে লেখাপড়া জানা দরকার। আমাদের এখন উচিত এ-সব ব্যাপারে নজর দেয়া।

বাধা পড়লো চিন্তায়। 'তুমি নীল ওসমান?'

ড্রোভারস কটেজের ম্যানেজার। 'তোমার একটা চিঠি আছে।'

'চিঠি?' বোকার মতো তাকালাম ওর দিকে। আমাকে তো কেউ এ-পর্যন্ত চিঠি লেখেনি।

সম্ভবত মা···হাত কাঁপছে আমার। কে হতে পারে?

বোধ হচ্ছে মেয়েলি হস্তাক্ষর। সাবধানে খুললাম চিঠিটা। আরো মুষড়ে পড়লাম।

জড়ানো লেখা পড়তে কষ্ট হচ্ছে। তবে হতাশ হলাম না পুরো-পুরি—যে-লোক গরু দেখাশোনা করতে পারে, চেষ্টা করলে সে পড়তেও পারে।

ওপরে ডানে শহরের নাম: সান্তা ফে। তার নিচে তারিখ। আমরা সান্তা ফে ছেড়ে আসবার এক হপ্তা পরের লেখা।

প্রিয় মিঃ ওসমান

বোঝো ঠেলা! আমাকে আবার ওই সম্বোধন করলো কে? নীল, বা ওসমান বলেই তো ডাকে সবাই।

চিঠির নিচে সই রোসাবেলা।

মুহূর্তে কান গরম হয়ে উঠলো, আড়চোখে দেখলাম কেউ লক্ষ্য

করছে কি না।

সান্তা ফেতে গিয়েও আমি দেখা না করায় অবাক হয়েছে ওরা। বাথান দখলের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল কয়েকজন। ওদের চারজনকে কবর দিয়েছে ওরা। তারপর ওর দাদু জোনাথন হার্সটের সাথে দেখা করতে শহরে যান। মানসপটে পরিষ্কার মুখোমুখি দুই বৃদ্ধকে দেখতে পাচ্ছি আমি। নিশ্চয়ই ওই সাক্ষাত দেখবার মতোই হয়েছিল, তবে কেউ বাজি ধরতে বললে আমি ডনের পক্ষেই আমার টাকা লগ্নি করবো। আবার সান্তা ফেতে গেলে ওদের বাসায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে ইতি টেনেছে ও।

খুব দ্রুত মানুষের সময় ফুরিয়ে যায়। উপলব্ধি করছি বইয়ের বিদ্যে ছাড়া মানুষের কোনো মূল্য নেই প্রতিদিন চারপাশের লোক-জন নানান আলোচনা করে, কী পড়েছে, দেশের কোথায় কী ঘটছে বলে, কিন্তু শোনা কথায় মন ভরছে না আমার। পরের ভাষ্যে নির্ভর করা যায় না, বাড়িয়ে বলা মানুষের স্বভাব।

টেবিলের ওপর একটা খবরের কাগজ পড়েছিল, আমি তুলে নিলাম। চার পৃষ্ঠা পড়তে তিন দিন লাগলো।

শহরে একজন নতুন লোক এসেছে, বেচবার মতো কিছু জিনিস আছে তার কাছে। একটা বাড়তি পিস্তল কেনবার জন্যে তার ওখানে গেলাম আমি। পিস্তল আর এক বাকস টোটা কিনলাম, তারপর ওয়াগনের ভেতর দিকে কিছু বই দেখতে পেয়ে সেগুলোও কিনে ফেললাম। একবার নেড়েচেড়ে দেখবার প্রয়োজনবোধ পর্যন্ত করলাম না।

'দেখে নিলে না?'

'দেখলেও এমন কিছু ফারাক হবে না। একটা থেকে অন্যটার তফাত ধরতে পারবো না আমি। ওগুলো পড়ার চেষ্টা করলে কিছু শিখতে পারবো, এই ভরসায় নিচ্ছি।'

ভদ্রলোককে দেখে বোঝা যায় শিক্ষিত। 'হাতেখড়ির জন্যে অবশ্যি একটু কঠিন হয়ে যাবে, তবে একেবারে লাভ যে হবে না তা নয়।'

মোট ছটা বই আমার কাছে বিক্রি করলেন তিনি।

শুরু হলো পড়া : রোজ রাতে ক্যামপফায়ারের ধারে বসে টম ওয়াটকিনস তালিম দেয়। বই যে মানুষের জীবনপ্রণালীর কাজেও আসে এটা জেনে বিস্মিত হলাম আমি। এ-বইটা এক আর্মি ক্যাপ-টেনের লেখা ; ভদ্রলোকের নাম, র‍্যানডলফ মার্সি। পশ্চিমে ওয়াগনে করে কীভাবে যেতে হয় তার বর্ণনা আছে ওতে। আমার জানা অনেক কিছুই লিখেছেন তিনি, আবার অজানা বিষয়ও আছে।

বই দেখে মুখ বেঁকিয়েছে ক্যাপ সয়্যার। 'ওই ছাপা অক্ষরগুলো বইতে হলে একটা বাড়তি প্যাক হর্স লাগবে। ট্রেইলে কেউ বইপুস্তক সঙ্গে নেয় এই প্রথম শুনলাম।'

নয়

অলসভাবে রোদ পোয়াচ্ছে সান্তা ফে। কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়ছে না, তবে আমার মাঝে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। এখানে রোসাবেলা রয়েছে, এ-বার আমি ওর বাসায় যাবো। কোনো মেয়ের বাসায় এর আগে যাইনি আমি।

আমাকে-লেখা রোসাবেলার চিঠিটা আমার গোপন রত্নভাণ্ডার। এর কথা কাউকে জানাইনি—এমনকি অ্যানজেলকেও নয়।

লিখতে পারি না বলে ওর উত্তর দেইনি। ধরে ধরে হয়তো অক্ষর সাজাতে পারতাম—কিন্তু একজন বড়মানুষ বাচ্চা ছেলের মতো লিখবে এটা শোভন ঠেকেনি।

শেষ-বিকেলে নিপাট পশমী স্যুট পরে ওদের বাথানে গেলাম। ফটক পাহারা দিচ্ছে মিগুয়েল, হাঁটুর ওপর রাইফেল আড়াআড়ি-ভাবে রাখা।

'সিনর। এসেছো তাহলে। সিনোরিটা রোজ তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।'

'ও আছে?'

'তুমি ফিরে আসায় ভালোই হয়েছে, সিনর।' দরজার প্রতি ইঙ্গিত

করলো সে।

উঠোন-ঘেরা বাড়ি, পনেরো ফুট উঁচু কাদামাটির পাঁচিল। ওপর দিকে দেয়াল-জোড়া কারনিস, তাতে কমপক্ষে তিরিশটা ঘুলঘুলি—বিপদের সময় রক্ষীরা যাতে আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়তে পারে সে-জন্যেই এই ব্যবস্থা।

ডেসকে কাজ করছিলেন ডন লুকাস, উঠে দাঁড়ালেন। 'এসো। তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বাবা। সব খবর ভালো তো?'

বসে আমাদের সাফল্যের কথা জানালাম ওঁকে। ওই বাথানের কয়েকটা গরুও ছিলো, সেগুলোর দাম দিতে চাইলে নিলেন না উনি, মৃদু হাসলেন কেবল।

'এখানে গোলমাল চলছে,' বললেন ডন লুকাস। 'আমার ধারণা, এ সবে শুরু।'

মনে হলো এ-কদিনেই যেন বুড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। সহসা উপলব্ধি করলাম ওই পলিতকেশ আত্মাভিমানী সাহসী বৃদ্ধকে আমি দারুণ শ্রদ্ধা করি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে জোনাথন হার্সটের কীর্তিকলাপ শোনালেন তিনি। খাসমহালের কিছু নাবাল জমি দখল করেছিল চল্লিশজনের একটা দল। ওরা ওখানেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়। প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা আঁচ করে ডন তাঁর রক্ষীদের নিরস্ত রাখেন।

'জেতার অনেক রাস্তা, সিনর। ইচ্ছে থাকলে ভায়োলেনস এড়ানো যায়। লড়াই বাধলে আমার কিছু লোক হতাহত হতো, অথচ আমি তা চাইছিলাম না।'

হানাদারদের ওপর নজর রাখা হয়েছিল। হার্সট আর ফেটারসন

জরুরি কাজে সান্তা ফে ফিরে গেলে ক্যামপে মদের আসর বসে এবং মধ্যরাত নাগাদ সবাই মাতাল হয়ে যায়। ডন লুকাস তখন কাছে-পিঠেই ছিলেন, কিন্তু লড়াকু ভ্যাকুয়েরোদের আসতে দেননি।

ভোর তিনটে নাগাদ সবাই যখন নেশায় অচেতন, ডনের রক্ষীরা ত্বরিৎ এগিয়ে যায়।

স্যাডলে বেঁধে হানাদারদের সান্তা ফের পথে রওনা করে দেয় ওরা। ওদের তাঁবু, সাজসরঞ্জাম আটক করা হয়েছিল। অস্ত্রশস্ত্র ফেরত পেয়েছিল তবে তার আগে গোলাবারুদ কেড়ে নেয়া হয়েছে। ওদিকে মোরাতে ভ্যাকুয়েরোদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ওদের আরেকটি দল। এতে চারজন নিহত হয়েছে, আহতের সংখ্যা জানা যায়নি। ডন লুকাসের পক্ষে দুজন আহত হয়েছিল—কেউই তেমন মারাত্মকভাবে নয়।

'আমরা সুবিধেজনক অবস্থানে ছিলাম,' ব্যাখ্যা করলেন লুকাস। 'তবে জোনাথন হার্স্ট ভীষণ ধূর্ত, দল ভারি করছে, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। ওর গলদ একটাই, যে-ধরনের লোক কাছে টানছে তারা কেউই নির্ভরযোগ্য নয়—বরং দাঙ্গাবাজ।'

'ডন লুকাস,' বললাম আমি, 'মিস রোসাবেলার সাথে দেখা করতে পারি?'

চেয়ার ছাড়লেন তিনি। 'নিশ্চয়ই, সিনর। বাধা দিলে এ-বার বাড়িতে যুদ্ধ বাধবে। ওটা সামলানো আমার কম্ম নয়।

'নিউ মেকসিকোতে,' দম নিয়ে আবার বললেন ডন, 'আমেরিকান-দের সাথেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি। মেকসিকো সিটি এখান থেকে বহু দূরে, কাজেই আমাদের ব্যবসায়িক লেনদেন তোমাদের সাথে।

আমেরিকান মূল্যবোধের ঢেউ এ-সমাজেও লেগেছে, আমার আত্মীয়-স্বজন অবশ্যি এই চালচলন পছন্দ করবে না, কিন্তু সীমান্তে ফরম্যালিটি মানা সম্ভব নয়।'

বনেদি স্প্যানিশ পরিবারের লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে নতুন জামা-কাপড়ে আড়ষ্টতা বোধ করছি আমি। অ্যাবিলেনে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এই পোশাকে, কিন্তু রোসাবেলাকে দেখতে এসে এখন আবার জড়তা ফিরে এসেছে।

পাথুরের মেঝেতে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ওর হিলের খটখট। দরজার দিকে ফিরলাম, বেড়ে গিয়েছে ধুকপুকানি, হঠাৎ মুখের ভেতরটা এত শুকনো ঠেকছে যে কষ্ট হচ্ছে ঢোক গিলতে।

দোরগোড়ায় থামলো রোসাবেলা, আমার দিকে তাকালো। আগের চেয়ে লম্বা হয়েছে, ডাগর চোখ। আমার মতো লোক ওই রূপের উপযুক্ত নয়।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভুলে গেছো আমাদের,' বললো ও। 'আমার চিঠির উত্তর দাওনি।'

নতমুখে টুপিটা নাচালাম হাতে। 'শিগগিরই এসে পড়বো বলে আর লিখিনি, তাছাড়া এ-ব্যাপারে আমি আনাড়ি।'

একজন ইনডিয়ান পরিচারিকা কফি-কেক দিয়ে গেল। আমরা দুজনাই বসলাম। ধনুকের ছিলার মতো টানটান বসেছে ও, হাত কোলের ওপর, বুঝলাম আমার মতোই অস্বস্তিতে ভুগছে।

'কোনো মেয়ের বাসায় এর আগে যাইনি কখনো। নিশ্চয়ই খুব বেমানান লাগছে আমাকে।'

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললো রোসাবেলা। 'আমিও কোনো

যুবককে আমন্ত্রণ জানাইনি এর আগে।'

এরপর সহজ হয়ে গেল সব কিছু। আমাদের অভিযান, ইনডিয়ান-দের সাথে আমার লড়াইয়ের কথা জানালাম ওকে।'

'তুমি খুব সাহসী।'

আমার প্রতি ওর মনোভাব জেনে পুলকিত হলাম, কিন্তু আসলে তো সে-রকম কিছুই করিনি। বরং ওখান থেকে পালাবার জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

কর্তব্যপালনে অবহেলা না করলে ভিতু হওয়া দোষের কিছু নয়··· ভয় মানুষকে হঠকারিতা থেকে রক্ষা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো যোদ্ধা করে তোলে তাকে।

এত চমৎকার বাড়ি আগে কখনো দেখিনি। যে-ঘরে বসে আছি সেটা বেশ প্রশস্ত ঠাণ্ডা। কালচে রঙের ভারি আসবাব। মার্বেল পাথরের মেঝে। খুব আপন বলে মনে হচ্ছে আমার।

দাদুর ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় রয়েছে রোসাবেলা। 'ওঁর বয়েস হচ্ছে, নীল। ভীষণ ভয় হয় আমার। ভালো ঘুম হয় না, মাঝে মাঝে সারা রাত পায়চারি করে কাটান।'

এক ঘণ্টা বাদে ঘোড়া নিতে আস্তাবলে গিয়ে দেখলাম কার্লোস অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। 'সিনর,' চাপা গলায় ও বললো, 'এরা তোমাকে পছন্দ করে। আমরাও ভালোবাসি।'

আমার মুখে কিছু খুঁজলো সে। 'সিনর হার্সট আমাদের ঘৃণা করেন। খোলামকুচির মতো টাকা ছিটিয়ে আমেরিকানদের দলে টানছেন। আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নেবেন উনি।'

'আমি বেঁচে থাকতে নয়।'

'আমাদের এখানে একজন শেরিফ দরকার। আমরা সুবিচার চাই।'

'ঠিক—একজন শেরিফ না হলেই নয়।'

'ডনের বয়েস বাড়ছে, বুঝতে পারছেন না কী করবেন। সারা জীবন আমি ওঁর সাথে কাটিয়েছি সিনর—লড়াই করে কোনো ফায়দা হবে বলে আমার মনে হয় না। অন্য উপায় ঠাউরাতে হবে। ভাবা দরকার, এ-ক্ষেত্রে আমেরিকানরা হলে কী করতো। এখানে মেকসিক্যানরা এখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ, সিনর। নির্বাচন হলে…'

'তাতে লাভ হবে না, হুয়ান। মেকসিক্যান শেরিফকে মানতে চাইবে না আমেরিকানরা। বিশেষ করে হার্সটের বন্ধুরা।'

'জানি, সিনর। পরে তোমার সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করবো।'

সে-রাতে লা ফনডায় ফিরে দেখলাম বিল ক্যানাভান বারে দাঁড়িয়ে, হাতে হুইস্কির গ্লাস। সুঠাম দেহ, ঈষৎ সোনালি চুল, মুখখানা সদা-হাস্যময়।

'ড্রিংক নে,' বললো সে। 'শেরিফের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি আমি—পশ্চিমে তোর মা-ভাইদের নিয়ে এসেছি।'

'মাকে নিয়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী। অ্যানজেলের সাথে গল্প করছে।'

আমার গ্লাস ভরে দিলো সে। 'ঘাবড়াস না, তোকে ধরতে আসিনি। লংকে মেরে কোনো অন্যায় করিসনি তুই। ওই মুহূর্তে আমি অবশ্যি অ্যারেসট করতাম, কিন্তু পরে ছাড়া পেয়ে যেতি—লং তোর দিকে বন্দুক তাক করেছিল।'

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না আমরা। বিল ক্যানাভানকে

আমাদের মাঝে পেয়ে আনন্দ লাগছে. মাকে নিয়ে আসায় আমি ওর কাছে ঋণী। তাঁকে দেখবার জন্যে উতলা বোধ করছি, কিন্তু বিল নতুন প্রসঙ্গ তুললো।

'তোর সম্পর্কে সবার খুব উঁচু ধারণা,' বললো ও।

'ওরা আসলে অ্যানজেলকে ভালোবাসে।'

'জানিস, নীল, এখানে আসার পর থেকেই অ্যানজেলের ব্যাপারে ভাবছি আমি। শেরিফ নির্বাচনে ওর দাঁড়ানো উচিত।'

অনেক লোকই শেরিফ হবার ইচ্ছে পোষণ করে মনে; তবে আশার কথা এটা নতুন দেশ, আইনের শাসন কায়েম করবার প্রয়োজন আছে এখানে। 'ওরও তাই ইচ্ছে,' বললাম আমি।

'সারা জীবন আমার রাজনীতিতেই কাটলো। সতেরো বছরে ডেপুটি শেরিফ, উনিশে শেরিফ, চব্বিশ বছরে জাসটিস অব পিস, তিরিশ পোরার আগেই বিধানসভায় কাজ করেছি কিছু দিন। তারপর আবার শেরিফ।'

'জানি।'

'আমার বিশ্বাস অ্যানজেল ভোট পাবে। চমৎকার বলতে পারে, এখন একটু লেখাপড়া আর আমাদের সাহায্য পেলে উতরে যাবে।'

'আমাদের সাহায্য?'

'নীল, আইসবার্গের কথা শুনেছিস তুই। রাজনীতিও অনেকটা তাই—এর প্রায় সব কিছুই ঘটে তলে তলে। একজন লোক যতই সৎ হোক, কর্মসূচী দিতে না পারলে কিসস্যু হবে না।

'রাজনীতিতে সদিচ্ছা, পরিকল্পনা এগুলোর মুল্য দশভাগ, বাকি নব্বই ভাগ নির্ভর করে তোর কর্মসূচীর পেছনে জনসমর্থন। নির্বাচনে

কীভাবে জিততে হয় আমি জানি। আর তুইও সাহায্য করতে পারবি অ্যানজেলকে।'

'আমার কাছে মানুষ ভিড়তে চায় না।'

'শোন, অধিকাংশ মেকসিক্যান তোকে পছন্দ করে। জানে, হার্স-টের প্রস্তাব তুই আর অ্যানজেল নাকচ করে দিয়েছিস। আলভার্দো বাথানের রক্ষীরাও তোর বন্ধু।'

শব্দ করে হাসলো বিল। 'এমনকি মেয়েরাও পছন্দ করে তোকে। স্নানের ঘটনাটা শুনেছি আমি। সারা বছরে যা না পায়, ওই এক-দিনে অনেক বেশি আনন্দের খোরাক পেয়েছিল ওরা।'

'দ্যাখো—!' অনুভব করছি আমার কানের চারপাশ আরক্ত হয়ে উঠছে।

'এতে লজ্জার কী আছে। ঘটনাটা মানুষ উপভোগ করেছে, এবং ওরা তোকে ভালোও-বাসে।'

'দেখছি, এখানে পা দিয়েই বহু কিছু জেনে ফেলেছো তুমি।'

'আমার পেশা রাজনীতি—চোখকান সর্বদা খোলা রাখতে হয়। মানুষগুলো কে কী রকম, কোনো সমস্যা আছে কি না, কোথায় গেলে ভোট মিলবে—জানতে হয়।'

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা বারে নামিয়ে রাখলো বিল ক্যানা-ভান। 'নীল, এখানে দাঙ্গা বাধতে যাচ্ছে, ওই হার্সটের লোকজন উসকানি দিচ্ছে এতে।'

'তো?'

'আমাদেরকে থামাতে হবে—তুই, আমি আর অ্যানজেল। গোল-মাল শুরু হলে অ্যানজেল সামলাবে, আমরা ব্যাক করবো।'

'কিন্তু ও তো শেরিফ নয়?'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দে। দাঙ্গা বাধলে, লোকে চাইবে কেউ নিক দায়িত্বটা—তখন অ্যানজেল সুযোগটা নেবে।'

একঢোকে গ্লাসের তলানিটুকু শেষ করলো বিল। 'শোন···কার্লোস এবং তার দলের আরো কয়েকজন মাথাকে হার্সট নিকেশ করতে চাইছে। ওই সুযোগে ওর গুণ্ডাবাহিনী যখন বাড়াবাড়ি শুরু করবে, অ্যানজেল গিয়ে রাশ টানবে।

'শান্তিপ্রিয় আমেরিকানরা সমর্থন করবে ওকে। তোর কাজ মেক-সিক্যানদের বোঝানো, অ্যানজেল তাদের লোক। আমরা তখন ওকে মার্শাল বানাবো। দেখবি, এরপর একে একে শেরিফ এবং বিধান-সভার সদস্যও হয়ে যাবে ও।'

বিলের কথায় যুক্তি আছে, এতে ওর যোগ্যতাও প্রমাণিত হচ্ছে: আসামাত্র কী সুন্দর এখানকার পরিস্থিতি বুঝে ফেলেছে। সত্যি তাই, অ্যানজেল এই কাজের উপযুক্ত। টম ওয়াটকিনসকেও হিশেবে ধরা চলে।

'টম ওয়াটকিনস পারবে না?'

'নিজেকে অবশ্যি এর যোগ্য বলে মনে করে। তবে অ্যানজেলের মতো বাকপটু নয় টম। ওর মতো সবার সাথে ভাব জমাতে পারবে না। সব চেয়ে বড় কথা অ্যানজেল আমাদের লোক—ওর সম্বন্ধে লোকের কাছে মিথ্যে বলতে হবে না।'

'তুমি বলো?'

অপ্রতিভ দেখালো বিলকে। 'নীল, পলিটিকস ইজ পলিটিকস। এখানে স্বার্থহাসিলের জন্যে মানুষকে বহু কিছুই করতে হয়।'

'আমরা যাই করি সততা থাকতে হবে,' বললাম। 'শোনো, আমি সন্ন্যাসী নই, কিন্তু তাই বলে এই দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যা সৎ পথে কামাতে পারবো না। মা আমাদের সেভাবেই গড়ে তুলেছেন, এবং এ-জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'বেশ তো। এখন বল, তোর কী মত?'

'ঠিক, অ্যানজেলই ফিটেসট।'

মুখে বললাম বটে কিন্তু টম ওয়াটকিনসের ব্যাপারে আমার ভাবনা ঘুচলো না। টম আমাদের বন্ধু, এটা সুনজরে দেখবে না ও। অ্যানজেলকে সে হিংসে করে। টমের শিক্ষাদীক্ষা বেশি, কিন্তু লোকের টান অ্যানজেলের প্রতি।

মা বুড়িয়ে গিয়েছেন···প্রিয় দোলনা চেয়ারটায় বসে আছেন। বিল ওয়াগনে তুলে নিয়ে এসেছে ওটা। কোলের ওপর সেই জীর্ণ শালখানাও আছে। আমাকে দেখে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'বাহ্! মোটা হয়েছিস। আজ তোর বাপ জীবিত থাকলে খুশি হতো।'

চেনা লোকদের কুশল জিজ্ঞেস করলাম মাকে, আমাদের পরিকল্পনার আভাস দিলাম খানিকটা। ভীষণ কষ্টে তাঁর জীবন কেটেছে, মা-ভাইদের জন্যে কিছু করতে চাই আমি। ববের বয়েস সতেরো, জো পনেরো।

পাহাড়ে তেমন না থাকলেও, ফুল-গাছপালা পছন্দ করেন মা। বাতাসে ঘাসের দুলুনি, নিজের ছাতে বৃষ্টির ঝমঝম ভালো লাগে তাঁর। মা চান, একটা ছোট্ট সুন্দর বাড়ি হোক তাঁর, ছেলেরা কাছে

থাকুক।

বিল ক্যানাভান হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক নয়, মোরায় গিয়েছে। হোটেল বা স্যালুন জাতীয় কিছু কিনতে চায়, কারণ ও মানুষের সঙ্গ ভালোবাসে। সে-কালে স্যালুনই ছিলো লোকজনের দেখা-সাক্ষাতের একমাত্র জায়গা।

যে-বইগুলো কিনেছিলাম, ইতিমধ্যে তার তিনটে পড়া সারা। প্রথমে মার্সির গাইড বুক, তারপর সেই বিখ্যাত গল্পটি, দ্য ডিয়ার-স্লেয়ার। বেশ উপভোগ্য কাহিনী ওয়াশিংটন আর্ভিং প্রেইরিতে ভ্রমণের ব্যাপারে যে-বইখানা লিখেছেন, সেটা পড়েছি। এখন হাতে আছে গ্রেগের কমার্স অব দ্য প্রেইরিজ।

এগুলো পড়ে আমার জ্ঞান অনেক বেড়েছে, আজকাল গুছিয়ে কথা বলতে পারি। আর্ভিং বা গ্রেগের চোখে দেশটাকে নতুন করে চেন-বার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা কিন্তু দারুণ মজার।

বাড়ির জায়গা দেখতে অ্যানজেল আর আমি পাহাড়ে যাচ্ছি। পেটে দানা পড়ায় শান্ত মনে ছুটছে সেট।

গল্পে গল্পে এগোচ্ছি আমরা। দিনটা উপভোগ করছি। টেনেসির নীল-সবুজ পাহাড় বহুদূরে, অথচ এখানকার বাতাস খুউব নির্মল— নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতে চাইবে না। এত সুন্দর দেশ আমি আগে কখনো দেখিনি। আমাদের সামনে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়, উদ্ধত শৃঙ্গ, পাইনের ঝাড়ে সবুজ।

দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে সেট, ভাবখানা গন্তব্য তার জানা। কিন্তু সহসা আমার মন কু গাইছে।

মাঝে মাঝে মানুষের চোখ-কানে এমন কিছু জিনিস ধরা পড়ে যা

তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা না গেলেও, তার চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই এ-রকম, বিপদসঙ্কুল দেশে চলাফেরা করবার সময় তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণমুখ হয়ে ওঠে—বিশেষত শ্রবণেন্দ্রিয়।

হঠাৎ করে আমাদের নাকে ধুলোর গন্ধ ঝাপটা মেরেছে। হাওয়া নেই, অথচ ধুলো আছে।

ঘোড়ার গতি মন্থর করলাম আমরা, সেটের কানের দিকে আমার দৃষ্টি। কান খাড়া হয়ে আছে ওর. নিশ্চয়ই কিছু টের পেয়েছে।

মনে হলো অদূরে একটা ঝোপের ডাল ভাঙা, সেখানে গিয়ে ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পেলাম মাটিতে।

'গোটাচারেক ঘোড়া, তাই না, নীল ?'

'পাঁচটা। শেষেরটা একটু আলাদা। দুঘণ্টার মতো ঘোড়াগুলো ছিলো এখানে. তারপর পঞ্চমটা এসেছিল, কিন্তু থামেনি।'

একটা গাছের তলায় বেশ কটা পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। একটা কালো সিগারের গোড়াও চোখে পড়লো। এর কাছে-পিঠেই ঘোড়াগুলো চরেছে।

যতটা যাবো বলে ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি উত্তরে চলে এসেছি আমরা। হঠাৎ সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। 'অ্যানজেল, এটা আলভার্দোর মহাল।'

ও চারপাশে তাকালো, তারপর আমাদের ব্যাক ট্রেইল জরিপ করে বললো 'বুঝেছি ওদের লক্ষ্য সম্ভবত কার্লোস।'

ট্র্যাক পরীক্ষায় মন দিলো সে। একটা ঘোড়ার খুর ছোট, হালকা, প্রায় লাফিয়ে চলে। আমরা দুজনই ওই ছাপ চিনি। দক্ষ ট্র্যাকার

এবং ব্যাংকারের কাজে তেমন একটা তফাত নেই। ব্যাংকারের দায়িত্ব মক্কেলের সই চেনা। আর ট্র্যাকার ট্রেইলের চিহ্ন পড়ে। ছোট খুরওয়ালা টাট্টুর মালিক রীড কার্নি।

সম্ভবত ফেটারসন আর হার্সটও ছিলো ওই দলে। পঞ্চম লোকটির অপেক্ষায় ছিলো ওরা। এর অর্থ, সে ওদের শিকারের ওপর নজর রাখছিল।

হতে পারে এ-সবই আমাদের কষ্টকল্পনা, তবে এছাড়া এখানে ওদের সমবেত হবার কোনো কারণ নেই।

স্ক্যাবার্ড থেকে অ্যানজেল তার উইনচেসটার তুলে নিলো।

আঁকাবাঁকা ট্রেইল, পাইন বনের ভেতর দিয়ে উঠে গিয়েছে। আবার যখন আমরা থামলাম, বেশ ওপরে চলে এসেছি। চারদিকে খোলা-মেলা, কয়েক ক্রোশ অবধি দেখা যায়। অদূরে মালভূমির শেষ।

ওদের দেখতে পাচ্ছি আমরা।

চারজন অশ্বারোহী, ঢালের নিচ দিকে আরেকজন। নজর রাখছে উপত্যকার উলটোদিকে বাতাসে ধুলোর মেঘ—বোধ হয় ওর জন্যেই এই অসময়ে এখানে ওদের আসা।

যেখানে পজিশন নিলো সেখান থেকে ষাট গজ ওদের রাইফেলের পাল্লায় থাকবে। শিকারের ট্রেইল বড়জোর একশো ফুট নিচে, কাছে-পিঠে বিন্দুমাত্র আড়াল নেই।

অ্যানজেল আর আমি বনের প্রান্তে ঘোড়া রেখে এসেছি। এই মুহূর্তে মেসার কিনারে দাঁড়িয়ে, সামনে প্রায় সত্তর ফুট খাদ, তারপর খাড়া পাথুরে ঢাল, ওই লোকগুলো যেখানে ওত পেতেছে সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখান থেকে একশো গজ দূরে ওদের ঘোড়া-

গুলো বাঁধা আছে একটা ঝোপের ধারে।

নিচ থেকে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। ডানে-বাঁয়ে ছাড়া পালাবার কোনো পথ নেই। ওপরে ওঠা সম্ভব নয়, মালভূমিও ডিঙোতে পারবে না।

অ্যানজেল একটা পাথরের আড়ালে পজিশন নিলো। বড় একটা পাথর চাঁই চোখে পড়তে দুর্বুদ্ধি চাপলো আমার মাথায়। চাঁইটা মেসার ধারে, পড়বার জন্যে একদম তৈরি···কেবল প্রয়োজন সামান্য প্রচেষ্টা।

পাথর গড়িয়ে ভীষণ মজা পাই আমি। জানি, নিছক পাগলামো, কিন্তু ধস দেখতে আমোদ লাগে যে। কিনারে হেঁটে গেলাম. একটা প্রাচীন সিডারের গুঁড়ি পেঁচিয়ে ধরে আলগোছে পা রাখলাম পাথরের গায়ে।

সেই অশ্বারোহীকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। আমার বুট-জোড়া পাথরে, দুহাঁটু কোমর অবধি উঁচু, ধীরে ধীরে চাপ বাড়াচ্ছি। ক্রমশ সোজা হচ্ছে পা। নড়ছে পাথর, রাজসিক ভঙ্গিতে একটা গড়ান দিয়ে পড়ে গেল।

বিকট শব্দে ঢালের ওপর আছড়ে পড়লো ভারি চাঁইটা ডিগবাজি খেলো, তারপর সবেগে নেমে গেল ঢাল বেয়ে। হাবার মতো চার-পাশে তাকালো ওরা, পরক্ষণে ওটা দেখতে পেয়ে ত্রস্ত মেষশাবকের মতো দুপাশে ছিটকে সরে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাইফেল উঁচিয়ে ঝোপ তাক করে গুলি চালালো অ্যানজেল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হলো একটা ঘোড়া, তারপর অ্যানজেল আরেক দফা ট্রিগার টিপতে ঝোপের ডাল উপড়ে

বাঁধন মুক্ত করলো। ভাঙা ডালটা লাগামের সাথে ঝুলছে, পালাচ্ছে ঘোড়াটা, মাথা কাত করা যাতে খোঁচা খেতে না হয়।

দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এসেছে নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার, ও পাহাড়ের ওপর পানে তাকাতেই আমি টুপি খুলে নাড়ালাম, হালকা বাদামি সমব্রেরোটা দেখে কার্লোসকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। সামান্য ইতস্তত করে হাত নাড়লো সে, এতদূর থেকে চিনতে পারছে না আমাদের।

ওদের একজন ঘোড়ার দিকে পা বাড়ালো, ওর সামনে মাটিতে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলো অ্যানজেল, ঝাঁপিয়ে সরে গেল লোকটা। ও যে-পাথরগুলোর আড়ালে লুকিয়েছে, সে-দিকে আরেকবার গুলি করলো অ্যানজেল, তারপর পিছিয়ে বসে একখানা স্প্যানিশ সিগার ধরালো।

তেতে উঠেছে সূর্য। পাথরে হেলান দিয়ে ক্যানটিন থেকে পানি খেলাম আমি। এখানে তবু ছায়া আছে: নিচে, ওরা যেখানে আছে, গরম নিশ্চয়ই আরো তীব্র

'হেঁটে বাড়ি ফিরতে হলে,' বললো অ্যানজেল, 'ওদের মেজাজ কিছুটা শান্ত হবে।'

মন্থর লয়ে আধটা ঘন্টা পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিপক্ষের একজন বাড়াবাড়ি করায় ওর প্রায় নাকের ডগায় মাটিতে একটা গুলি ছুঁড়েছি আমি। আবার গা ঢাকা দিয়েছে সে। ওদেরকে দিনের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা। মেরে ফেলবার ইচ্ছে থাকলে অনায়াসে পারতাম। একটা ঘোড়ার পদশব্দ ভেসে আসছে বনের ভেতর থেকে, পিছিয়ে গিয়ে কার্লোসের সাথে মিলিত হলাম আমি।

'কী ব্যাপার, সিনর?' অ্যানজেল আর আমাকে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলো ও।

'তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমরা টের পেয়ে বাধা দিয়েছি।' দেখালাম নিচে কোথায় লুকিয়ে আছে ওরা। ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে আমাদের প্ল্যান বাতলাতে ও রাজি হয়ে গেল।

'এ-বার তাহলে আমার খেলা, সিনর।'

ঢাল বেয়ে নেমে গেল সে. কিছুক্ষণ পর ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম ওকে. ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কার্লোস ফিরে এলে অ্যানজেল আমাদের সাথে যোগ দিলো। 'আমার জন্যে অনেক করেছো তোমরা,' বললো কার্লোস। 'এ-ঋণ আমি ভুলবো না।'

'কিছু না,' বললাম আমি। 'ওই দলে রীড কার্নিও আছে।'

'সব্বোনাশ।' আঁতকে উঠলো কার্লোস। 'সত্যি, মানুষ কোথাও নিরাপদ নয়।'

মোরায় যাবার পথে চুপ করে রইলাম আমি. কার্লোস আর অ্যানজেলকে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিলাম কার্লোস খাটি লোক. মানুষের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে। অ্যানজেলও তাই—ফলে দুজনার ভাব জমা স্বাভাবিক।

কার্লোস বাথানের দিকে মোড় নিলো, মোরায় ঢুকলাম আমরা। স্যালুনের সামনে নেমে ভেতরে গেলাম। একনজরেই বুঝলাম বিরূপ পরিবেশে এসে পড়েছি। একটা মেকসিক্যানও নেই, অথচ ওরাই এই শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ। একটা পরিচিত মুখ দেখলাম, প্যানি রকে

দেখা হয়েছিল। বারের এক কোণে দাঁড়িয়ে ড্রিংকসের ফরমাস দিলাম।

জনাচল্লিশেক লোক রয়েছে স্যালুনে। বিদঘুটে চেহারা, অধিকাংশের বাবরি চুল, কোমরে সিকস-শুটার, বউই নাইফ। বারের আরেক-প্রান্তে ফেটারসন দাঁড়িয়ে, তবে আমাদের দেখতে পায়নি।

পানীয় শেষ করে দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছি, পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো লালমুখো…প্যানি রকে একেই মাটিতে ফেলে দিয়েছিল আমার ঘোড়া।

ও মুখ খুলতে নিলো, কিন্তু কিছু বলবার আগেই ওর কাঁধ চাপড়ে দিলো অ্যানজেল। 'আরে, রেড, তুমি! চলো চলো, কথা আছে তোমার সঙ্গে, বাইরে চলো।'

লালমুখোর বুদ্ধি কম, চিন্তা-ক্ষমতা শ্লথ, ছবার পলক ফেললো সে, অ্যানজেলের কথাবার্তার থই পাচ্ছে না। বাইরে নিয়ে এলাম ওকে। আবার চেঁচাবার প্রয়াস পেলো, কিন্তু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো অ্যানজেল, ভীষণ জোরে রেডের পিঠে চড় কষালো, ভুস করে ওর সব দম বেরিয়ে গেল।

লালমুখোর পাঁজরে ছোরা চেপে ধরলাম আমি, চিৎকারের শখ মিটে গেল ওর।

'একটু রাখো,' প্রতিবাদ জানালো সে, 'তোমাদের কোনো ক্ষতি করিনি আমি। স্রেফ—'

'চুপচাপ হাঁটো,' বললাম। 'এমনিতেই আমার মেজাজ ঠিক নেই, পিঠে ব্যথা করছে—খামোকা চটিও না।'

'বাহ্, আমি চটাচ্ছি?'

'রেড,' গম্ভীর সুরে বললো অ্যানজেল, 'তোমাকে মারার ইচ্ছে

নেই আমাদের।'

'অবশ্যি,' আমি ফোড়ন দিলাম, 'লাশ হিশেবে নেহাত মন্দ হবে না তুমি।'

আধো অন্ধকার জায়গায় নিয়ে এসেছি ওকে, ধারেকাছে ওর কোনো বন্ধু নেই। ভয়ে লালমুখোর চোখজোড়া পেসোর আকার ধারণ করেছে। লণ্ঠনের আলোয় কোণঠাসা ভালুকের মতো দেখাচ্ছে।

'ত্...তো...তোমাদের মতলব কী?' তোতলাতে লাগলো রেড।

'উত্তরে একটা সুন্দর জায়গা আছে রেড,' বললো অ্যানজেল, 'বড় বড় ঘাস, কোমর সমান উঁচু, ঝরনা—সব আছে।'

'তোমার ওখানে যাওয়া উচিত,' লালমুখোকে পরামর্শ দিলাম আমি।

'তাই।' অ্যানজেলের চেহারা ভীষণ হয়ে উঠেছে। 'তোমার ঘোড়া কই, রেড?'

'ও...ওইদিকে!' একবার আমার, আরেকবার অ্যানজেলের মুখ দেখছে ও।

'এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না,' বললাম আমি, 'আবহাওয়া খুব গরম। পাইকস পীক, কিংবা মনটানায় চলে যাও।'

'আ...আজরাতেই?' আপত্তি জানালো সে।

'আলবত।'

'জিনিসপত্র গুছাতে হবে তো।'

'ভুলেও অমন করো না রেড,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো অ্যানজেল, বড় বড় চোখ। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল, 'তোমার পেছনে লোক লেগেছে, রেড, দেখতে পেলে কপালের মাঝখানে একটা

সীসে ঢুকিয়ে দেবে।'

একটা ছোটখাটো ছাই-রঙা ঘোড়ার সামনে এসে থামলাম আমরা। 'তোমার?'

ওপর-নিচ মাথা দোলালো সে।

'এক্ষুণি কেটে পড়ো। না না—পিস্তল রাখো। নিরস্ত্র লোককে খুন করাটা ভালো দেখায় না। কী, যেতে ইচ্ছে করছে না?'

এতক্ষণে তো রেডের সব কিছু বুঝে ফেলা উচিত। যাই হোক, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে জোর কদমে শহর ছেড়ে চলে গেল সে।

আমার পানে চেয়ে হাসলো অ্যানজেল। 'যাক, বাবা, বাঁচা গেছে! এত সহজে পার পাবো ভাবিনি।'

হোটেলে ফিরে গেলাম আমরা। 'এসেছো তাহলে,' বললো ক্যাপ, 'বড্ড দুশ্চিন্তায় ছিলাম। টম তো ভেবেছিল, তোমাদেরকে হয়তো সেটলমেনটের লোকজনের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে।'

'মানে?'

'জোনাথন হার্সট তার প্রতিষ্ঠানের নাম রেখেছে সেটলমেনট কোমপানি। যে-কেউ শেয়ার কিনতে পারে। টাকা না থাকলেও ক্ষতি নেই—বন্দুকবাজ হলেই চলবে।'

অ্যানজেল বললো না কিছু, হার্সটের প্রসঙ্গ উঠলেই ও চুপ মেরে যায়। বিছানায় বসে একপাটি বুট খসিয়ে ফেললো।

'বুঝলি, নীল,' আনমনে বললো সে, 'আমাদের বোধ হয় অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত।'

দশ

মোরা। নীরবে উষ্ণ রোদে ভিজছে পুরো শহর। রাস্তা এখানে এক-টাই—কাকপক্ষীও নেই। আমরা একটা খালি বাসায় ক্যামপ করেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি আমি, এই আপাত শান্ত পরিবেশের তলায় ঝড়ের পূর্বাভাস পাচ্ছি।

অ্যানজেল ভেতরে ঘুমোচ্ছে, আমি আমার '৪৪ হেনরি রাইফেল সাফ করছি। অসন্তোষ যে ধূমায়িত হচ্ছে এটা আমরা সকলেই জানি।

সেটলমেনট কোমপানির পঞ্চাশ-ষাটজন লোক শহরে আস্তানা গেড়েছে, একটা দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবার জন্যে মুখিয়ে আছে ওরা। কিন্তু আমার কিছু নিজস্ব পরিকল্পনা আছে, একদল ভাড়াটে গুণ্ডা সেগুলো গুঁড়িয়ে দিক, চাই না সেটা।

বাইরে এলো টম ওয়াটকিনস, আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা কালো সরু সিগার ধরালো পকেট থেকে বের করে।

'কোথায় যাচ্ছো?'

'বাড়ির জায়গা দেখতে,' বললাম আমি। 'আট-নমাইল দূরে একটা জমির খোঁজ পেয়েছি।'

ঠোঁট থেকে সিগারটা নামালো টম। 'আমারও একটা জায়গা

দরকার, তবে তার আগে এখানে কী ঘটে তাই দেখবো। কোনো শিক্ষিত লোক রাজনীতিতে নামলে এখানে উন্নতি করবে।' সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে গেল সে।

টম বোকা নয়; জানে মোরাতে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দাবি উঠবে, এবং সুযোগটা ও নিতে চায়। অ্যানজেলের কারণে পিছিয়ে যাবে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, ওরা যখন জানবে একই পদের জন্যে পরস্পর লড়ছে তখন কী হবে। অবশ্যি অ্যানজেল খুব একটা আঘাত পাবে বলে মনে হয় না।

রাইফেলটা সাফ হয়ে গেলে ঘোড়ার পিঠে জিন চাপালাম, স্যাডলের পেছনে বেডরোল রেখে তৈরি হলাম যাত্রার জন্যে। বিছানা ছেড়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো অ্যানজেল।

'পরে আসছি আমি,' বললো সে। 'এ-দিকে নজর রাখা দরকার।' আমার সঙ্গে ঘোড়া পর্যন্ত হেঁটে গেল ও। 'টম বললো কিছু?'

'মার্শাল হতে চায়।'

অ্যানজেল ভ্রূকুটি করলো। 'ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম, নীল। ওর যোগ্যতা আমার চেয়ে বেশি।'

'আমার তা মনে হয় না, যোগ্যতার মাপকাঠিতে দুজনের পাল্লাই সমান, কিন্তু জেতার সম্ভাবনা বেশি তোর। তোরা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবি, আমার দুঃখ সেখানে। টম খুব ভালো লোক।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি। সুন্দর সকাল, বিশ্বাস হতে চাইছে না আমাদের চারপাশে এত সমস্যা দানা পাকিয়ে উঠছে।

'ওর সাথে কথা বলতে হবে আমার,' একসময় বললো অ্যানজেল, 'একটা-কিছু মীমাংসা হওয়া দরকার।'

আজ দুবছর হলো আমরা চারজন একজোট। সময়টা চমৎকার কেটেছে আমাদের। এই সম্পর্ক নষ্ট হোক, আমি চাই না। খুব কম লোকের এমন বন্ধুভাগ্য হয়। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছি এক সাথে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপদ মোকাবেলা করেছি। ঘাম আর বারুদে যে-বন্ধুত্বের জন্ম, তা খুব মজবুত হয়।

'অ্যানজেল, তুই কাজ চালিয়ে যা। কাল আমরা টমের সঙ্গে আলাপ করবো।'

আলোচনার সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই। টম আমাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। ওর আর অ্যানজেলের স্বভাবে মিল যেমন, অমিলও তেমনি প্রচুর। দুজনের জন্যেই যথেষ্ট জায়গা আছে, তবে আমি নিশ্চিত প্রথম সুযোগটা টমই নিতে চাইবে।

বাথানের জন্যে নির্ধারিত রেনজে পৌঁছুতে আমার একঘণ্টা লাগলো। নদীর ধারে গাছপালা আর কিছু ঘেসো জমিও আছে। একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। অ্যাপালুসা ঘোড়াটা বেঁধে মোকাসিন পরে নিলাম পায়ে, তারপর ঘুরে ঘুরে বাড়ি আর কোর‍্যালের জায়গা বাছাই শুরু করলাম।

যেখানে বাড়ি হবে সেটা নদী থেকে মাত্র বিশ ফুট উঁচুতে, তবে সর্বোচ্চ জলসীমার ওপরে। পেছনে পাহাড়, সুরক্ষিত স্থান।

জামা খুলে পাথর, আগাছা সরাতে শুরু করলাম। বিকেল নাগাদ শেষ হলো। এ-বার খুঁটি কেটে আস্তাবল তৈরিতে মন দিলাম, ওটাই

প্রথম দরকার হবে আমাদের।

পরে, যখন সাঁঝ ঘনালো, নদীতে গোসল সেরে পোশাক পালটে নিলাম। শুকনো খড়ি দিয়ে আগুন ধরালাম ছোট করে, কফি চড়িয়ে গরুর জার্কি খেতে লাগলাম।

আহার যখন শেষ হলো, স্যাডলব্যাগ থেকে একটা বই বের করে মন দিলাম পড়ায়। মাঝে মাঝে উঠে অন্ধকারে চারপাশ দেখেশুনে আসছি। আগুন নিঃশেষ হয়ে আসতে দেখে শোবার উদযোগ করলাম। বাতাস বাড়ছে, মেঘ জমছে আকাশে।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে রোয়ানের কাছে গেলাম আমি। তাজা ঘাসে সরিয়ে এনে ফের বাঁধলাম ওকে। খুঁতখুঁত করছে মন, চাইছি সঙ্গীরা এসে পড়ুক।

ক্ষীণ শব্দ পাচ্ছি, অ্যাপালুসাও শুনতে পেয়েছে। মাথা উঁচু করেছে, কান খাড়া, গন্ধ নেবে বলে ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'ঘাবড়াস না, বেটা। শান্ত হ।'

অন্ধকারে কেউ আছে ওখানে, আমাকে ডাকছে।

ভালোমত না বুঝেশুনে আঁধারে যেতে নেই, মৃত্যু ঘটতে পারে। সন্তর্পণে ঘুরপথে এগোচ্ছি আমি। এই দেশে আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রুসংখ্যা বেশি।

কিছুটা যেতেই একটা ঘোড়া চোখে পড়লো, অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে গেলাম সে-দিকে। একটা লোক পড়ে আছে, ভীষণ আহত।

'সিনর।' দুর্বল গলা। 'আমি মিগুয়েল।'

পাঁজাকোলা করে তুলে ঘোড়ায় বসিয়ে দিলাম ওকে। 'ধরে থাকো,' বললাম আমি। 'মাত্র কয়েক গজ পথ।'

'আমাকে মারতে এসেছে ওরা, সিনর। তুমি বিপদে পড়বে।'

'ওদের নামনিশানা মুছে দেবো।'

জ্ঞান হারালো মিগুয়েল, ক্যামপে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিলাম। মারাত্মক চোট। একটা উরুতে, অন্যটা বুকের ডান দিকে, মাংস ভেদ করে চলে গেয়েছে গুলি। জামাকাপড় রক্তে ভেজা।

আগুনে চড়ানো আছে পানি, ওর ক্ষতস্থান পরিচর্যায় মন দিলাম। প্রথমে ধুয়ে ফেললাম রক্ত, ক্ষতস্থানে ছেঁড়া ন্যাকড়া গুঁজে দিলাম যাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। সকাল অবধি টিকে থাকলে আরো ব্যবস্থা নিতে হবে।

বউইর অগ্রভাগ দিয়ে সাবধানে খুঁচিয়ে পিঠের চামড়ার নিচ থেকে বুলেট বের করলাম একটা। তারপর জখম ধুয়ে পট্টি বেঁধে দিলাম। খুনেরা ওকে খুঁজে ফিরছে, ওদের খুরের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু আগে বা পরে, এই আগুনের আভা চোখে পড়বে ওদের।

আগুনের পাশ থেকে সরিয়ে ফেললাম মিগুয়েলকে, পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখলাম। ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলো ওরা।

'এই যে, মিঃ আগুন।'

'শুনছি। বলো, কী চাই।'

'আমরা একজন আহত লোককে খুঁজছি। দেখেছো?'

'এখানেই আছে, পাবে না।'

আগুনের ধারে এগিয়ে এলো ওরা, আমি আলোয় গিয়ে দাঁড়ালাম। একজনের হাতে রাইফেল, নল আমার দিকে। দুরন্ত বড়জোর

পনেরো ফুট।

রাইফেলটা চিন্তায় ফেললো আমাকে। ঘামছি।

'আরে, এ যে দেখছি ওসমান—সেই পিস্তলবাজ ছোঁড়াটা।'

'তাতে হলোটা কী?' ওর নাম চার্লি স্মিথ, একহারা গড়ন। পিস্তলবাজ হিশেবে কুখ্যাতি আছে। কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল, হোলসটার নিচু করে বাঁধা। 'কই ওর কবর তো দেখছি না।'

'তোমরা যাও,' বললাম আমি। 'মিগুয়েল আছে—থাকবে।'

'খুব বড় গলা, না!' বললো রাইফেল-ধরা লোকটা। হাড্ডিসার, ছুঁচোলো চেহারা, কণ্ঠমণি তড়পাচ্ছে সারাক্ষণ, চোখে খুনের নেশা।

'ও আহত,' বললাম, 'সেবা দরকার।'

'আমরা চাই না ও বেঁচে থাকুক,' বললো স্মিথ। 'নিজের ভালো চাইলে ওকে দিয়ে দাও।'

'সরি।'

'বেশ বেশ!' বললো এক কালোদেড়ে, পিস্তলবাজদের ঢঙে হোলসটার ঝুলিয়েছে। 'এই তো চাই।'

স্মিথের জন্যে আমি ততটা উদ্বিগ্ন নই, রাইফেলধারী ভাবিয়ে তুলেছে বেশি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, পিছুবার পথ বন্ধ। এমনকি মিগুয়েলকে ধরিয়ে দিলেও রেহাই পাবো না—নিজেদের অপকীর্তির সাক্ষী রাখবে না ওরা।

আমি নিজে ধূমপায়ী নই, তবে পকেটে মিগুয়েলের পরিত্যক্ত তামাকের কোটো আছে। ওটা বের করে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করলাম।

আমার এখন একটা মওকা দরকার, এবং খুব তাড়াতাড়ি। সামনে

রাইফেলধারী, চার্লি স্মিথ আর ওই শৌখিন পিস্তলবাজ ছোঁড়া। পেছনে, অন্ধকারে আরো থাকতে পারে। তবে আপাতত এই তিন-জনকেই সামলাতে হবে।

'মিগুয়েল,' বললাম আমি, কথায় কালহরণ করতে চাইছি, 'খুব ভালো লোক। আমি ওকে পছন্দ করি। ওর লড়াইতে জড়াতে চাই না, কিন্তু তাই বলে একজন আহত লোক বেঘোরে মরবে সেটাও সহ্য করবো না।'

স্মিথ হুঁশিয়ার লোক। চারপাশে তাকাচ্ছে। নিশ্চয়ই অ্যানজে-লের কথা ভাবছে। ও জানে, আমরা ভাই, চারজনের একটা দল। আশঙ্কা করছে, ওই অন্ধকারে কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।

পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। অস্ত্রধারী লোক পয়লা চোটেই গুলি করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু একটু বাদে তার পেশী ঢিলে হয়ে আসে, উৎসাহে ভাটা পড়ে। উপরন্তু, এরা আমার চাইতে সংখ্যায় বেশি, একের বিপক্ষে তিন। সুবিধেজনক অবস্থানে আছে বলে হয়তো কল্পনাও করবে না ওদেরকে মোকাবেলার মতো হঠকারিতা দেখাবে কেউ। এ-ক্ষেত্রে পাল্লা আমার দিকে ভারি – মানসিকভাবে কিছুটা হলেও, বেখেয়াল থাকবে ওরা।

তবে যাই করি, মওকা বুঝে করতে হবে, এবং ওদের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে।

আমার চোখের সামনে আহত মিগুয়েলকে ওরা যদি হত্যা করে, বেঁচে থাকলে চিরজীবন নিজের কাছে আমি অপরাধী হয়ে থাকবো।

'মিগুয়েল আলভার্দোর লোক,' বললো স্মিথ। 'ওদের তাড়িয়ে দেবো আমরা।'

'তোমার ভাই কোথায়?' প্রশ্নটা এসেছে রাইফেলধারীর কাছ থেকে। অন্ধকারের দিকে আড়চোখে চেয়ে আছে। খেলা আরম্ভের সময় হয়েছে, মনে মনে বললাম, দিশেহারা করে ফেলতে হবে এদের।

'কাছেপিঠেই হবে।'

'মোটে একটা বিছানা,' মুখ খুললো কালোদেড়ে।

'দেখেছি,' বললো স্মিথ।

সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে উবু হয়ে একটা জ্বলন্ত খড় কুড়িয়ে নিলাম আমি। সিগারেটের সামনে উঁচু করে ধরে চালিয়ে গেলাম কথা।

'আমরা চারজন সর্বদা কাছাকাছি থাকি।'

'ওরা নেই এখানে,' বললো কালোদেড়ে, 'বিছানা একটা, ঘোড়া দুটো—ওর আর মিগুয়েলের।'

পাহাড়ের মাথায় পাইন বনে নড়াচড়ার আভাস, সারা সন্ধ্যে আমি ওই শব্দ শুনছি, পাহাড়ের খাঁজে হাওয়া চলাচলের আওয়াজ—কিন্তু ওরা কথা থামিয়ে কান খাড়া করলো।

'আমি ওসমান বংশের লোক,' কথোপকথনের ভঙ্গিতে বললাম, 'বাড়ি টেনেসিতে। বছরদুয়েক আগে আমাদের একটা লড়াই শেষ হয়েছে···বিপক্ষের লোকেরা আমাদের একজনকে খুন করেছিল, পরবর্তী ষোলো বছরে আমরা হিগিনস বংশের উনিশটাকে খতম করেছি। ওরিন ওসমান নামে এক ভাই আছে আমার···ওর মতো বন্দুকবাজ আজো জন্মেনি আরেকটা।'

সমানে মুখ চলছে, ওদিকে পুড়ে নিঃশেষ হচ্ছে খড়। চার্লি স্মিথ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। 'অ্যাই!' বললো সে, 'তোমার হাত—!'

আঙুল স্পর্শ করলো আগুন, ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম, খড়টা ফেলে

দিলাম, পরক্ষণে বিদ্যুৎগতিতে পিস্তল উঠে এলো, ধরাশায়ী করলাম রাইফেলধারীকে।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল কালোদেড়ে, পরপর দুবার ট্রিগার টানলাম ওকে লক্ষ্য করে, ঘোড়ার পেছন দিকে উলটে পড়লো সে, যেন কুড়োলের কোপ খেয়েছে।

স্মিথের দিকে নল ঘুরিয়ে দেখলাম, দুহাতে পেট চেপে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, রাইফেল হাতে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে টম ওয়াটকিনস।

'এমন চালাকি জন্মেও দেখিনি,' স্মিথের পাশে চোখ রেখে বললো সে। 'তোমার হাতে আগুন দেখেই আঁচ করেছিলাম একটা-কিছু ঘটতে যাচ্ছে···জানি, তুমি সিগারেট খাও না।'

'থ্যাংকস, টম, একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছো।'

ওয়াটকিনস নেমে রাইফেলধারীর কাছে গেল। হৃদপিণ্ডে গুলি খেয়ে মরেছে লোকটা। কালোদেড়েকেও দেখলো, দুটো গুলি একই জায়গায় ঢুকেছে। তারপর একনজর আমার দিকে তাকালো। 'নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

পিস্তলে টোটা পুরে মিগুয়েলের কাছে ফিরে গেলাম। জ্ঞান ফিরেছে, কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে, মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখ, বিস্ফারিত চোখ। 'গ্রেশিয়াস, অ্যামিগোস,' বিড়বিড় করে বললো ও।

'অ্যানজেল বললো তুমি এখানে আছো। ভালো লাগছিল না আমার তাই ঠিক করলাম তোমার সাথে থাকবো। এসে দেখি এই অবস্থা। কিছুতেই ঠাওর করতে পারছিলাম না কী করবো—তা তুমি

একাই সমাধান করে ফেললে।'

'ওরা মেরে ফেলতো আমাদের।'

'হার্সট এটাকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে ধরে নেবে।'

অন্ধকার থেকে আরো শব্দ ভেসে আসছে। আমরা গা ঢাকা দিলাম। ক্যাপ সয়্যার, সঙ্গে আলভার্দোর ছুই লোক। একজন পেট রোমেরো, অপরজনকে চিনি না।

ছুরির মতো ধারালো চেহারা, পরনে বেণী-তোলা চামড়ার জ্যাকেট। এ-রকম ফুলবাবু এর আগে কখনো দেখিনি আমি, তবে মুক্তোখচিত সিকস-শুটারখানা ওর আরেকটা পরিচয় বলে দিচ্ছে। লোকটার দৃষ্টি ভালো ঠেকলো না।

ওর নাম চিকো ক্রুয।

লাশগুলোর কাছে গিয়ে জরিপ করে দেখলো ক্রুয। একটা রুপোর ডলার বের করে কালোদেড়ের বুকের গর্তে রাখলো। একটু বাদে ডলারটা পকেটে পুরে তাকালো আমাদের পানে।

'কে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে দেখালো ওয়াটকিনস। 'ও···ওই লোক-টাও।' রাইফেলধারীর প্রতি ইঙ্গিত করলো সে। তারপর সব কিছু ব্যাখ্যা করলো সংক্ষেপে, তবে জ্বলন্ত খড়ের ব্যাপারটা চেপে গেল।

সতর্ক চোখে আমাকে জরিপ করলো ক্রুয। এ-লোক মনের আনন্দে খুন করে, পিস্তল দক্ষতা আছে বলে গর্ব অনুভব করে। আগু-নের পাশে জোড়াসনে বসে এক কাপ কফি নিলো সে। কফিটা অনেকক্ষণ আগের, কালো এবং কড়া। তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলো।

মিগুয়েলকে স্যাডলে ওঠাচ্ছে রোমেরো, হাত লাগাতে এগিয়ে গেলাম আমি। 'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মেকসিকো থেকে এসেছে। কার্লোস খবর পাঠিয়েছিল। পাক্কা শয়তান—খুনী।'

ঘন ঘন পাহাড়ী র‍্যাটল সাপের মতো আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ক্রুয। এরা খুব বিপজ্জনক হয়, চোখের পলকে ছোবল বসায়। ওর কোনো কিছুই পছন্দ হচ্ছে না আমার। সন্দেহ নেই, ডনের নির্দেশেই আনা হয়েছে। ডন এখন চরম ঝুঁকির মুখোমুখি, এটা তাঁর জীবনমরণ লড়াই। তাই উৎকণ্ঠায় রয়েছেন, জানেন তাঁর বয়েস বাড়ছে, নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না।

আবার যখন আগুনের ধারে ফিরে গেলাম, চিকো ক্রুয আমার চোখে চোখ রাখলো। 'চমৎকার শুটিং,' বললো সে, 'তবে আমার হাত আরো পাকা।'

'হতে পারে,' বললাম আমি।

'একদিন হয়তো আমরা মুখোমুখি হবো, সিনর,' বললো ও।

'হয়তো-বা,' বললাম আমি।

এগারো

হার্সটের তরফ থেকে হামলার আশঙ্কা ছিলো, কিন্তু সে-সব কিছু ঘটেনি। অ্যানজেল চলে এসেছে এখানে। ডন লুকাস দুজন লোক ধার দিয়েছেন আমাদের। ক্যাপ, টম এবং ওদের সহযোগিতায় আমরা একটা বাড়ি তুলেছি। দ্বিতীয় দিন কাজের শেষে আমরা যখন আগুনের পাশে জড়ো হলাম, অ্যানজেল মার্শাল পদে তার প্রার্থিতার কথা টম ওয়াটকিনসকে জানালো।

ওয়াটকিনস তার কাপে কফি ঢাললো। ঈষৎ শক্ত চোয়াল, তবু হাসলো। 'বেশ তো।'

'কিন্তু আমার ধারণা তুমিও চাইছো…' শেষ করবার আগেই হাত তুলে অ্যানজেলকে থামিয়ে দিলো টম ওয়াটকিনস।

'বাদ দাও। কাজটা যেই পাক, তার দায়িত্ব প্রচুর। আমাদের যে-কেউ পেলেই হলো। যদি তুমি হও, ওয়াদা করছি, পাশে থাকবো। আর আমি জিতলে, তুমি সাহায্য করবে।'

অ্যানজেলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাষাণভার নেমে গিয়েছে ওর বুক থেকে। আসলেও তাই, আমি জানি, ব্যাপারটা নিয়ে ও দারুণ চিন্তায় ছিলো। কেবল ক্যাপ একবার নীরবে টমকে জরিপ করে

আবার কফিতে মনোনিবেশ করলো।

শহরে কী ঘটছে জানতে হলে কারো গণক হবার প্রয়োজন নেই। রোজ রাতে মাস্তানদের বচসা বাধছে রাস্তায়। এলিজাবেথ টাউনের কাছে খুন হয়েছে এক লোক, কাইমারনের অদূরে ডাকাতি হয়েছে এক জায়গায়। শহরবাসীরা কতকাল সহ্য করবে এ-সব—সেটাই এখন সবার একমাত্র জিজ্ঞাসা।

এদিকে আমরা নিয়মিত বাড়ির কাজ করছি দুটো ঘর তোলা হয়ে গিয়েছে, অ্যানজেল আর আমি ওগুলোর ফার্নিচার বানানোও প্রায় শেষ করে এনেছি। তৃতীয় ঘরটা সেরে খাসমহালে গিয়ে পঞ্চাশটা কচি গরু কিনলাম আমরা। ক্যাপ সয়্যার সঙ্গে ছিলো, তিনজনে মিলে ওদেরকে বকস ক্যানিয়নে এনে মার্কা লাগিয়ে ছেড়ে দিলাম।

কাজের চাপে অনেকদিন হলো রোসাবেলার বাসায় যাইনি, ওখানে রওনা হলাম

অ্যানটোনিও বেকা আর চিকো ক্রুয ফটক পাহারা দিচ্ছে। সে রাতের ঘটনার পর আজই প্রথম দেখলাম বেকাকে।

আমি ফটক পেরোবার চেষ্টা করলে ও বাধা দিলো। 'কী চাই?' জিজ্ঞেস করলো

'ডন লুকাসের সাথে দেখা করবো,' জবাব দিলাম।

'উনি নেই।'

'তাহলে সিনোরিটার সঙ্গে।'

'সম্ভব নয়।'

মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল আমার। তবে জানি, ও পারলে আমাকে খুন করবে। আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়লো: ওর আচরণে

পরিবর্তন এসেছে—উদ্ধতভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।

চিকো ক্রুয আসাতেই কি ওর পা ভারি হয়েছে? নাকি ডনের বয়েস বাড়ছে বলে?

'সিনোরিটাকে আমার কথা বললেই হবে,' গোঁ ধরলাম আমি।

'বললাম তো হবে না দেখা ' ওর চোখে বিদ্রূপ।

ধীর পায়ে চিকো ক্রুয এগিয়ে এলো। 'যা বলছে শোনো,' বললো সে।

দিব্যি বুঝতে পারছি ওরা খুঁচিয়ে চটাতে চাইছে আমায়। কিন্তু ডন লুকাসের কোনো লোকের সাথে গোলমালে জড়িয়ে পড়া আমার মোটেও ইচ্ছে নয়। এমনিতেই ডন নানান সমস্যায় জর্জরিত। তাই ফিরবো বলে তৈরি হচ্ছি এমন সময় রোসাবেলার গলা শুনতে পেলাম।

'নীল!' ওকে দারুণ খুশি খুশি মনে হলো, পলকে আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠলো 'নীল, দেখা না করেই ফিরে যাচ্ছো যে বড়? ভেতরে এসো!'

কিন্তু আমি ঢুকলাম না। স্যাডলে অনড় বসে কেবল জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি এলে তোমরা অখুশি হও?'

'আজ হঠাৎ এ-কথা, নীল!' ফটকের কাছে এসে বেকাকে রাইফেলহাতে দেখতে পেলো রোসাবেলা। ওর চোখ জ্বলে উঠলো। 'অ্যানটোনিও! রাইফেল নামাও! সিনর ওসমান আমাদের বন্ধু! কক্ষনো বাঁধা দেবে না ওঁকে, বুঝেছো?'

বেকা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। 'সি,' বললো সে। 'বুঝেছি।'

ওর চোখে আমার প্রতি ঘৃণার আগুন দেখতে পেলাম। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম ইশারায় ওকে কিছু বলছে ক্রুয।

ভেতরে গিয়ে আমার মুখোমুখি হলো রোসাবেলা। 'নীল, অ্যাদ্দিন আসোনি কেন? দাদু রোজ তোমার কথা বলেন। কার্লোস আর মিগুয়েলের প্রাণ বাঁচিয়েছো বলে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চান উনি।'

'ওরা আমার বন্ধু।'

'এবং তুমি আমাদের।'

হাত ধরে পাশের একটা কামরায় আমাকে নিয়ে গেল ও। একটা ছোট্ট ঘণ্টা বাজালো।

এই অল্প কদিনের ব্যবধানে ও যেন আরো লতিয়ে উঠেছে। দেহের কানায় কানায় ভরা-যৌবন, তবু ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ নজর এড়ালো না।

'ডন লুকাস কেমন আছেন?'

'ভালো না, নীল। দাদু বুড়ো হয়েছেন। জানোই তো, সত্তরের ওপরে বয়েস। চলাফেরায় কষ্ট হয়।

'আমেরিকানদের সাথে গোলমালের আশঙ্কা করছেন। তোমাদের সমাজে ওঁর অনেক বন্ধু, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এত বড় বাথান সুনজরে দেখছে না। দাদুর আর আসক্তি নেই জীবনের প্রতি, এখন যা-কিছু করছেন—আমার জন্যে।'

'সব তোমারই থাকবে।'

'টোরেসকে মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'মারা গেছে। গেল হপ্তায় রোমেরো ওকে মৃত অবস্থায় পেয়েছে,

এখান থেকে দশ মাইল দূরে। পিঠে গুলি খেয়েছিল। বাফেলো গান।'

'দুঃখজনক। ভালো লোক ছিলো।'

এক সাথে চা খেলাম আমরা, এখানকার পরিস্থিতি আমাকে জানালো ও। কিছু দিন হলো ডন শয্যাশায়ী। প্রায়ই বাথানের কাজে বাইরে থাকতে হচ্ছে হুয়ান কার্লোসকে। এই সুযোগে কিছু কিছু লোক বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আজ যা ঘটেছে সেটা তারই একটা নমুনা।

সত্যিকার প্রয়োজনের সময়ে ডন লুকাস তাঁর রাশ হারাচ্ছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র, রোসাবেলার বাবা, বহুকাল আগেই গত হয়েছেন।

'আমার সাহায্য দরকার হলে জানাতে দ্বিধা করো না।'

মুখ নত করে বসে রইলো ও, স্কার্টের কোণ খুঁটছে আনমনে। এক ধরনের অপরাধবোধ জাগলো আমার, অথচ এর কোনো সঙ্গত কারণ নেই। রোসাবেলার মতো আর কাউকে আমি কোনো দিন ভালোবাসিনি, ভালোবাসার কথাও বলিনি কারো সঙ্গে, কীভাবে বলতে হয় তাও জানি না।

'মোরাতে শিগগিরই দাঙ্গা বাধবে,' বললাম আমি 'তোমাদের লোকজনকে যেতে নিষেধ করো।'

'জানি।' একটু থেমে বললো, 'তোমার ভাই কি কিটির কাছে যাতায়াত করে এখনো?'

'এর মধ্যে যায়নি।' চুপ করে রইলাম আমি, বুঝতে পারছি না কী বলবো। অনেক পরিণত মনে হচ্ছে ওকে।

আমাদের বাড়ি তৈরির কাহিনী শোনালাম। লোক দিয়ে সাহায্য

করেছেন বলে ধন্যবাদ জানালাম ডনকে। টম ওয়াটকিনস আর অ্যানজেলের ব্যাপারটাও বললাম, মনোযোগ সহকারে শুনলো ও। মার্শাল নিয়োগের প্রশ্নে সব মেকসিক্যানই আগ্রহী, এটা ওদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওরা এখানে ব্যবসা করে, কোনোরকম গোলযোগ দেখা দিলে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে মার্শালের এক্তিয়ার সীমিত, তবে শেরিফের দায়িত্বটিও তার পাবার সম্ভাবনা আছে।

বহু কথাই বলছি, কিন্তু গুপ্ত বাসনাটি প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। 'বেলা,' সহসা বললাম, 'আমি—'

ও অপেক্ষা করছে, অথচ আমার জিভ সরতে চাইছে না, মুখে রক্ত জমা হয়েছে, দৃষ্টি আনত। শেষ-পর্যন্ত নিজের ওপর চটে গিয়ে উঠে পড়লাম।

'কী হলো, বললে না?' ওর চোখে লজ্জা।

'তোমার কাছে মাঝেমধ্যে এলে আপত্তি নেই তো?'

সরাসরি আমার চোখের পানে তাকালো ও। 'নিশ্চয়ই আসবে, নীল। আমি খুশি হবো।'

মনের কথাটা জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় ফেরার পথে নিজেকে চোখ রাঙালাম। এ-মেয়ে আমার মানসী। মেয়েলি ব্যাপারে আমি আনাড়ি কিন্তু রোসাবেলা নিশ্চয়ই ভেবেছে ওদের বুঝতে পারি, সুতরাং কিছু বলার থাকলে, মুখ ফুটে বলতাম।

এমনটা ভাববার কারণ আছে ওর, যে-পুরুষ সময়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে না সে পুরুষের অধম।

বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম আমি, এত বিক্ষিপ্ত বোধ করছিলাম

যে কোনো দিকে খেয়াল ছিলো না, পথে কেউ ওত পেতে থাকলে নির্ঘাত মারা পড়তাম। দোরগোড়ায় পৌঁছে দেখলাম, বাইরে বিলের ঘোড়া বাঁধা।

বিলের সঙ্গে আরো একজন আছে। মোরায় একটা মুদিখানা আছে তার। লোকটার নাম, উইলসন। 'অ্যানজেল, তোমার এখন শহরে গিয়ে থাকা উচিত। চার্লি স্মিথ আর কালোদেড়ে মোরার জীবন বিষিয়ে তুলেছিল, নীল শায়েস্তা করায় দারুণ প্রভাবিত হয়েছে ওরা।'

'আমি নীল নই।'

'সে-জন্যেই তোমাকে চাইছে, কারণ তোমার মন কোমল। এরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক, খুনোখুনি পছন্দ করে না।'

অ্যানজেল তাকালো ওর দিকে। 'এ-ছাড়া নীলের আর কী-বা করার ছিলো? বরং ও যেভাবে সামলেছে খুব কম লোকই পারবে সেটা।'

'ঠিক। তবু সমস্যা রয়ে যাচ্ছে, এরা খুনেদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে চায়, ওদের মেরে ফেলতে নয়।'

অ্যানজেল শহরে গেল, দুদিন বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত রইলাম আমি। দুটো খচ্চর লাগিয়ে পাথর সরিয়ে এক কোণে জড়ো করলাম। পরে খাটাল তৈরিতে লাগবে ওগুলো।

পরদিন শহরে গিয়ে দেখলাম উত্তপ্ত পরিস্থিতি। বিলের দোকানের সামনে ভিড়, বিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে, এখানে আসবার পর থেকে আজ প্রথম ওর কোমরে পিস্তল দেখলাম।

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখানে কোনো ভালো লোক থাকতে

পারবে না,' বলছে ও। 'আমাদের একজন টাউন মার্শাল দরকার, তাহলেই এরা পাততাড়ি গুটোবে। এমন লোককে দায়িত্ব দিতে হবে, যে সৎ, ন্যায়বান।'

ও থামলো, গুঞ্জন উঠেছে ভিড়ের মাঝে, বিলের বক্তব্যে সায় দিচ্ছে। 'এখনো সময় আছে, ইচ্ছে করলেই শহরটাকে আবার বাসযোগ্য করে তোলা সম্ভব। লাস ভেগাস থেকে যে-সব লোক এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই যত নষ্টের গোড়া।'

রাস্তার উলটো দিকে বেনচিতে বসে হার্সটের জনাকয়েক লোক গুলতানি মারছে। মোটেও চিন্তিত মনে হচ্ছে না ওদের, এ-ধরনের কথা বহুবার শুনেছে, কিন্তু কেউ ওদের কেশাগ্র ছুঁতে পারেনি।

স্যালুনে ঢুকলাম আমি। টম ওয়াটকিনস দাঁড়িয়ে বারে, ক্ষুব্ধ চেহারা।

'ড্রিংকস?' জিজ্ঞেস করলাম।

'চলবে,' বললো ও।

হাতের তলানিটুকু শেষ করলো টম, বারটেনডার ভরে দিলো আমাদের গ্লাস।

'তোমরা সবাই মিলে একজনের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছো,' বললো টম। 'শহরের অর্ধেক লোককে দলে টেনেছে অ্যানজেল। বিল ক্যানাভানের ব্যাপারটাই ধরো—অথচ ওকে আমার বন্ধু ভেবেছিলাম।'

'তাই, টম। বিলও তোমাকে বন্ধু বলে জানে। অ্যানজেলকে সমর্থন করছে কারণ বিল আমাদের দূর্সম্পর্কের আত্মীয়, একই জায়গায় বাড়ি। ও সারা জীবন রাজনীতি করেছে, টম তাই চাইছে অ্যান-

জেলও একটু চেষ্টা করে দেখুক।'

কিছুক্ষণ মৌন থেকে টম বললো, 'রাজনীতি করতে হলে পেটে বিদ্যে দরকার।'

'অ্যানজেল পড়াশোনা করছে, টম।'

'তা করছে—হার্সটের ওই বোকা মেয়েটার মতো। অ্যানজেল ছাড়া আর কাউকে চোখে দেখে না। এমনকি তোমার বা আমার দিকে পর্যন্ত তাকায় না।'

'মেয়েরা আমাকে তেমন পছন্দ করে না, টম।'

'আলবৎ করে। সান্তা ফেতে করেছে।'

'ওটা আলাদা ব্যাপার।' ওকে এখন প্রফুল্ল রাখা দরকার, বাধ্য হয়ে ওই রহস্য ভাঙলাম। শুনে না হেসে পারলো না টম।

'সত্যি, তোমার প্রতি ওদের আগ্রহ দেখে অ্যানজেলের চেহারা-খানা যা হয়েছিল না সে-দিন।'

নিজের গ্লাস খালি করলো সে। 'তবে জিতলে ওর প্রচুর ক্ষমতা হবে।'

'যাই ঘটুক, টম,' বললাম, 'আমরা চারজন একাট্টা থাকা উচিত।'

কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকালো সে, বললো, 'নীল, যে-দিন প্রথম দেখি, সে-দিন থেকেই তোমাকে ভালো লেগে গিয়েছিল আমার—এবং এও জানি তোমাকে সামলানো শক্ত।'

আবার গ্লাস ভরে নিলো টম। নিষেধ করতে চাইলাম কিন্তু ও উপদেশ শোনবার লোক নয়—বিশেষত ওর চেয়ে কম বয়েসী কারো কাছ থেকে।

'আমার সাথে চলো?' প্রস্তাব দিলাম। 'ক্যাপও থাকবে ওখানে

—আমরা আরো আলোচনা করতে পারবো।'

'তোমার মতলবটা কী? অ্যানজেলকে ফাঁকা মাঠে গোল দেবার সুযোগ করে দিতে চাইছো?'

ঝাঁঝিয়ে উঠলো আমার কান। এভাবে ভাবিনি আমি। 'টম, তুমি তো জানো আমি সে-রকম কিছু করবো না। তবে তোমার যদি ওই দায়িত্ব পাবার ইচ্ছে থাকে—হুইসকি ছাড়ো।'

'তোমার পরামর্শ প্রয়োজন হলে,' ঠাণ্ডা সুরে ও বললো, 'জানাবো।'

'বেশ, তোমার যা অভিরুচি,' বললাম। 'চলি, মাকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে।'

চকিতে তাকালো একবার, তারপর বললো, 'ওঁকে আমার আদাব দিও, নীল। আশা করি নতুন বাড়িতে শান্তিতে থাকবেন উনি।' জানি, কথাগুলো ও অন্তর থেকেই বলেছে।

টম অহঙ্কারী, তবে ভদ্র—ওর মতিগতি বোঝা দায়। ও বারে দাঁড়িয়ে, অথচ আমার চোখের সামনে ভাসছে সেইসব রাতের ছবি যখন ও ক্যামপফায়ারের আলোয় বসে কবিতা আবৃত্তি করতো, হোমারের গল্প শোনাতো আমাদের। এই সম্পর্কে চিড় ধরেছে দেখে বেদনায় টনটন করে উঠলো আমার হৃদয়। অহঙ্কার আর মদ মানুষকে গুঁড়িয়ে দেয়। মার্শালের কাজটা বোধ হয় পাবে না, এই উপলব্ধিই পীড়া দিচ্ছে ওকে।

'চলে এসো, টম। মা তোমায় দেখলে খুশি হবেন।'

আমাকে ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল সে, বারান্দায় দাঁড়ালো।

সেটলমেনট কোমপানির সাত-আটজন ভিড় জমিয়েছে আশপাশে,

ডুরাংগো কিড আর বিলি মুলিন সবার পুরোভাগে। ডুরাংগো কিড নিজেকে পিস্তলবাজ বলে ভাবতে ভালোবাসে।

আমি আন্তরিকভাবে চাইছি টম ওয়াটকিনস এখন সরে যাক এখান থেকে। ওর মন বিক্ষিপ্ত এ-অবস্থায় একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

কী অদ্ভুত লীলাখেলা। ভিত্তি তৈরির ব্যাপারে প্রাণপণ খাটছে বিল, ওদিকে অ্যানজেল মিষ্টি কথায় লোকের মন জয় করছে।

অথচ এত কিছু সত্ত্বেও, ওই টম ওয়াটকিনসই মার্শাল পদে নির্বাচিত করলো অ্যানজেলকে।

সে-দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজটা করলো সে। এমনিতেই জেদী মানুষ, তার ওপর পেটে কিছু তরল পদার্থ পড়েছে, এই সময় বারান্দায় গিয়ে ও ডুরাংগো কিডের মুখোমুখি হলো।

আর কেউ হলে হয়তো ওকে ঘাঁটাতে সাহস পেতো না, কিন্তু কিডকে তখন উত্তেজনায় ভর করছে। ওর বয়েস একুশ। ছিপছিপে গড়ন, সরু কাঁধ। কলোরাডোতে চারজনকে খুন করে—ইতিমধ্যেই বদলোক হিশেবে নাম কিনেছে। শোনা যায় এ-এলাকায় গবাদি পশু চুরিতেও ওর হাত আছে। সেটলমেনট আউটফিটে ফেটারসনের পরেই ওর স্থান।

টম ওয়াটকিনস হয়তো চলে যেতো, কিন্তু ওকে ঈষৎ মত্ত অবস্থায় দেখে কিড ভাবলো শিকার বুঝি তার সামনে। টমের ক্ষমতা তার জানা ছিলো না।

'ও মার্শাল হতে চায়, বিলি,' চেঁচিয়ে বললো ডুরাংগো কিড। 'কী শখ!'

ওর মুখোমুখি হলো টম ওয়াটকিনস। আগেই বলেছি ও দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার, এই মুহূর্তে ওকে অবিকল সেই রকম লাগছিল।

'আমি মার্শাল হলে,' স্পষ্ট গলায় কেটে কেটে ও বললো, 'সব চেয়ে আগে তোমাকেই অ্যারেসট করবো—হোসে কার্লোসকে খুনের দায়ে।'

টম কোত্থেকে জেনেছিল বলতে পারবো না, তবে কিডের চেহারা দেখে বোঝা গেল ও ঠিক জায়গাতেই আঘাত হেনেছে।

'মিথ্যুক।' চেঁচিয়ে উঠলো কিড। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো।

হোলসটার থেকে ওটা বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু তার আগেই মারা পড়লো ডুরাংগো কিড। দূরত্ব বারো ফুটও হবে কি না সন্দেহ, টম ওয়াটকিনস পরপর তিনটে গুলি করলো কিডকে, অথচ শোনালো একটা। এই প্রথম টমকে ড্র করতে দেখলাম, এত বিদ্যুৎগতি আমি আর কারো দেখিনি।

ছিটকে পিছিয়ে গেল কিড। ওঅটর ট্রাফে হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়।

ঝট করে ঘুরলো বিলি মুলিন। পিস্তলের দিকে হাত বাড়ায়নি, কিন্তু মত্ত অবস্থায় টম ওয়াটকিনস হিংস্র লোক। আচমকা নড়ে ওঠার মাশুল বিলিকে গুনতে হলো। ওই নড়াচড়া টমের চোখের কোণে ধরা পড়েছিল, ও ঘুরে বিলির পেটে গুলি করলো।

আমি হলে কী করতাম জানি না, বোধ হয় ভাবতাম একটু, তবে ওই অবস্থায় টমের প্রতিক্রিয়ায় দোষের কিছু পেলাম না।

রাস্তার ও-পাশে দাঁড়িয়ে শহরবাসীরা দেখলো ঘটনাটা। বিল

দেখলো। টম ওয়াটকিনস খুন করলো ডুরাংগো কিডকে, ছমাস বিছানায় শুয়ে কাটালো বিলি মুলিন, প্রাণে বাঁচলো তবে পঙ্গু হয়ে গেল চিরতরে। কিন্তু আসল সর্বনাশটা হলো অন্যখানে : টম নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারলো।

কিডের ব্যাপারে ততটা না হলেও, মুলিনকে গুলি করায় ওরা অসন্তুষ্ট হলো টমের ওপর, কারণ ঘটনাটা ছিলো একেবারেই অপ্র-ত্যাশিত—এবং এর ফলে ওর বন্ধুরাও মুখ ফিরিয়ে নিলো।

অথচ এমনটা ঘটা উচিত ছিলো না। আমার তো মনে হয় না, রাস্তার উলটো দিকের ওই দর্শকদের একজনও এ-ক্ষেত্রে অন্য-কিছু করতো।

টমের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সবার আগে সে-দিন ওর বিপক্ষে চলে গেল। 'চলো, আমরা বরং অ্যানজেল ওসমানের কাছেই যাই,' বললো সে।

কথাটা টম ওয়াটকিনসের কানে গেল, পিস্তলে টোটা পুরে মাঝ-রাস্তা দিয়ে সোজা হেঁটে বাসায় গেল সে। মোরায় থাকতে ওর সঙ্গে অ্যানজেল, ক্যাপ আর আমিও ছিলাম ওই বাসায়।

সে-রাতেই শহর ছেড়ে চলে গেল টম ওয়াটকিনস।

বারো

রোববার সকালে আমরা মায়ের কাছে গেলাম। তুছেলেকে নিয়ে রয়েছেন। তাঁকে বাকবোর্ডে তুললাম আমরা। গির্জায় যাবার কালো পোশাকে মা চললেন তাঁর নতুন বাসা দেখতে।

তাঁর পাশের আসনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে অ্যানজেল, পেছনে ছটো বিশাল ইনডিয়ান টাট্টুতে চড়েছে বব আর জো, সামনে রয়েছি আমি আর ক্যাপ।

বিশেষ কথা বলছে না ক্যাপ, তবে আমার ধারণা, আজকের দিনে ওর মনও গভীর আবেগে আপ্লুত। জানে এই দিনটির আশায় অ্যানজেল আর আমি কত পরিকল্পনা, কী অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। ক্যাপের ওই চেহারার নিচে একটা কোমল প্রাণ আছে বলে আমার বিশ্বাস—তবে সেটা বোঝবার জো নেই।

মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে ভীষণ আনন্দ লাগছে, সময়টাও বাছা হয়েছে সুন্দরভাবে। চারিদিকে শ্যামল দূর্বা, মনের সুখে চরছে গরু, গাছে গাছে পাখির কাকলি, ফুরফুরে হাওয়া। এত ভালো বাসায় মা কখনো থাকেননি—এটা আমাদের উপরি পাওনা।

উপত্যকা বেয়ে নামছি আমরা। এই দুর্লভ ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে

রাখতে প্রত্যেকেই কালো পশমী স্যুট পরেছি, এমনকি ক্যাপ সয়্যা-রও বাদ যায়নি। বিল এবং আরো দু-তিনজন বন্ধু আসবে। ছোট-খাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এই আনন্দঘন দিনে মাত্র একটি কালো মেঘ ঝুলছে দিগন্তে: টম ওয়াটকিনস নেই···আমরা অন্তর থেকে চাইছি ও আসুক।

আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী টম। বস্তুত আজ অ্যানজেল আর আমার যা-কিছু সাফল্য তার পেছনে, কিছুটা হলেও, টমের কৃতিত্ব রয়েছে। ধৈর্যসহকারে আমাদের প্রতিটা জিনিস শিখিয়েছে ও—বিশেষ করে আমাকে।

নদী পেরিয়ে, গাছপালার ভেতর দিয়ে আমরা যখন নিজেদের উঠোনে ঢুকলাম, বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। কমপক্ষে পঞ্চাশ-জন।

প্রথমেই চোখে পড়লো ডন লুকাসকে, পাশে রোসাবেলা আইরিশ সাজে সেজেছে। মুহূর্তের তরে ভিড়ের ওপর দিয়ে আমাদের চোখ পরস্পর আটকে গেল, এখুনি ওকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলাম।

হুয়ান কার্লোস, পেট রোমেরো আর মিগুয়েল রয়েছে। কিছুটা ফ্যাকাসে লাগছে মিগুয়েলকে, তবে সামলে নিয়েছে ধকল।

টেবিলে খাবারের ছড়াছড়ি। বাজনার তালে তালে মেকসিক্যান নৃত্য করছে সবাই। সম্ভবত এই নাচের নাম ফ্যানডাংগো। মা কাঁদ-ছেন বসে, গলা জড়িয়ে প্রবোধ দিচ্ছে অ্যানজেল। সবাইকে ওখানে নিয়ে গেলাম আমরা। ডন লুকাস হাত বাড়িয়ে দিলে মা ধরে উঠে দাঁড়ালেন। গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠলো, সম্ভ্রান্ত রমণীর মতো

দেখাচ্ছে তাঁকে—মনে হচ্ছে না কোনো অখ্যাত পাহাড়ী এলাকা থেকে এসেছেন।

সেই পুরোনো দোলনা চেয়ারটার কাছে মাকে এসকর্ট করে নিয়ে গেলেন ডন লুকাস, তারপর তাঁর হাঁটুর ওপর একখানা সির‍্যাপ বিছিয়ে দিলেন—মায়ের গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হলো।

উৎসবের ধুম পড়ে গিয়েছে। সব ধরনের খাবার আছে, মদ বাদে। কারণ মা মদ ছোঁন না।

ভিড়ের মাঝে বারহুয়েক চিকো ক্রুযকেও চোখে পড়লো। সবাই আনন্দে মগ্ন, এমন সময় উঠোনে একটা ঘোড়া এসে ঢুকলো। টম ওয়াটকিনস স্যাডলে বসে চারপাশে তাকাচ্ছে, অ্যানজেল দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল।

'এসেছো, টম—তোমাকে ছাড়া ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল এসো, মুখে দেবে কিছু, তবে তার আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করে নাও, তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

কোনো অভিযোগ অনুযোগ নয়—সরাসরি ওকে আপন করে নিলো অ্যানজেল। ওর স্বভাবটাই ওইরকম—খুব বড় হৃদয়। আর টমকে সত্যিই ভালোবাসে।

বেহালায় নাচের সুর, গিটার বাজিয়ে গান গাইছে অ্যানজেল। ওর সাথে গলা মিলিয়েছে হুয়ান কার্লোস।

রোসাবেলাকে আমি নাচের প্রস্তাব দিলাম, এক পলক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো ও। দু-এক মিনিট নীরবে নাচলাম আমরা তারপর তালের ফাঁকে থেমে বললাম, 'তোমার সঙ্গে এভাবে চিরজীবন নাচতে পারবো।'

আমার চোখে চোখ রাখলো ও, দৃষ্টিতে খুশির ছটা, একটু বাদে বললো, 'তোমার খিদে পেয়ে যাবে।'

ডন লুকাসের সাথে আলাপ করলো বিল, আরো তিনজন মেকসিক্যান যোগ দিলো ওদের আলোচনায়। এরপর কার্লোস যখন জানালো মেকসিকানরা সমর্থন করবে অ্যানজেলকে, তখন ওরা অ্যানজেলকে মার্শাল পদে নিয়োগ করলো।

অ্যানজেল এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মেলালো 'আমরা সফল হয়েছি, নীল,' বললো ও, 'মায়ের বাড়ি হয়েছে ছোটরাও ভালো থাকতে পারবে এখানে।'

'বিনা রক্তপাতে, আশা করি।'

ও তাকালো আমার পানে। 'তাই। দিনকাল বদলাচ্ছে, নীল।'

সন্ধ্যের পর সবাই বিদায় নিলো, নিজের বাসা দেখতে মা ভেতরে গেলেন।

ওঁর পছন্দের জিনিস দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছি। একটা ঠাকুর্দার আমলের ঘড়ি বড় আয়নার ড্রেসিংটেবিল, খানকয়েক সুদৃশ টেবিল-চেয়ার, এবং একটা বিরাট চারপায়া খাট। তিন কামরার বাড়ি, পরে আরো হবে।

রোসাবেলাকে শকট অবধি এগিয়ে দিলাম আমি। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজন। 'আজ আমি সুখী,' বললাম ওকে।

'তোমার মাকে বাড়ি আনতে পেরেছো যে,' বললো ও। 'দাদু তোমার খুব প্রশংসা করেন।'

বেলাকে চলে যেতে দেখে অবার টাকার চিন্তা পেয়ে বসলো আমায়। প্রেমের সময় পকেটে টাকা থাকলে বল পাওয়া যায় মনে।

অথচ আমার হাত খালি। হ্যাঁ, বাড়ি একটা আছে বটে কিন্তু সেটাই তো সব নয়। সে-কালে জমির বিশেষ মূল্য ছিলো না, এমনকি গবাদি পশুরও নয়। আর নগদ টাকা তো দুষ্প্রাপ্য।

অ্যানজেলের প্রচুর দায়িত্ব, কাজেই টাকার ভাবনা আমাকেই ভাবতে হবে।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনোয় মন দিয়েছে অ্যানজেল। স্যার উইলিয়ম ব্ল্যাকস্টোন, মন্তে আর প্লুতার্কের বই জোগাড় করেছে। পুবের দুটো পত্রিকার গ্রাহক হয়েছে। এছাড়া মানুষের সঙ্গে নানা সময় আলাপ আলোচনায় জানছে অনেক কিছু। কেউ সাহায্য চাইলে বিমুখ করে না।

তবে এ-সবই পরের ব্যাপার—যে-রাতে ও সবাইকে প্রমাণ করলো মোরার প্রকৃত মার্শাল কে, তার পরের। ওই রাতে সে দায়িত্বভার নিয়ে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করে। সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

সন্ধ্যে নাগাদ অ্যানজেল শহরে ঢুকলো, বুকে মার্শালের ব্যাজ। রাস্তায় সেটলমেনট কোমপানির জনাকয়েক লোক তখন ঘুরঘুর করছিল। মার্শাল এ-শহরে নতুন, ওদের কাছে ব্যাপারটা কৌতুককর বলে মনে হলো তামাশা করবার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা।

প্রথমেই অ্যানজেল স্যালুনে ঢুকে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিলো। ইংরেজি আর স্প্যানিশ ভাষায় লেখা :

> এই শহরে গোলাগুলি নিষিদ্ধ
>
> কোনোরকম হট্টগোল, মারামারি বা ঝগড়া বরদাস্ত করা হবে না।
>
> মাতলামোর সাজা হাজতবাস।

কাউকে হয়রানি করা চলবে না।

রাস্তায় ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ।

শহররক্ষার প্রয়োজনে চাহিদামত প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে।

ইদানীং প্রায়শ রাস্তায় লোকজন হয়রানির শিকার হচ্ছে, চরম উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করেছে কিছু লোক—শেষ বিধিটি সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে।

বুলি বেন বেকার এক সময় জাহাজের খালাসি ছিলো। দাঙ্গাবাজ হিশেবে কুখ্যাতি আছে। অ্যানজেলের চাইতে ও কয়েক ইনচি লম্বা, ওজন দুশো চল্লিশ পাউনড। বুলি বেন সিদ্ধান্ত নিলো নয়া মার্শালকে বাজিয়ে দেখবে।

এক মুহূর্ত দেরি করলো না সে। নোটিশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, জোরে জোরে পড়ে ছিঁড়ে ফেললো।

উৎফুল্ল ভঙ্গিতে গানের কলি ভাঁজছে বেন, বারে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিয়েছে।

ওকে পাত্তা দিলো না অ্যানজেল, নোটিশটা তুলে ফের আটকে দিলো দরজায়, তারপর ঘুরে বেন বেকারের পেটে ঘুসি মারলো।

বুলি বেন এর জন্যে মোটেও তৈরি ছিলো না, লড়াইয়ের পূর্ব-প্রস্তুতি হিশেবে জঘন্য গালাগালে অভ্যস্ত সে অ্যানজেলের আচমকা মারে বেসামাল হয়ে পড়লো, শ্বাসকষ্টে হাঁ হয়ে গেল মুখ।

ঠাণ্ডা মাথায় ওর থুতনিতে জ্যাব করলো অ্যানজেল, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বেন। এ-ধরনের অপ্রত্যাশিত হামলা বেন হরহামেশা করে, কিন্তু অ্যানজেলের তরফ থেকে আশা করেনি।

বোতল উঁচিয়ে তেড়ে এলো সে। বাঁ-হাতে আক্রমণ ঠেকিয়ে, ডান হাতে অ্যানজেল ওর চোয়ালে মারলো। এরপর কলারে চেপে ধরে হিপ-থ্রো করলো। কটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়লো বেন, ওর উঠে আসবার অপেক্ষায় রইলো অ্যানজেল।

এ-যাবৎ অ্যানজেল সব কিছু হালকাভাবে নিচ্ছিল, যেন দায় সারছে। পুরো শক্তি ব্যবহার করেনি।

ওদিকে বেনের অবস্থা শোচনীয়, হকচকিয়ে গিয়েছে। চোয়াল ফেটে রক্ত ঝরছে, বোঁ-বোঁ ঘুরছে মাথা, তবু ওঠার প্রয়াস পেলো।

ওকে সুযোগ দিলো অ্যানজেল, তারপর বেন ঘুসি হাঁকাতে ওর কবজি চেপে ধরে কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলো। এ-বার উঠতে আরো সময় নিলো বেন। ও যখন মাঝপথে, ত্বরিৎ গতিতে আবার ওকে ধরাশায়ী করলো অ্যানজেল।

মেঝেতে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো বেন। 'মানছি,' বললো, 'তুমি লড়তে জানো।'

সে-আমলে খুব কম লোকই মুষ্টিযুদ্ধ জানতো। বুলি বেনের মতো হাতেগোনা লোকদের বাদ দিলে আর সবাই পিস্তল ছাড়া লড়াইয়ের কথা কল্পনাও করতো না। ইতিপূর্বে বেনের জিতবার কারণ ওর স্বাস্থ্য এবং জাহাজে থাকাকালে মারামারির অভ্যেস।

আমাদের গুরু বাবা, কর্নিশস্টাইল কুস্তিতে দক্ষ ছিলেন তিনি। দেশভ্রমণের সময় এক মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার কাছ থেকেই এর কৌশল রপ্ত করেছিলেন।

বেনের বুদ্ধি গুলিয়ে গিয়েছে। ওর শক্তি শত্রুতে পরিণত হয়েছে, জানা সব কৌশল নস্যাৎ করে দিয়েছে অ্যানজেল।

'কি, শখ মিটেছে ?' জিজ্ঞেস করলো অ্যানজেল।

'না,' বলে উঠে দাঁড়ালো সে।

এইবার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলো সে। এতক্ষণ অ্যানজেলের ভূমিকা ছিলো শিক্ষকের, এখন কঠোর হলো। বেন বেকার সোজা হতেই ওর মুখে জোড়াহাতে ঘুসি মারলো। অতিকষ্টে উঠে বাঁ-হাতে ওকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করলো বেকার, মাছের মতো বাউলি কেটে সরে গেল অ্যানজেল, পরপর তিনবার সজোরে আঘাত করলো ওর পেটে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, তারপর ডান হাতে থাবড়া মেরে ভেঙে ফেললো ওর নাক। এ-বার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললো মেঝে থেকে, আরো কয়েকটা ঘুসি মারলো নাকে-মুখে, হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বারের ওপর ফেলে বললো, 'এক পেগ হুইসকি দাও ওকে।' একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

সেই থেকে হাঙ্গামার হার অভাবিতভাবে কমে গিয়েছে। মাতালদের ধরে হাজতে পোরে অ্যানজেল, এবং সকালে আবার ছেড়ে দেয়।

অ্যানজেল চটপটে শান্ত, ফালতু কথায় সময় নষ্ট করে না। পয়লা হপ্তায় শহরসীমার ভেতর গোলাগুলির দায় দুজনকে হাজতে পুরেছে। পঁচিশ ডলার জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে প্রত্যেকের কাছ থেকে। দুজনই প্যানি রকের মাস্তান দলের সদস্য, অ্যানজেল ওদের শহর ছাড়বার নির্দেশ দিয়েছে।

বাথানের জন্যে রুইদোসোতে একশো গরু কিনেছিলাম আমি, বব আর ক্যাপ সয়্যারকে সঙ্গে করে একদিন নিয়ে এসেছি ওগুলো।

দোকান দেখাশোনার জন্যে একটা মেয়ে রেখেছে বিল ক্যানাভান। অ্যানজেলের পক্ষে সুপারিশ করতে বিল নিজের অধিকাংশ সময় ব্যয়

করছে। ব্যবসা উপলক্ষে যতবার সান্তা ফে, কাইমারন আর এলিজাবেথ টাউনে গিয়েছে অ্যানজেলের হয়ে জায়গামত তদবির করেছে, রাজ্য-বিধানসভায় ওর মনোনয়নের ব্যাপারে অনুরোধ জানাতে কোনোবারই ভোলেনি।

মোরায় মার্শাল নিযুক্তির এক মাসের মধ্যে খুন-জখমের হার কমে নেমে এসেছে একে। সেটলমেন্ট কোমপানির লোকজন এলিজাবেথ টাউন কিংবা লাস ভেগাসে সরে গিয়েছে। সকোরো থেকে সিলভার সিটি অবধি অ্যানজেলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

আরেকটি খুন হয়েছে খাসমহালে। নিহত লোকটা টোরেসের এক জ্ঞাতি ভাই, পিঠে গুলি খেয়েছিল। দুজন মেকসিক্যান কর্মচারী ইস্তফা দিয়ে ফিরে গিয়েছে স্বদেশে।

লাস ভেগাসে একজনকে হত্যা করেছে চিকো ক্রুয। ওই লোক সেটলমেনট আউটফিটের সদস্য ছিলো।

সকন্যা মোরায় উঠে এসেছে জোনাথন হার্সট। একটা বাড়ি কিনেছে ওখানে।

আমাদের গৃহপ্রবেশের দুহপ্তা বাদে রোসাবেলার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম আমি। দোরগোড়া থেকে আমাকে ওর দাদুর কাছে নিয়ে গেল ও। দারুণ রুগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে, বিছানায় শুয়ে আছেন।

'এসেছো, বাবা,' বললেন, প্রায় ফিসফিস করে। 'বাথান কেমন চলছে?'

আগ্রহভরে আমার কথা শুনলেন তিনি, বারদুয়েক অনুমোদনসূচক মাথা ঝাঁকালেন। তিন হাজার একর ঘেসো জমি আমাদের, সেচের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। ছোটখাটো বাথান হিশেবে মন্দ নয়।

'শুধু মালিক হলেই চলে না,' এক পর্যায় বললেন ডন, 'ধরে রাখার মতো শক্তিও চাই। নইলে সব হারাতে হবে।'

'শিগগিরই সেরে উঠবেন আপনি,' বললাম।

ক্লান্তভাবে হাসলেন তিনি, বুঝলাম উনি জানেন আমি সান্ত্বনা দিচ্ছি। সত্যি বলতে কি, ওঁর যা অবস্থা, এক মাসও টিকবেন কি না সন্দেহ।

জোনাথন হার্সট খাসমহাল নতুন করে জরিপের দাবি তুলেছে, জানালেন তিনি। তার অভিযোগ, ডন যে-পরিমাণ জমি নিজের দখলে রেখেছেন মহালের সীমানা নাকি তার চেয়ে ছোট। আসলে এটা তাঁকে হয়রানি করবার একটা নতুন কৌশল মাত্র, এবং বিপজ্জনক। কারণ আদিতে খাসমহালের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল মূলত বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়া আর খাঁজ ধরে। তেমন কোনো সুলিখিত নথিপত্র না থাকায় ইচ্ছে করলেই নিজের খেয়ালখুশিমত সীমানা নির্ধারণ সম্ভব। এখন হার্সট যদি তার নিজের কোনো লোককে সার্ভেয়র নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অনায়াসে ডনকে বাস্তু-ভিটে-ছাড়া করতে পারবে।

'চরম বিপদ আসছে,' এক পর্যায় বললেন তিনি। 'ভাবছি, ফাঁড়া না কাটা অবধি রোসাবেলাকে মেকসিকোতে পাঠিয়ে দেবো।'

মনে হলো কী যেন খোয়া যাচ্ছে আমার। মেকসিকোতে গেলে আর ফিরে আসবে না ও কারণ ডন এ-লড়াইতে জিতবেন না। জোনাথন হার্সটের নীতিবোধের বালাই নেই, কোনো বাধাই মানবে না সে।

টুপি হাতে নতমুখে বসে রইলাম আমি, ইচ্ছে হচ্ছে কিছু বলি,

কিন্তু রোসাবেলার মতো মেয়েকে দেবার মতো কী আছে আমার ? ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো। বাথান চালাবার খরচ আসবে কোত্থেকে তার নেই ঠিক, এ-অবস্থায় আর যাই হোক কোনো মেয়েকে, এমনকি সে যদি আমার কথা রাখেও, বিয়ের প্রস্তাব দেয়া শোভা পায় না, বিশেষত সেই মেয়ে যখন আমি সারা জীবনে যা দিতে পারবো তার চাইতে বহুগুণ স্বচ্ছল।

আমার হাত চেপে ধরলেন ডন, মুঠিতে জোর কমে এসেছে তাঁর। 'বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। খুব বেশি দিনের পরিচয় নয়, কিন্তু এর মধ্যেই তোমার মাঝে ভালো লাগার মতো অনেক গুণ দেখেছি। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে রোসাবেলা রইলো— পারলে ওর প্রতি খেয়াল রখো, বাবা।'

'ডন লুকাস, আ···আমিও তাই চাই। কিন্তু এখন আমি নিঃস্ব— বাথান চালাবার টাকা পর্যন্ত নেই।'

'বাছা, সংসারে আরো বহু জিনিস আছে। তোমার শক্তি আছে, যৌবন আছে, এ-মুহূর্তে ওগুলোরই প্রয়োজন বেশি। আহা, আজ যদি আমার শক্তি থাকতো···'

বড় কামরার টেবিলে এক সাথে খেতে বসলাম আমি আর রোসাবেলা। ইনডিয়ান পরিচারিকা পরিবেশন করছে। ভীষণ মন চাইছে রোসাবেলাকে আপন করে পেতে। কিন্তু কী করবো ? আমাদের মাঝখানে সর্বদা যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'শুনলাম, তুমি মেকসিকোতে যাচ্ছো ?'

'দাদুর তাই মত, নীল। এখানকার হালচাল ভালো নয়।'

'কেন—কার্লোস কী করছে ?'

'ওর আগের সে-তেজ নেই। তাছাড়া আজকাল যেন কিছুটা ভয় পায়।'

চিকো ক্রুয···

'তুমি চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে।'

'আমারও ইচ্ছে নয় যাওয়া, কিন্তু দাত্থর অবাধ্য হতে পারবো না। ও'র জন্যে চিন্তা হচ্ছে, তবে আমি গেলে বোধ করি উনি ঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবেন।'

'আমাকে দিয়ে কোনো সাহায্য?'

'না!' এত দ্রুত আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো যে ওর কথার অর্থ আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না। কী করতে হবে আমরা দুজনেই জানি: চিকো ক্রুযকে বরখাস্ত করে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু রোসাবেলা প্রয়োজনের কথা ভাবছে না, ভাবছে আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে, শঙ্কা বোধ করছে।

চিকো ক্রুয···

আমরা পরস্পরকে চিনি, এবং একে অন্যকে পছন্দ করি না।

কাজটা যদি করতেই হয় তো আমি নিজেই করবো। ডনের আশু নিরাময়ের সম্ভাবনা কম। এখনই সামলাতে না পারলে রোসাবেলাকে চিরতরে হারাবো।

এখানে কী ঘটছে বুঝতে পারছি। কার্লোস ভয় পায় ক্রুযকে এবং অন্যরা সেটা জানে, ফলে ওদের আনুগত্যে ভাটা পড়েছে। নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে এখানে। ক্রুযকে গায়ে পড়ে কিছু করতে হয়নি এ-জন্যে—ওর রক্ত পিপাসাই সন্ত্রস্ত করে তুলেছে সবাইকে। লোকটার ভেতরে একটা আস্ত শয়তান বাস করছে।

যা করবার এখুনি করতে হবে। খেতে খেতে পরবর্তী কর্মপন্থা ভাবতে লাগলাম।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত ধরলাম ওর···এই প্রথম বল পাচ্ছি মনে। 'বেলা, মন খারাপ করো না। আবার আসবো আমি।' তারপর সহসাই এতকালের চেপে রাখা বাসনাটা মুখ ফুটে বলে ফেললাম, 'বেলা···আমি···আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

দ্রুত বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে, শান-বাঁধানো উঠোনে বুটের খটখট শব্দ উঠছে। ঘোড়ার কাছে নয়, আমি যাচ্ছি হুয়ান কার্লোসের ঘরে।

মোটে তিন বছরে একটা লোক কী রকম বদলে যেতে পারে ভাবতেই অবাক লাগছে। তিন বছরে ? গেল কমাসের এই পরিবর্তন।

'হুয়ান···?'

'সিনর ?'

'এসো। চিকো ক্রুযকে বরখাস্ত করবো।'

ক্লান্ত চেহারায় টেবিলের ও-পাশে বসেছিল ও, মুখ তুলে চাইলো আমার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

'যাবে ?' আমার মনোভাব পড়তে চাইছে হুয়ান।

'বাধ্য করবো।'

আমরা একত্রে অ্যানটোনিও বেকার কামরায় গেলাম। পেট রোমেরো এবং আরো কয়েকজনের সাথে বসে তাস পিটাচ্ছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এখান থেকেই শুরু হোক। তুমি বলো ওকে।'

এক মিনিট ইতস্তত করলো হুয়ান, তারপর ঘরে পা রাখলো।

আমি অনুসরণ করলাম। 'বেকা, এই মুহূর্তে ঘোড়া নিয়ে এখান থেকে চলে যাও তুমি। আর কক্ষনো আসবে না।'

বেকা তাকালো ওর দিকে, পরক্ষণে চোখ পড়লো আমার প্রতি। 'কার্লোস কী বললো শুনেছো,' বললাম আমি, 'এর আগেও একবার আমার পিঠে ছুরি বসাতে চেয়েছিলে তুমি, সে-বার মাফ করে দিয়েছি—এ-বার আর রেহাই পাবে না।'

হাতের তাসগুলো পরিপাটিভাবে গুছিয়ে নামিয়ে রাখলো ও, চেহারায় পরাজয়ের ছাপ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'চিকোর সাথে কথা বলতে হবে আগে।'

'ওকে যা বলার আমরা বলবো—তুমি যাও।' আমার পকেট ঘড়িটা বের করে বললাম, 'পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।'

ওখান থেকে বেরিয়ে বারান্দার শেষ-প্রান্তে একটা অন্ধকার ঘরের সামনে এসে থামলাম আমরা। কার্লোস দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে একটা লণ্ঠন ধরালো। লণ্ঠনটা জানালার সামনে উঁচু করে ধরলো ও; আমি ঘরে ঢুকলাম।

অন্ধকারে বসেছিল চিকো ক্রুয। কার্লোস বললো, 'তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই, চিকো, তুমি চলে যাও···এখুনি।'

কালো শীতল চোখে একনজর কার্লোসকে দেখলো ও, তারপর আমার পানে তাকালো।

'এখানে গোলমাল চলছে,' আমি বললাম, 'তুমি আসায় সেটা আরো জটিল হয়েছে।'

'বাধ্য করবে?' সতর্ক দৃষ্টিতে আমাকে জরিপ করছে ও।

'তার দরকার হবে না—তুমি এমনিতেই যাবে।'

ওর বাঁ হাত টেবিলে, একটা '৪৪ টোটা নাড়াচাড়া করছে আন-মনে, ডান হাত কোলের ওপর।

'তোমাকে বলেছিলাম, একদিন আমরা মুখোমুখি হবো।'

'ও-সব কথার কথা। হুয়ান তোমাকে জবাব দিয়েছে। এই কামরাটা আমাদের দরকার।'

'কিন্তু আমার যে থাকতে মন চাইছে।'

'অসম্ভব,' কঠিন শোনালো কার্লোসের গলা, ফিরে পাচ্ছে সাহস। 'তুমি যাবে···এবং আজ রাতেই।'

ওকে উপেক্ষা করলো ক্রুয। ওর চোখ আমার দিকে। 'সিনর, তোমাকে খুন করবো।'

'বোকা।' হালকা সুরে বললাম আমি, চোখের পলকে টেবিলের সামনের প্রান্তে ঝেড়ে লাথি মারলাম টেবিলটা নড়ে উঠলো, গা বাঁচাতে উঠে পিছিয়ে যাবার প্রয়াস পেলো ও, চেয়ারের পায়ায় বেধে মেঝেতে পড়ে গেল। হাত বাড়ালো পিস্তলের দিকে, কিন্তু আমি লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলাম। চকিতে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে তুললাম মেঝে থেকে, পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের ছেড়ে দিলাম।

ও জানে আমি পিস্তল ব্যবহারে পটু, এবং সেটাই প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু আমি ওকে মারতে চাইনি। কবজি ডলছে চিকো, আমার দিকে চেয়ে আছে অপলক, র‍্যাটলসাপের মতো।

'যাও, ক্রুয।'

বাংকের ধারে গিয়ে ইতিমধ্যে ওর জিনিসপত্র স্যাডলব্যাগে ভরতে শুরু করেছে কার্লোস, বিছানা গুটিয়ে ফেললো। এখনো কবজি মালিশ

করছে চিকো।

'আমি চলে গেলে ওরা হামলা করবে,' বললো ক্রুয। 'তাই চাও তোমরা?'

'না, তবে ঝুঁকিটা নেবো। কিন্তু তোমাকে রাখতে পারবো না, চিকো। তোমার মাঝে শয়তান বাস করে।'

'তোমার মাঝে করে না?' কটমট করে আমার পানে তাকালো ও।

'করতে পারে, জানি না···আমিও থাকছি না এখানে।'

বাইরে খুরের শব্দ হচ্ছে, আড়চোখে চেয়ে দেখলাম চিকোর ঘোড়া নিয়ে আসছে পেট রোমেরো।

চিকো দরজার কাছে গিয়ে আবার তাকালো এ-দিকে। 'আমার পিস্তল?' বলে স্যাডলে চাপলো।

'পাবে।' পিস্তলটা ফেরত দিলাম ওকে, গুলি সমেত।

ভাঁজ ভেঙে চেমবারের দিকে কৌতূহলভরে তাকালো ও। তার-পর বন্ধ করে ভাবলেশহীন মুখে দেখলো আমাকে।

কয়েক সেকেনড ওভাবেই রইলাম আমরা, জানি না কী ভাবছে ও আমাকে ঘৃণা করবার কারণ আছে ওর, খুন করতেও চায় নিশ্চয়ই —কিন্তু নীরবে কেবল তাকিয়ে থাকলো, আমার পিস্তল তখন হোল-সটারে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সে। 'আমাদের মোকাবেলা হবে না, সিনর, তোমাকে ভালো লেগেছে আমার,' বললো চিকো।

ওর খুরের আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া অবধি হুয়ান কার্লোস আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে।

•

তেরো

এক নয়া হাতিয়ার নিয়ে এসেছে জোনাথন হার্সট, যে-কোনো আগ্নে-য়াস্ত্রের চেয়ে ভয়ঙ্কর। ছাপাখানা নিয়ে এসেছে।

খবরের আশায় চাতকের মতো বসে থাকে এ-দেশের মানুষ। পড়বার সামগ্রী এখানে নিতান্ত অপ্রতুল। এই অবস্থায় লোকে সংবাদপত্র পড়বে, এবং সব সত্যি বলেই বিশ্বাস করবে।

অধিকাংশ পাঠক একবার চিন্তাও করে দেখে না, লেখক, বা সংবাদপত্র মালিকের নিজস্ব কোনো ধ্যানধারণা থাকতে পারে—তার কলম সেই আদর্শ প্রচারের হাতিয়ার মাত্র। কিংবা যে-বিষয়ে লিখছে তার ওপর যথেষ্ট তথ্য তার কাছে নেই।

হার্সটের ছাপাখানার খবর সবার আগে পেয়েছিলেন ডন লুকাস। নাতনিকে তিনি দেশের বাইরে পাঠাতে চাইবার পেছনে এটাও একটা কারণ: মানুষকে খেপিয়ে তুলবার জন্যে খবরকাগজের বাড়া অস্ত্র আর হয় না।

আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমার কাছে চার হাজার একর জমি বিক্রির দলিল করেছেন। ওই জমি আমার বাথানের লাগোয়া। পরিকল্পনাটা তাঁর, আমি হ্যানডনোট লিখে

দিয়েছি।

'এতেই চলবে, বাবা। তোমার কথার দাম আছে।' সে-দিন তিনি উঠে বসেছেন। হাসলেন ম্লানভাবে। 'তবে সব চেয়ে বড় কথা, জমিটা ওরা কেড়ে নিতে পারবে না।'

এই সঙ্গে তিনশো গরু কিনেছি আমি। দুটো খতই রোসাবেলার কাছে পরিশোধযোগ্য।

ডন বিপাকে পড়েছেন, কিন্তু বুদ্ধি হারাননি। জানেন, চরম সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে। পরাজয় জোনাথন হার্সটকে উন্মাদ-প্রায় করে তুলেছে, একটা লঙ্কাকাণ্ড না বাধিয়ে থামবে না। এতে যদি সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়, পরোয়া নেই।

তার লোকজন লাস ভেগাসে তাদের ঘাঁটি স্থানান্তর করেছে। তবে এলিজাবেথ টাউন আর কাইমারনে কয়েকজন রয়েছে এখনো। ওইসব জায়গায় নিত্যনতুন হাঙ্গামা বাধাচ্ছে ওরা। কিন্তু ডন চতুর খেলোয়াড়, আমার কাছে জমি গরু বেচে নিশ্চিন্ত হয়েছেন ওগুলো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। উপরন্তু, আমার ওপর তাঁর আস্থা রয়েছে, নিশ্চিত রোসাবেলাকে ঠকাবো না।

আজকাল অ্যানজেলের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। সব মিলে আমাদের বাথানে এখন এক হাজার কচি গরু রয়েছে সময়ে এগুলোর দাম চড়বে। আগামী তিনবছরে কিছু বিক্রির পরিকল্পনা নেই আমার, এর ভেতর, আশা করছি, নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবো।

অ্যানজেল আর ছোট ভাইদের সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করেছি। ওরা একমত। বড় বাথান চালাবার কলাকৌশল আমাদের জানা নেই। আমার ইচ্ছে যে-সব জমি ব্যবহার করছি সেগুলোর দলিলপত্র

ঠিক রাখা, অল্পসংখ্যক কিন্তু মোটাতাজা গরু পালা—যাতে সহজেই বেচা যায়। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, ভালো গরুর ভালো দাম মেলে।

রোসাবেলা চলে গিয়েছে।

ডন কিছুটা সুস্থ, তবে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মহালে, পুবদিকের একটা উপত্যকায় দখলদারেরা আসন গেড়েছে। হার্স্ট জোরেশোরে নিজের ঢাক পেটাচ্ছে তার কাগজে। ফলে আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

অ্যানজেল শেরিফ হয়েছে, টমকে সহকারী হতে অনুরোধ জানিয়েছে সে।

আমাদের বাথান ভালো চলছে, মুঠোয় রয়েছে সব কিছু। টাকার দরকার, নিজের বলে আমার কিছু করবার ইচ্ছে থাকলে এখনই তার সময়। বাথানের সব কাজই ছোট ভাইয়েরা পারে। ডন লুকাসের ঋণ শুধতে হবে, তাই টাকার জোগাড়ে নেমে পড়লাম।

বাথানে বেড়াতে এলো ক্যাপ সয়্যার। ঘোড়া থেকে নেমে, সিঁড়ির ধাপে আমার পাশে এসে বসলো।

'ক্যাপ,' বললাম আমি, 'মনটানায় গিয়েছো কখনো?'

'হ্যাঁ, চমৎকার জায়গা। প্রচুর বন-জঙ্গল, পাহাড়। ভার্জিনিয়া সিটি ছাড়া আর কোথাও জনবসতি বিশেষ নেই। সোনার খনি পাওয়া গিয়েছে।'

'সে তো বছর কয়েক আগের ঘটনা।'

'এখনো কাজ চলছে।' বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালো

ক্যাপ। 'কেন, যাবে?'

'টাকার দরকার। দেনায় ডুবে আছি, ক্যাপ। কারো কাছে ঋণ থাকাটা আমার একদম নাপছন্দ। ভাবছি, উত্তরে গেলে কেমন হয়, একটা কিছু হিল্লে হতেও তো পারে। আসবে তুমি?'

'গেলে মন্দ হয় না। এখানে শুধু শুধু বসে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে।'

এরপর আমরা টম ওয়াটকিনসের কাছে গেলাম। টম ইদানীং মদে ডুবে থাকে। একটা বাথান কিনেছে, আমাদেরটা থেকে দশ মাইল দূরে। কিছু ভালো ঘেসো জমি আছে, বাসাটাও সুন্দর, কিন্তু কেমন যেন ছন্নছাড়া ভাব—অন্তত টমের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর গরু ব্যবসায়ীর পক্ষে বেমানান।

'সম্ভব নয়' বললো সে 'অ্যানজেল আমাকে ডেপুটি শেরিফের পদটা নিতে বলেছে, আমি নিচ্ছি না। আসছে নির্বাচনে নিজেই দাঁড়াবো শেরিফ পদে।'

'তোমায় পেলে ওর সুবিধে হতো,' বললাম আমি। 'আজকাল সৎলোক পাওয়া মুশকিল।'

'নিকুচি করি,' কর্কশ গলায় বললো টম। 'ওরই তো বরং আমার জুনিয়র হবার কথা। যোগ্যতাবলে কাজটা আমার পাওয়া উচিত ছিলো।'

'হতে পারে। কিন্তু তুমি তো, ভাই, তোমার সুযোগ পেয়েছিলে।'

চেয়ারে বসলো সে, উদাসভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলো।

সয়্যার উঠে পড়লো। 'চলে এসো,' বললো সে, 'সোনা না পেলেও ক্ষতি নেই, দেশ ঘোরা হবে।'

'ধন্যবাদ,' বললো ও, 'আমি থাকছি।'

ঘোড়ায় চড়লাম আমরা, টম হাত রাখলো আমার স্যাডলে। 'নীল,' বললো সে, 'তোমার ওপর আমার ক্ষোভ নেই। 'তুমি ভালো ছেলে।'

'অ্যানজেলও তাই, টম। ও তোমাকে পছন্দ করে।'

না শুনবার ভান করলো টম। 'ভালো থেকো। বিপদে পড়লে খবর দিও, আমি আসবো।'

'থ্যাংকস। তোমার কোনো অসুবিধে হলেও জানিও, কেমন।'

আমরা বিদায় নেবার পরও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো সে। অনেকটা গিয়ে আবার যখন পেছন ফিরলাম, তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

'ক্যাপ,' বললাম আমি, 'এই প্রথম টম ওয়াটকিনসকে দাড়ি না-কামানো অবস্থায় দেখলাম।'

পোড়খাওয়া চোখে আমাকে একনজর দেখলো ক্যাপ। 'তাই বলে পিস্তল সাফ করতে ভুলবে না।'

সবুজ পাহাড়ে সোনালি অ্যাসপেনের বসতি। 'আর দুহপ্তার ভেতর বরফ পড়া শুরু হবে—কান বধির হয়ে যাবে,' মন্তব্য করলো সয়্যার।

ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, রোজ সকালে মোষ-শিকারী নেকড়ের মতো বাতাসের ঘ্রাণ নেয়। প্রাণের জোয়ার জেগেছে ক্যাপের মাঝে, আমিও সজীব হয়ে উঠেছি। বোধ হয় এ-জন্যেই আমার জন্ম—রুক্ষ প্রান্তরে কেবলই চলা।

ডুরাংগোর এক বাথানে দুহপ্তা চাকরি করেছি আমরা। তারপর পশ্চিমে, অ্যাবাজো মাউনটিনসের দিকে সরে গিয়েছি। এই পর্বত-

মালার আরেক নাম নীলগিরি। বিশাল এলাকা, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পার্বত্যাঞ্চল। সময় সময় দাবানল চোখে পড়ে, রাতে পাইনের সুশীতল ছায়ায় ক্যামপ করি।

সীমাহীন অন্ধকারে আমাদের ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডই একমাত্র আলো। যে-দিকে তাকাই রাতের কালো পর্দা আর নক্ষত্রমণ্ডল। কফির সুবাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, পোড়া লাকড়ির গন্ধ আনে উষ্ণ আমেজ। নীল-গিরিতে আমরা তিনদিন ছিলাম, কোনো ঘোড়সওয়ার চোখে পড়েনি। হরিণ, বেড়াল, বা ভালুকের ট্র্যাক ছাড়া আর কারো চলাচলের আভাস পাইনি।

পেশোতে আমি স্টেজগার্ডের কাজ পেয়েছিলাম, শটগান রাইডার। ক্যাপ সয়্যার চালক। দুমাস কাটিয়েছি ওই স্টেজের সাথে।

এই দুমাসে মোটে একবার স্টেজ লুটের চেষ্টা হয়েছিল। মনে হচ্ছে আমার নাম ছড়িয়ে পড়ছে দিন-দিন। ওদের প্রয়াস সফল হয়নি, গুলি করে ভাগিয়ে দিয়েছি আমি।

ঝড় ওঠায় সাউথ পাস সিটিতে আটকে পড়েছিলাম আমরা। এখানেই কাগজ মারফত জেনেছি, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে অ্যানজেল। এত অল্প বয়েসে রাজনীতিতে এগিয়ে আসায় ওকে সাধুবাদ জানিয়ে ওরা বলেছে, দেশের কাজে এখন প্রতিটা তরুণের এগিয়ে আসা উচিত। ওর চেয়ে কম বয়েসে উইলিয়ম পিট ইংল্যানডের চ্যানসেলর হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁর ইতালি অভিযান শেষ করেন এই বয়েসে।

নেপোলিয়নের ওপর জোমিনির একটা বই সম্প্রতি পড়েছি আমি। রোমান লিজিয়ন সম্পর্কে ভেজিটাসের লেখাও পড়েছি। বেশির ভাগ

ক্ষেত্রে সস্তা রোমাঞ্চোপন্যাস পড়তে হয়, এ-দেশে ওগুলোই সহজ-লভ্য। বুল ডারহাম কোমপানির কাগজের মলাটে-বাঁধাই ক্লাসিকস মাঝেমধ্যে হাতে আসে। পশ্চিমের প্রায় সর্বত্র এগুলো মেলে। তিনশো ষাটটির সিরিজ। অনেক কাউহ্যানডেরই পুরো সিরিজ পড়া।

পাহাড়ী ঝরনার ধারে ক্যামপ করি আমরা, মাছ ধরি, শিকার করি, বেঁচে থাকি। ব্ল্যাকফিট আর সুকসদের সাথে দুবার লড়াই হয়েছে। এমনি এক লড়াইতে আমার কান জখম হয়, ক্যাপ হারায় তার ঘোড়া। শেষ-পর্যন্ত অ্যাপালুসায় চেপে দুজনে ল্যারামিতে পালিয়ে আসি।

বসন্ত সমাগত, প্রকৃতিতে ঋতুপরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে, আমরা উত্তরে চলেছি। ইডাহোতে একটা ক্রীকের জন্যে ক্লেইম ফাইল করেছি, কিন্তু কিছুই আমাকে ধরে রাখতে পারছে না আর। খাওয়া-পরার অভাব নেই, খানিকটা সঞ্চয় হয়েছে। ফার বেচে ভালো টাকা পেয়েছিলাম, ঋণের এক কিস্তি পরিশোধ করেছি আমি, বাকিটা পাঠিয়ে দিয়েছি বাড়িতে।

আমরা যেখানে ক্লেইম করেছি তার কাছেই একটা ছোট শহর। ঠিক শহর বললে, বোধ করি, বাড়িয়েই বলা হবে—গুটিকয়েক কাঠের বাড়িঘর আর একটা স্যালুন। নাম, রোজ-মেরি। দশাসই চেহারা মালিকের। চৌকো মুখ, একমাথা তেলহীন রুক্ষ লাল চুল, কুঁতকুঁতে নীল চোখ। আমাদের দেখে চওড়া হাত দুখানা বারের ওপর রেখে চোখ কুঁচকে তাকালো সে। নবাগত দুই খদ্দেরের ওজন বোঝার চেষ্টা করছে, ওর আঙুলের গাঁটে পুরোনো ক্ষতচিহ্ন মুষ্টিযুদ্ধের স্বাক্ষর।

'কী চাই ?'

'আলমারির বোতলটা বের করো,' বললাম আমি, ওটা থেকে নিজের জন্যে ওকে পানীয় ঢালতে দেখেছি। 'এক পেগ করে ওই বার্বন দাও।'

'পিপের মদ নিতে হবে।'

'না।'

'ওটা নিজে খাবো বলে রেখেছি।'

পেছনের একটা টেবিলে বসে আছে দুজন, জরিপ করছে আমাদের। একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়লো। ওরা বিনে পয়সায় খাচ্ছে। কেন জানি মনে হলো লোক দুটো এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। কিন্তু ওদের কাজের ধরন কী, ভেবে কূলকিনারা পেলাম না।

'আমার নাম ব্র্যাডি,' বললো লাল-চুল, 'মার্টিন ব্র্যাডি।'

'ভালো,' বললাম আমি, 'সব মানুষেরই একটা নাম থাকা উচিত।'

পাওনা চুকিয়ে ফিরবার উদযোগ করলাম আমরা। 'বোতলটা রেখো। পিপের ওই বেনো মাল আমরা আগেও চেখেছি।'

তিনদিন খেটেও যখন কিছু পেলাম না, মুষড়ে পড়লাম আমি। 'ক্যাপ,' বললাম, 'আমাদের খাটুনি কি মাঠে-মারা যাবে ?'

সয়্যার তার হ্যাট পেছনে ঠেলে দিলো। 'এত জলদি হতাশ হচ্ছো কেন ? এসো, একটা জিনিস দেখাচ্ছি,' নদীর একটা প্রাচীন খাত দেখালো সে, 'কয়েকশো বছরের পুরোনো। আমার ধারণা ওখানে মিলতে পারে। পেলে বুঝতে হবে ওই পাড়ের নিচে খনি আছে।'

পাড়ে গাছ কেটে আমরা একটা নালা আর স্ল্যুস বকস বানালাম। গামলার পানিতে কেবল বালু ছাঁকলেই খনি সন্ধানের কাজ শেষ

হয় না। ওভাবে যেটুকু সোনা পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করা সম্ভব কোনো বাথানে কাজ করে।

প্রথমে খুঁজে বের করতে হয় সোনার কুঁচি এবং তারপর একটা জায়গা বেছে নিয়ে মাটি খুঁড়ে কঠিন শিলাস্তরে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। খোঁড়ার সময় শিলাস্তর থেকে যে-সব নুড়িপাথর মাটি উঠে আসে, সেগুলো ছাঁকতে হয়। সোনা ভারি জিনিস বলে নরম মাটিতে থাকতে পারে না, ক্রমশ নেমে গিয়ে শিলাস্তরে আশ্রয় নেয়।

যখন ছফুট নিচে গেলাম, কিছু সোনার সন্ধান পেলাম আমরা। আজকাল রাত জেগে পড়াশুনো করি আমি। হাতে যা আসে তাই পড়ি, এতে বহুকিছু শিখছি, জানছি।

আমাদের পাশের ক্লেইমটা যার, তার নাম ক্লার্ক। আমাকে গোটা-কয়েক বই পড়তে দিয়েছে সে।

এক রাতে ক্লার্ক আমাদের ক্যামপফায়ারে বেড়াতে এলো। 'ক্যাপ, তোমার রান্নার হাতটা ভারি চমৎকার। আমার জিভে লেগে থাকবে।'

'চলে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, কাল। বাড়ি যাবো। বউ-ছেলেমেয়ের কাছে। দেশে থাকতে ছ-সাত বছর পরের দোকানে কাজ করেছি—এ-বার নিজে দেবো।'

'সাবধানে থেকো,' বললো ক্যাপ।

আড়চোখে চারপাশ দেখলো ক্লার্ক, তারপর খাদে নামালো গলা। 'খুনের ব্যাপারে কিছু শুনলে?'

'উইলটনের লাশ গত হপ্তায় পাওয়া গেছে,' আমি বললাম। 'মাটি চাপা দিয়েছিল কিন্তু কয়োট খুঁড়ে বের করেছে।'

'ওর সাথে আলাপ ছিলো।' আরেক প্লেট মাংসভাজা নিলো

ক্লার্ক। 'শোনা যায় প্রচুর টাকাপয়সাও ছিলো উইলটনের কাছে—তবে হাবভাবে বোঝা যেতো না সেটা।'

কয়েকদানা মটরশুঁটি গালে পুরলো সে। 'ওসমান, শুনি তুমি নাকি ভালো পিস্তল চালাতে পারো?'

'মোটামুটি।'

'তোমরা যদি আমার সঙ্গে আসো, মাথাপিছু একশো ডলার পাবে।'

'অঙ্কটা মন্দ নয়, কিন্তু আমাদের ক্লেইমের কী হবে?'

'এই টাকাই আমার সব। ডিকি আর ওয়েলসের সাথে কথা হয়েছে, বিশ্বস্ত লোক, ওরা তোমাদের জায়গা পাহারা দেবে।'

ক্যাপ তার পাইপ ধরালো, সবার জন্যে কাপে কফি ঢাললাম আমি। ক্লার্কের আশঙ্কা অমূলক নয়। এমনিতে এখানে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। কাছেপিঠের প্রায় সব মাইনারই রোজ-মেরিতে জুয়ো খেলে, কোনো হামলা হয় না তাদের ওপর। কিন্তু টাকা নিয়ে কেউ সরে পড়তে চাইলে চোরাগোপ্তা গুলিতে মারা পড়ে।

ক্লার্ক,' বললাম আমি, 'ঠিক আছে যাবো তোমার সাথে—তুমি টাকা না দিতে পারলেও যাবো।'

উঠে পড়লাম। 'ক্যাপ, আমি শহরে যাচ্ছি, মার্টিন ব্র্যাডির সাথে কথা আছে।'

ক্লার্কের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'পাগল নাকি!'

'আমি চোরের মতো পালাতে চাই না, ক্লার্ক। ওকে বলবো কাল সকালে আমরা চলে যাচ্ছি—কেউ পেছনে লাগলে তার কপালে দুঃখ আছে।'

আমি যখন রোজ-মেরিতে ঢুকলাম, জনাতিরিশেক লোক আড্ডা মারছে। অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে আমার কাছে এলো ব্র্যাডি। 'বার্বন শেষ,' বললো সে, 'বার হুইসকি নিতে পারো।'

'আমি আজ অন্য কারণে এসেছি, ব্র্যাডি। জিম ক্লার্ক তার সব সোনা নিয়ে কাল চলে যাচ্ছে।'

ঘরে একটা সুঁচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে এখন। সবাইকে শুনিয়ে কথাগুলো বলেছি। দাঁতের ফাঁকে সিগার নাচাচ্ছে ব্র্যাডি, চোখের আশপাশ শাদা হয়ে গিয়েছে। বারের পেছনে-বসা দুই মাস্তানের ওপর নজর রাখছি আমি।

'আমাকে বলছো কেন?' এরপর কী আসছে জানে না, কিন্তু বুঝতে পারছে সেটা পছন্দ হবে না ওর।

'কেউ যদি ভাবে উইলটন বা জ্যাকের মতো ওকেও খুন করবে,' বললাম আমি, 'তবে ভুল করবে। বুঝলে, ব্র্যাডি, ক্লার্ক তার সোনা নিয়েই যাবে এখান থেকে।'

'ভালো।' আবার সিগার নাচালো ব্র্যাডি, চোখে স্পষ্ট ঘৃণা।

পেছন ফিরলো সে কিন্তু আমার বলা শেষ হয়নি তখনো।

'ব্র্যাডি?'

ধীরে ধীরে ঘুরলো সে।

'ক্লার্ক পারবে, কারণ আমি থাকছি তার সঙ্গে। ওকে পৌছে দিয়ে ফিরে আসবো।'

'তো?' বারের প্রান্তে বিশাল দুহাত রাখলো ব্র্যাডি। 'কী বলতে চাইছো?'

'বলতে চাইছি, পথে কোনো ঝামেলা হলে আমি তোমার নাম-

নিশানা মুছে দেবো।'

কেউ সশব্দে নিশ্বাস ছাড়লো। রাগে শাদা হয়ে গিয়েছে মার্টিন ব্র্যাডির মুখ। 'চোর বলছো আমাকে?' পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর দুহাত। 'প্রমাণ করো।'

'প্রমাণ করবো? কার কাছে? সবাই জানে খুনজখমের পেছনে তোমার হাত আছে। এখানে কোনো কোর্ট নেই, ইচ্ছে করলে পিস্তলে ফয়সালা করতে পারো।'

কিছুই ঘটলো না। আমাকে খুন করা ছাড়া মার্টিন ব্র্যাডির সামনে কোনো পথ খোলা নেই, কিন্তু সাহস পেলো না সে। ক্লার্ককে স্টেজে তুলে দিয়ে খনিতে ফিরে এলাম।

শিলাস্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আমরা। আর তর সইছে না বাড়ির জন্যে মন কেমন কেমন করছে। বারবার রোসাবেলাকে মনে পড়ছে আমার।

খনিতে ফিরে দেখলাম বব ওয়েলস বসে আছে, কোলের ওপর রাইফেল। 'ব্র্যাডি এভাবে ছেড়ে দেবে ভাবিনি,' বললো সে।

ডিকি তার খনি থেকে এলো, সঙ্গে আরো কজন। ওদের মধ্যে দুজনকে সে-রাতে রোজ-মেরি স্যালুনে দেখেছিলাম।

'আমরা ঠিক করেছি,' বললো ডিকি, 'তোমাকে মার্শাল বানাবো।'

'না।'

'তুমিই বলো তাহলে, কাকে করা যায়?' জিজ্ঞেস করলো বব ওয়েলস। 'সোনা পাওয়ায় আরো লোক আসবে এখানে। কিন্তু এ-রকম অরাজকতা থাকলে ব্যবসা জমবে না।'

ওর বক্তব্যে সায় দিলো অন্যরা, এক পর্যায়ে ডিকি বললো, 'ওস-

মান, আমার মতে এটা তোমার নৈতিক দায়িত্ব।'

লেখাপড়া জানবার অসুবিধেটা কোথায় বুঝতে পারছি এইবার। লক, হিউম, জেফারসন, ম্যাডিসন, এঁদের লেখা নৈতিকতা, জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে আমার মাঝে।

উগ্রতা অমঙ্গল বয়ে আনে, কিন্তু মানবাধিকারের প্রতি যাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পড়লে বাস্তবিক মানবসভ্যতা হুমকির সম্মুখীন হয়।

এ-জন্যেই পুবের লোকেরা বিনা রক্তপাতে গোলযোগ মেটাবার পক্ষে ওকালতি করে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে পুলিস ডাকে ওরা, আইনের আশ্রয় নেয়।

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'তবে দুটো শর্তে : এক, ওরা দূর হলে দায়িত্বটা আর কেউ নেবে। দুই, মার্টিন ব্র্যাডির সম্পত্তি কিনবার জন্যে তোমরা টাকা তুলবে।'

'টাকা? তাড়িয়ে দাও ব্যাটাকে?'

কে চেঁচালো জানি না, তবে আমি স্পষ্ট গলায় জানালাম, 'বেশ, তুমি তাড়াও।'

চুপ মেরে গেল ওরা, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। কেউ এগিয়ে আসছে না দেখে আবার বললাম, 'তাড়িয়ে দিলে আমরাই-বা ভালো হলাম কীসে।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো ওয়েলস, 'দেবো টাকা।'

'টাকা দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই,' বললাম আমি, 'তবে আমরা প্রস্তাব দেবো। এরপর ভালোমন্দের দায়দায়িত্ব ওর নিজের।'

পরদিন শহরের মুদিখানার সামনে ঘোড়া থেকে নামলাম আমি।

বাতাসে ধুলো উড়ছে রাস্তায়, ফুটপাতে নেচে বেড়াচ্ছে গাছের শুকনো পাতা। হু-হু করে উঠলো আমার মন। রাস্তার পানে তাকিয়ে অনুভব করলাম শহরটা মরে যাবে।

এখানে যাই ঘটুক না কেন, আমি যা করতে চাই সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই শহরের না হলেও মানুষের কল্যাণ হবে—কারণ ন্যায় থাকছে তাতে। শক্তিবলে কখনো ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না, আর যে-শক্তি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় তা হয়ে উঠে অশুভ। পশ্চিমের জীবন বদলে যাচ্ছে। আগে তারা ভিজিলেনস পার্টি গঠন করতো, এখন মার্শাল নিয়োগ করছে। এর পরের ধাপেই আসবে জাজ কিংবা মেয়র।

মার্টিন ব্র্যাডি ঢুকতে দেখেছে আমাকে। বারে-দাঁড়ানো তার দুই কর্মচারীও দেখেছে। ঈষৎ সরে গিয়েছে একজন, যাতে পিস্তল বের করতে বারের কানায় বেধে না যায়।

মোটেও উত্তেজনা বোধ করছি না আমি, শান্ত সতর্ক ভাব। চারপাশের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'ব্র্যাডি, লোক বাড়ছে এখানে। স্কুল, চার্চ এগুলোর জন্যে জায়গা দরকার। ওরা নিরিবিলি শহর চাইছে, সন্ধ্যের পর দুদণ্ড আরামে বেড়াতে চায়।'

অপলক তাকিয়ে আছে ও, সম্ভবত আমার আগমনের হেতু বুঝতে পেরেছে। সহসা মার্টিন ব্র্যাডির জন্যে দুঃখ অনুভব করলাম; অবশ্যি এদের সংখ্যাই বেশি, উগ্রতার চেয়ে অসতের প্রতি মানুষের সহনশীলতা বেশি। অবৈধ জুয়া, রাহাজানি, ডাকাতি তারা সহ্য করতে রাজি। কিন্তু উগ্রতাকে মানতে চায় না—এমনকি সে-উগ্রতা যদি সমাজকে কলুষতা মুক্ত করতে চায় তবু নয়।

অন্যায় অশুভের বিরুদ্ধে সে-কালেও মানুষ সোচ্চার ছিলো, কিন্তু জীবনের তাগিদেই এর আশ্রয় নিতে হতো পরিশ্রমী মানুষদের। কঠিন মানুষের আনন্দ উপভোগের ধারাও রুক্ষ উগ্র হতে বাধ্য। ভালো-মন্দ সমাজের সব স্তরের লোক আসতো এখানে। সীমান্ত তাদের পরিচয় জানতে চাইতো না, বরমাল্য দিতো শক্তিমানের গলায়।

পশ্চিমের এ-রকম অজশহর গড়ে তুলতে বোধ হয় মার্টিন ব্র্যাডির মতো তস্কর লোকদের প্রয়োজন আছে। একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগলো আমার মনে। এই স্যালুন আর শহরটার নাম ও রোজ-মেরি রেখেছে কেন?

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মার্টিন, লোকসংখ্যা বাড়ছে। তুমি নানাভাবে তাদের ঠকাচ্ছো। খুন করতেও বাধছে না। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, প্রাণসংশয় দেখলে মানুষ খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়।'

'ভণিতা ছাড়ো, ওসমান—কী বলবে বলে ফেলো।'

'ওরা আমাকে মার্শাল নির্বাচন করেছে।'

'তো?'

'দোকান বেচে তুমি চলে যাও, মার্টিন। ভালো দাম পাবে।'

বাঁ-হাতে সিগারটা দাঁত থেকে নিয়ে হাতখানা বারের ওপর রাখলো সে।

'যদি না যাই?'

'আর কোনো রাস্তা নেই তোমার।'

মুচকি হেসে ও ঝুঁকে এলো আমার দিকে যেন নিচু স্বরে কিছু বলবে, চোখের পলকে জ্বলন্ত সিগার দিয়ে ছ্যাঁকা দিলো হাতে।

ঝট করে সরিয়ে নিলাম হাত, কৌশলটা টের পেতে দেরি হওয়ায়

পা দিলাম ওর ফাঁদে। ওই তুই পিস্তলবাজ নিশ্চয়ই এই কায়দার সাথে পরিচিত, ওরা গুলি চালালো।

তপ্ত সীসের আঘাতে প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে সরে গেলাম বার থেকে, আরো দুটো গুলি আঁচড় কাটলো বারের কানায়, এক মুহূর্ত আগে ওখানেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

আরেকটা গুলি লাগলো, পড়ে যাচ্ছি আমি কিন্তু পিস্তল চলে এসেছে হাতে, মেঝেতে ডিগবাজি দিয়ে দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে নিশানা করলাম।

চূড়ান্ত মারের জন্যে ও এগিয়ে আসছিল আমার দিকে, কপালে শিবনেত্র তৈরি হলো, জমে গেল মৃতবৎ, ঘুরে লুটিয়ে পড়লো।

উঠে পড়লাম আরেক গড়ান দিয়ে, চোখের কোণে ধরা পড়লো বারে দুহাত রেখে মার্টিন ব্র্যাডি তামাশা দেখছে, মুখে সিগার।

আগুন ধরে গিয়েছে আমার শার্টে, তবু সময় নিয়ে গুলি করলাম অপর জনকে, দ্বিতীয় বুলেটে ওর দাঁত ভেঙে মুখের ভেতর ঢুকে গেল। দেখলাম রক্তের বান ডেকেছে কশ বেয়ে।

দুটোই শেষ, এ-বার মার্টিন ব্র্যাডিকে বললাম 'তোমার খেল খতম, মার্টিন।'

ঝুলে পড়লো ওর চোয়াল, অনুভব করলাম নেতিয়ে পড়ছি, লং হিগিনসের ব্যাপারে মায়ের প্রশ্নটা মনে পড়লো।

সিলিংয়ে অসংখ্য ফাটল। চোখ ব্যথা করছে আমার, যেন এক যুগ ধরে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে। একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠছি যেন ধীরে ধীরে।

ক্যাপ সয়্যার ঘরে ঢুকলো, মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম ওর পানে। 'এর নামই বুঝি নরক?'

'খুব কাজে ফাঁকি দিচ্ছো—এমন কুঁড়ে লোক দেখিনি, বাপু,' কৃত্রিম কোপের সাথে বললো ক্যাপ।

ওর বলার ধরন দেখে হাসি এসে গেল, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ। স্যুপের বাটি নিয়ে এসে আমার শিয়রে দাঁড়ালো সয়্যার। চামচে তুলে খাওয়াতে লাগলো। 'শেষ ঘটনা মনে পড়ছে আমাকে গুলি করেছিল ওরা। বুলেটগুলো বের করেছো?'

'স্যুপটুকু খেয়ে নাও তো, বকো না—কাহিল হয়ে পড়বে।'

হাতে সিগার-পোড়া ক্ষত দেখতে পাচ্ছি। প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এই একটা ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বোকা বনেছি আমি। বাবা এ-কৌশলটার কথা বলেননি কখনো, চড়া মাশুলে শিখলাম।

'চারটে বুলেট ঢুকেছিল,' জানালো ক্যাপ। 'প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।'

'ব্র্যাডির খবর কী?

'পালিয়েছে. ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে খুঁজছে ওরা।' বসলো ক্যাপ। 'আজব ব্যাপার—ঘটনার পরের রাতে ও এসেছিল এখানে।'

'এখানে?'

'তুমি কেমন আছো দেখতে। বললো, তুমি এভাবে মরলে ও নাকি দুঃখ পাবে। আসলে তোমরা দুটোই বোকার হদ্দ। কিন্তু উপায় কী—স্বভাব বদলানো শক্ত।'

'অন্যরা?'

'মরেছে।'

বাইরে নদীর ওপর রোদ পড়েছে, জলের কলতান শুনতে পাচ্ছি

পাথরের ওপর। মা, রোসাবেলা কেমন আছে? বাসার আর সবাই। যে-দিন উঠে বসবার শক্তি পেলাম, গলা বাড়িয়ে তাকালাম ক্যাপের দিকে।

'নতুন কিছু পেলে?'

'নাহ্। অন্য কোথাও খুঁজতে হবে।'

'বাড়ি ফিরবো। কাল সকালে ঘোড়া তৈরি রেখো।'

ক্যাপের চোখে সংশয়। 'পারবে চড়তে?'

'বাড়ির জন্যে হলে পারবো।'

পরদিন সকালে দক্ষিণে রওনা হলাম আমরা। ইডাহো থেকে নিউ মেকসিকো নেহাত কাছের পথ নয়।

মাঝেমধ্যে বাড়ির খবর পাচ্ছি। ট্রেইলে যারা চলে, তাদের কাছে সর্বদা খবর থাকে। বাড়ির খবর বলতে পুরোটাই অ্যানজেলের ঘটনা। বেশ নাম কিনেছে ও। গুজব, শিগগিরই নাকি বিয়ে করছে।

ক্যাপের মুখে জানলাম ওটা, তবে কেউই কোনো মন্তব্য করলাম না। কিটি হার্সট সম্পর্কে ক্যাপের মনোভাবও আমার মতোই। আশঙ্কা হলো অ্যানজেলের ভাবী ঘরনী ওই হচ্ছে।

সোজা বাথানে গেলাম আমরা।

বব আগে বেড়ে মিলিত হলো আমাদের সঙ্গে, ওর পেছনেই জো। জানালা দিয়ে মা আমাদের আসতে দেখেছেন।

সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। গেল কয়েক বছরের তুলনায় অনেক ভালো দেখাচ্ছে মাকে, সম্ভবত দুশ্চিন্তার অবসান আর স্বাস্থ্যকর জলবায়ুই এর কারণ। ঘরকন্যার কাজে সাহায্য করতে একটি নাভাজো মেয়েকে রাখা হয়েছে। এই প্রথম ব্যাপারটা সহজ-

ভাবে নিয়েছেন মা।

পারলারে থরে থরে বই সাজানো আলমারিতে। ছোট দুভাইও লেখাপড়া শুরু করেছে।

আরো খবর আছে। ডন লুকাস মারা গিয়েছেন, মাত্র দুদিন আগে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। কার্লোসের অবস্থা আশঙ্কাজনক··· কয়েকমাস আগে অ্যামবুশে পড়েছিল—বাঁচবার সম্ভাবনা অতিক্ষীণ।

রোসাবেলা ফিরে এসেছে।

এবং কিটি হার্সটকে বিয়ে করেছে অ্যানজেল।

চোদ্দ

সকালে বাকবোর্ড চালিয়ে অ্যানজেল বাথানে এলো। গাড়ি থেকে নেমে হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। আরো সুন্দর হয়েছে, কালো বনাতের পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে।

বয়েস বেড়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, গলার স্বরে কর্তৃত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। সন্দেহ নেই, উন্নতি করেছে অ্যানজেল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হুবহু আগের মানুষটি রয়ে গিয়েছে—কেবল শিক্ষা আর অভিজ্ঞতায় আরেকটু পোক্ত হয়েছে সেটা।

'এসেছিস, ভাই,' কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে জরিপ করছে ও, হাসলাম কারণ ওর স্বভাব জানি।

'বিপদে পড়েছিলি,' হঠাৎ বললো সে, 'গুলি লেগেছিল।'

সব ঘটনা খুলে বললাম ওকে।

যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছি উপলব্ধি করে ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে গেল ওর চেহারা। 'নীল,' আস্তে আস্তে বললো, 'জানি তোর ওপর দিয়ে জোর ধকল গেছে, কিন্তু আমাদের এখানে একজন ডেপুটি শেরিফ দরকার। সৎ লোক চাই। তোর প্রতি আমার আস্থা আছে —বিনা কারণে গোলাগুলি করবি না।'

'কেন—কেউ কি অন্যরকম কিছু বলেছে?' শান্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

'ন্‌...না, তা কেন।' তাড়াহুড়ো করে বললো, বুঝলাম নাম প্রকাশ করতে চাইছে না, কিন্তু আমার উত্তর জানা হয়ে গেল। 'জানি, দায়ে পড়েই মানুষ পিস্তল ব্যবহার করে—অথচ লোকে সেটা মানতে চায় না।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'বিয়ে করেছি, শুনেছিস নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি। কিটির আলাপ হয়েছে মায়ের সাথে?'

লাল হয়ে গেল অ্যানজেলের মুখ। 'মাকে ঠিক সইতে পারে না ও। বলে মেয়েমানুষের ধূমপান নাকি অশোভন।'

'কথাটা বোধ হয় সত্যি,' ঠাণ্ডা মাথায় বললাম আমি, 'এখানে এর চল নেই—তবে মা মা-ই।'

মাটিতে বুট ঝাড়লো সে, থমথমে মুখ। 'তোর মনে হতে পারে, নীল, ভুল করেছি, কিন্তু আমি ওই মেয়েকে ভালোবাসি। ও...ও একদম আলাদা, নীল। সুন্দরী, নম্র, মার্জিত রাজনীতি করতে হলে অমন স্ত্রী দরকার। জোনাথন সম্পর্কে তোর যে-ধারণাই থাকুক, সে কিন্তু যথাসাধ্য সাহায্য করছে।'

করবেই তো, মনে মনে বললাম। এবং প্রতিদানও চাইবে। এ-যাবৎ পরের জমিতে লোভ ছাড়া জোনাথন হার্সটের মাঝে কিছু নজরে পড়েনি আমার।

'অ্যানজেল, কিটি তোকে ভালোবাসলেই হলো, অন্যের মতামতে কিস্‌সু যায় আসে না। প্রতিটা মানুষেরই নিজস্ব জীবন আছে।'

আমার সঙ্গে কোরাল অবধি হেঁটে গেল অ্যানজেল, রেইলে হেলান

দিলো। ওখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে লাগলাম আমরা। সূর্য দক্ষিণায়ন অতিক্রম করলো, হেলে পড়লো, যখন ডিনারে গেলাম সন্ধ্যেতারা ঘর ছেড়েছে। বহু কিছু শিখেছে ও, বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে মেকসিক্যান ভোটই সহায়ক হয়েছে বেশি, তবে শেষ-মুহূর্তে হার্সটের লোকজনও সমর্থন দিয়েছে। প্রচুর ব্যবধানে জিতেছে; রাজনীতিতে যে-লোক ভোটারদের রায় অর্জন করতে পারে, তার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিমধ্যেই ওকে সিনেটে পাঠাবার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এমনকি গভর্নর পদের জন্যে পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছে ওর নাম।

অ্যানজেল বরাবর চৌকশ, এখন আরো ধারালো হয়ে উঠেছে। নির্বাচন জেতার সব কায়দাকানুন জানে, তবু সৎ রয়েছে—নিয়মমাফিক যতটুকু আসে তার অতিরিক্ত লোভ নেই।

'টম ওয়াটকিনসকে ডেপুটি হতে অনুরোধ করেছিলাম,' বললো অ্যানজেল। 'কিন্তু ও প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে, দয়ার দান দরকার নেই তার।' অ্যানজেল তাকালো আমার পানে। 'বিশ্বাস কর, নীল, আমি ওভাবে বলিনি। টমকে ভালো লাগে আমার, তাছাড়া এখানে যোগ্য লোক দরকার।'

'টম পারতো,' বললো ক্যাপ। 'সত্যি দুঃখজনক, ও উলটো বুঝেছে।'

মাথা ঝাঁকালো অ্যানজেল। 'তাই। টমকে ছাড়া যেন মানাচ্ছে না। ও বদলে গেছে, ক্যাপ। সারাক্ষণ চুর হয়ে থাকে, এ কেবল একটা দিক। বস্তুত ও আহত ভালুকের মতো হয়ে উঠেছে। আমার ভয় হচ্ছে, এ-রকম চলতে থাকলে একটা খুনোখুনি হবেই।'

অ্যানজেল আবার চোখ ফেরালো। 'টম তোকে স্নেহ করে, নীল। একমাত্র তুই-ই পারবি বাগে আনতে—আর কেউ বলতে গেলে ও খুন করবে।'

'আচ্ছা।'

দ্বিতীয় দিন মিগুয়েল দেখা করতে এলো আমরা আলাপ করলাম। রোসাবেলা আমার সঙ্গে আর মিশবে না—কথাটা বলবার জন্যেই লোক পাঠিয়েছে।

'কেন, মিগুয়েল?'

'তোমার ভাই হার্সটের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে। সিনোরিটার বিশ্বাস, জোনাথন হার্সটই তার দাদুর মৃত্যুর কারণ।'

'কিন্তু আমি তো আমার ভাইয়ের অভিভাবক নই,' মৃদু সুরে বললাম, 'তার কনেও বাছাই করিনি।' মিগুয়েলের চোখে চোখ রাখলাম। 'সিনোরিটাকে আমি ভালোবাসি, মিগুয়েল।'

'জানি, সিনর।'

সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে বাথান, খেয়েদেয়ে তাজা হয়েছে গরুগুলো, কিছু বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

শেরিফের নাম বিল সেকসটন। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম, লোকটা ভালো তবে আমলা—সুদৃশ অফিস কামরার জন্যে মানানসই।

মোরায় সবাই আমাকে চেনে, সমস্যাও তেমন একটা নেই। একবার দুজন ঘোড়া চোরকে ট্রেইল করে ধরলাম। কয়েক মাইল দূরে এদের আস্তানায় হানা দিয়েছিলাম। অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাঁটিয়ে শহরে এনেছি।

মাত্র একবার দেখা পেয়েছি টম ওয়াটকিনসের। শহরে এসেছিল,

অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায়। তবে আমায় দেখতে পেয়ে হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ গল্প করেছি আমরা, একত্রে কফি খেয়েছি। সেই পুরোনো দিনগুলোর মতো।

'ভালো কথা,' বললো সে, 'রীড কার্নির ব্যাপারে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না—মারা গেছে।'

'কীভাবে?'

'চিকো ক্রুয মেরেছে—সকোরোতে।'

ওই পিস্তলবাজ মেকসিক্যান আশপাশে এখনো আছে জেনে পেটের ভেতর আচমকা সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। ও এ-দিকে না এলেই মঙ্গল।

হপ্তাখানেক পর বাথানে গেলাম। গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখলাম চকচকে বাকবোর্ডটা ছুটে আসছে। অবশ্যি চালক অ্যানজেল নয়—কিটি।

'ভালো আছো, কিটি?' বাকবোর্ডের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি ভালো থাকতে দিচ্ছো কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠলো সে, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে দাঁতে। আস্ত ডাইনির মতো লাগছে। 'ভাইয়ের প্রতি যদি এতটুকু দরদ থেকে থাকে, এখান থেকে চিরতরে চলে যাবে।'

'এটা আমার বাড়ি।'

'না, চলে যাও,' গোঁ ধরলো কিটি। 'সবাই জানে তুমি একটা খুনী, এখন আবার ডেপুটি হয়েছো। আমাদের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না, দেখছি।'

আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। বললাম, 'একজন খুনী আর

তোমাদের খুনে ভাড়া করার মধ্যে তফাতটা কোথায়, কিটি ?'

ও চড় মারলো, আমি আস্তে পিছিয়ে গেলাম, টাল হারিয়ে ওর পড়ে যাবার দশা হলো। হাত ধরে পতন রোধ করলাম, ঝটকা মেরে সরে গেল কিটি। 'না গেলে, অন্য রাস্তা ধরতে হবে আমাকে। আজ এত কিছু নষ্টের মূলে তুমি।'

'দুঃখিত। আমি থাকছি।'

ও এত তীক্ষ্ণ বাঁক নিলো যে আরেকটু হলেই উলটে যেতো গাড়িটা। অবাক হয়ে ভাবলাম, অ্যানজেল ওকে এ-চেহারায় দেখেছে কি না। সেই ভোঁতামুখো রোয়ানের সাথে কিটির মিল খুঁজে পেলাম না। রোয়ানটা দেখতে ঢের ভালো ছিলো এর চেয়ে।

মা কিছু বলেননি, তবে দেখতে পাচ্ছি অ্যানজেলকে হারাচ্ছেন তিনি, ক্রমশ কমে যাচ্ছে ওর আসা। যখনই আসতে চায়, একটা না একটা ছুতোয় আটকে দেয় কিটি।

এড ফ্রাইর বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে, টমের বাসার কাছেই ওর বাথান। টম ওয়াটকিনসের নামেও নালিশ পেয়েছি আমরা। টম আর যাই হোক সৎ লোক। কেলির পিঠে চেপে ওয়াটকিনসের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম।

যখন পৌঁছুলাম, টম ওয়াটকিনস দরজায় এলো, কপাটে হেলান দিয়ে আমার ঘোড়া বাঁধা লক্ষ্য করতে লাগলো।

'ঘোড়াটা ভালো, নীল,' বললো সে। 'তুমি ঘোড়ার কদর বোঝো।'

জোড়াসন হয়ে সিগারেট বানাতে শুরু করলো ও। পাশে বসে নানান কথার পর ফ্রাইর সঙ্গে ওর বিবাদের প্রসঙ্গ তুললাম আমি।

কঠিন চোখে তাকালো টম। 'দ্যাখো, নীল, এর ভেতর নাক

গলাতে এসো না।'

'টম, আমি আইনের লোক,' নরম সুরে বললাম, 'শান্তি বজায় রাখতে চাই।'

'কারো সাহায্যের দরকার নেই আমার।'

'শোনো, টম একবার বুঝতে চেষ্টা করো অন্তত। এই কাজ আমার পছন্দ। বাথানের সব কিছু ছোট ভাইয়েরা একাই সামলায়, তাই নিয়েছি এটা। এখন তুমি বেঁকে বসলে আমাকে হয়তো ছেড়ে দিতে হবে।'

শ্লেষের ছাপ ফুটে উঠলো ওর চোখে। 'আমাকে বোকা বানাতে চেও না নীল। ওই সমস্ত গুজব তোমার কানেও গেছে বলেই এখানে এসেছো। সব মিথ্যে—আর তুমি সেটা ভালো করেই জানো।'

'জানি, টম। কিন্তু অন্যদের মুখ বন্ধ করবো কীভাবে?'

'চুলোয় যাক।'

'দুঃখিত, টম। একমত হতে পারছি না। আমার আসার কারণ দুটো। এক, কী ঘটছে সরজমিনে খোঁজ নেবো। দুই, তোমাকে দেখবো। আমরা চারজন একজোট ছিলাম, টম—সেভাবেই থাকা উচিত।'

টমের চোখে বিষাদ। 'তোমার ওই দেমাগী ভাইটার সাথে আমার কথনোই বনে না, নীল। ওর ধারণা, আর যে-কারো চেয়ে ওর যোগ্যতা বেশি।'

'ভুলে যাচ্ছো কেন, টম—আজ ও যা-কিছু হয়েছে, তার জন্যে তোমার অবদান কম নয়। ওকেও, আমার মতোই, লেখাপড়া শিখিয়েছ তুমি।'

ভেবেছিলাম এতে তুষ্ট হবে, কিন্তু ওর মাঝে সাড়া জাগাতে পেরেছি বলে মনে হলো না। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। 'যাই কফি নিয়ে আসি,' বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

কফি খাওয়ার সময় বিশেষ কথা হলো না আর, চুপচাপ একত্রে বসে রইলাম শুধু। আমার ধারণা দুজনেই উপভোগ করছি ব্যাপারটা। আগেও বহুবার হয়েছে এমন, মাইলের পর মাইল পাড়ি জমিয়েছি আমরা, একটা কথাও বলিনি, তবু ওই মৌনতার মাঝে এক ধরনের নিবিড় সাহচর্যবোধ ছিলো।

টেবিলের ওপর একটা বই রাখা। চার্লস ডিকেনসের 'ব্লীক হাউস'। ডিকেনসের গুটিকতক বইয়ের অংশবিশেষ পড়েছি আমি। ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কেমন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ভালো…খুব ভালো।'

আমার বিপরীত দিকে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে ও। 'প্রথম যে-দিন ব্যাকসটার স্প্রিংসে আমাদের ক্যামপে এলে তুমি, সে-দিনকার কথা মনে পড়ছে,' ব্যথাভরা গলায় বললো টম। 'অনেকদিনের কথা, তাই না?'

'পাঁচ বছর,' সায় দিলাম। 'দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আমাদের, টম। গত যাত্রায় তোমার অনুপস্থিতি ক্যাপ আর আমি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছি।'

'তোমাদের দুজনের সাথে কোনো বিবাদ নেই, তবে তোমার ওই ভাইটিকে সইতে পারি না। কেমন সুন্দর আমাদের সবাইকে বুদ্ধু বানাচ্ছে,' অভিযোগের সুরে বললো ও।

'তোমাকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিল অ্যানজেল। সে-রকমই কথা ছিলো: তুমি জিতলে তুমি কাজ দেবে ওকে; আর যদি ও জেতে তুমি কাজ পাবে।'

চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলো টম। 'ওর চাকরির নিকুচি করি। আমার দেখাদেখি তো নির্বাচনে দাঁড়ালো সে।'

অমূলক অভিযোগ তবু তর্কে যেতে চাইলাম না, কিছুক্ষণ বাদে উঠে আমার কাপটা ধুয়ে ফেললাম। 'আসি। বাসায় এসো, টম। মা জিজ্ঞেস করেন তোমার কথা। ক্যাপও খুশি হবে।' একটু থেমে যোগ করলাম, 'অ্যানজেল বড় একটা আসে না।'

টমের চোখ জ্বলে উঠলো। 'সব দোষ ওর বউয়ের। তুমি ঠিক ধরেছিলে ওর ব্যাপারে। অমন দুমুখো সাপ আর একটিও দেখিনি। বাপটাও তেমনি···'

স্যাডলে উঠে আরেকবার কথাটা বললাম। 'টম, প্লিজ, এড ফ্রাইর সাথে লেগো না—কোনো গোলমাল চাই না আমি।'

'তোমার সাথে পারা দায়।' হাসলো সে। 'আচ্ছা, বাবা, গায়ে পড়ে কিছু করবো না আমি—কেমন খুশি? তবে ও কিন্তু বারবার খোঁচাচ্ছে।'

তারপর যখন ফিরে আসছি, ও বললো, 'মাকে আমার আদাব দিও, নীল।'

ফিরতি পথে পাষাণভার অনুভব করলাম বুকে, হু-হু করছে মন, জীবনের কী-একটা সোনালি অধ্যায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। টম ওয়াটকিনসের চোখ লাল, অপরিচ্ছন্ন, সব ব্যাপারে উদাসীন, কেবল নিজের রেনজ ছাড়া। আজো সে প্রথম শ্রেণীর ক্যাটলম্যান। এড

ফ্রাইর মতো কিছু লোকের অভিযোগ, ও নাকি বেআইনি উপায়ে বাথান চালাচ্ছে। পরের জায়গায় গরু ছেড়ে দেয়। কথাটা সত্যি নয়। চমৎকার ঘেসো জমি ওর, আগাছা জন্মাতে দেয়নি। অথচ ফ্রাই বা অন্যদের আদৌ নজর নেই এ-দিকে। ওঅটর হোলগুলোও সাফ রেখেছে সে, নদীর এক জায়গায় বাঁধ দিয়ে ধরার জন্যে পানিসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছে।

বৃষ্টির দেখা নেই কয়েক মাস, পানির অভাবে র‍্যানচাররা উদ্বিগ্ন, কিন্তু টম ওয়াটকিনসের পালটি এখনো নাদুসনুদুস।

এড ফ্রাই বদমেজাজি। এ-ধরনের লোক প্রচুর দেখেছি আমি, সর্বদা একটা না একটা হুজ্জতে জড়িয়েই থাকে। ফ্রাই এক সময় সেপাই ছিলো আর্মিতে, অথচ কোনো যুদ্ধ দেখেনি, লড়াই সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতাও নেই। এ-দেশে যে-লোক নিজের কথাকে কাজে প্রমাণ করতে পারে না তার চুপ করে থাকাই উচিত। কিন্তু এড ফ্রাইর খুব বড় গলা—তার কোনো ক্ষতি হতে পারে, মানতে নারাজ।

একদিন সকালে অফিসে এসে বললাম, 'বিল, আমার একটা উপকার করো না, ভাই। ফ্রাইকে একটু বোঝাও।'

হাতের ফাইল নামিয়ে রাখলো সেকসটন, ঠোঁটের ফাঁকে সিগার নাচাচ্ছে। 'কেন—আবার মুখ ছুটিয়েছে বুঝি?'

'তাই। আমি অন্যের কাছে শুনেছি, তবে গতরাতে টম ওয়াটকিনসকে চোর বলেছে। টমের কানে গেলে রক্তারক্তি ঘটে যাবে। বস্তুত, ক্যাপ সয়্যার জানলেও ছেড়ে কথা কইবে না।'

সেকসটন আড়চোখে তাকালো। 'মরুকগে,' ভোঁতা সুরে বললো সে, 'তুমি কান দিও না। অ্যানজেলকেও না করো।'

'তা হয় না, বিল—দায়িত্ব এড়াই কী করে। অফিসে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের স্থান নেই।'

কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে ভাবলো সেকসটন। 'আচ্ছা, বলবো এডকে। তবে শুনবে বলে তো মনে হয় না, যা রগচটা লোক। ও তো বলে বেড়াচ্ছে, তুমি আর অ্যানজেল নাকি ওয়াটকিনসকে আড়াল দিচ্ছো। তদন্তফদন্ত আসলে ধোকাবাজি।'

'ও একটা মিথ্যুক। মাতাল হতে পারে, কিন্তু টম ওয়াটকিনসের মতো ক্যাটলম্যান এ-তল্লাটে দুটি নেই।'

আঙুলের সাহায্যে চুলে বিলি কাটলো সেকসটন। 'এক কাজ করো, নীল, এডকে বলো ছেঁদো কথায় লাভ হবে না, অভিযোগ করতে হলে সাবুদ চাই।'

'তুমি বলো,' আমি বললাম। 'আমাকে ও উলটোপালটা বোঝাতে চাইবে।'

একই সঙ্গে টাউন মার্শাল এবং ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব পালন করছি আমি। এ-পর্যন্ত একবারও পিস্তল ব্যবহার করতে হয়নি। এই ধারা বজায় রাখতে চাই, তাছাড়া টম ওয়াটকিনসকে হাঙ্গামা থেকে দূরে রাখাই এ-মুহূর্তে আমার একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূরণ হয় না—কপালের ফের কে খণ্ডাতে পারে। কাইমারনের সেনট জেমস হোটেলে আবার টমকে চোর বলে অপবাদ দিলো এড ফ্রাই। স্যালুনে তখন গিজগিজ করছিল খদ্দের।

ক্লে অ্যালিসন নামে এক লোক খচ্চর কিনতে এসেছিল। যার কাছ থেকে কিনবে, ওই মুহূর্তে সে ড্রিংক করছিল ওখানে। লোকটা টম

ওয়াটকিনস।

ক্যাপও উপস্থিত ছিলো, স্বচোখে ঘটনাটা দেখেছে। ফ্রাই কাইমারনে যাচ্ছে শুনে ক্যাপ সয়্যারের সন্দেহ হয়, এ-বার একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। ও আগেই খবর পেয়েছিল, ওয়াটকিনস কাইমারনে আছে। ত্বরিৎ ওখানে ছুটে যায় সে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে।

ক্যাপ সয়্যার যখন স্যালুনে ঢুকলো এড ফ্রাই চিৎকার করছে। 'ও একটা গরু চোর! আমি বলছি টম ওয়াটকিনস একটা চোর, আর ওই ওসমানেরা ওকে বাঁচাতে চাইছে।'

টম ওয়াটকিনসের পেটে তখন দুপেগ তরল পদার্থ পড়েছে, ধীরগতিতে ঘুরে এড ফ্রাইর দিকে তাকালো।

ফ্রাই সম্ভবত জানতো না যে ওয়াটকিনস স্যালুনে আছে, কারণ ক্যাপের ভাষ্য অনুযায়ী ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল চিকন ঘাম। ইতিপূর্বে বন্ধুরা তাকে বেঁফাস কথার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করেছিল, এইবার সে তার মুখোমুখি হলো।

ভীষণ শান্ত ছিলো টম। ঘরের প্রতিটা কোণ থেকে শোনা যাচ্ছিল ওর গলা।

'মিঃ ফ্রাই, আমি খবর পেয়েছি এ-যাবৎ কয়েকবার আপনি আমাকে গরুচোর বলে অপবাদ দিয়েছেন। নিছক সন্দেহের বশে, বিনা প্রমাণে এ-সব করেছেন আপনি। এ-রকম করার কারণ আপনি নিজে একটা অপদার্থ।'

টমের স্বভাবই অমন মত্ত অবস্থায় অত্যন্ত বাছা বাছা শব্দ-প্রয়োগে কৃত্রিম ঢঙে কথা বলে।

'এভাবে বলার কোনো অধিকার—'

'আপনি, মি: ফ্রাই, বলেছেন আমি গরুচোর, এবং ওসমানরা আমাকে আড়াল করছে। আমি কখনোই গরুচোর ছিলাম না, মি: ফ্রাই, এবং কারো সাহায্যেরও দরকার হয় না আমার। আমাকে যে চোর বলে সে একটা মিথ্যুক, মি: ফ্রাই, মাথামোটা জঘন্য মিথ্যুক।'

একবারও গলা চড়ায়নি সে, অথচ প্রতিটা শব্দই চাবুকের মতো আঘাত করলো প্রতিপক্ষকে।

এড ফ্রাই তেড়ে গেল, টম ভাবলেশহীন, চোখ ফ্রাইর ওপর। 'কসম খোদার—'

হোলসটারে হাত বাড়ালো এড ফ্রাই। ও গায়েগতরে বিরাট কিন্তু মাকাল। বের করবার সময়ই পিস্তল প্রায় ফেলে দিয়েছিল হাত থেকে। ফ্রাই ওটা ঠিকমত ধরে তাক না করা অবধি একচুল নড়েনি ওয়াটকিনস, এ-বার অবলীলায় উঠে এলো টমের পিস্তল, স্যালুনের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়লো এড ফ্রাই।

দুদিন পর শেরিফের অফিসে বসে বিল সেকসটন, অ্যানজেল আর আমাকে ঘটনাটা জানালো ক্যাপ সয়্যার। 'এত ভালো সুযোগ জীবনে কেউ পায়নি,' বললো ক্যাপ। 'চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল টম, প্রথমে আমার তো মনে হয়েছিল ও আত্মহত্যা করতে চাইছে। টম ক্ষিপ্র, নীল, অসম্ভব ক্ষিপ্র।'

কথাটা বলবার সময় আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল সে, ওই চাউনি আমি কোনো দিন ভুলবো না।

পনেরো

এর দিনকতক বাদে রোসাবেলার বাসায় গেলাম।

আরো আগে দেখা করতে চাইনি তা নয়, আসলে সুযোগ পাইনি। এ-বার আমাকে হটিয়ে দেবার মতো কেউ নেই, ফাঁকা দোরগোড়ায় দাঁড়ালাম।

আমার পদশব্দ পেয়ে ও ঘাড় ফেরালো। বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন, চোখের কোল ভেজা ভেজা—বুঝলাম এক মুহূর্ত আগেও কাঁদছিল।

'বেলা,' বললাম, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

চকিতে থমথমে হয়ে উঠলো ওর চেহারা, চলে যেতে উদ্যত হলো। 'প্লিজ,' বললো, 'যাও। ও-কথা আর বলো না।'

আমি ভেতরে ঢুকতে ও ঘুরে মুখোমুখি হলো। 'নীল, তোমার আসা উচিত হয়নি।'

'তুমি তো জানো এটা আমার অন্তরের কথা।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকালো সে। 'হ্যাঁ…জানি। কিন্তু তোমার ভাইকে ভালোবাসো তুমি, ওর শ্বশুর আমাকে ঘৃণা করে। আমি… আমিও ঘৃণা করি তাকে।'

'কিন্তু তোমার মতিগতি দেখে তো মনে হচ্ছে বরং ওদের খুশি

করতে চাইছো। ওদের ধারণা ওরা তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে। আর তুমি যে-রকম সন্ন্যাসব্রত নিয়েছো—তেমন ভাবাই স্বাভাবিক। এভাবে পালিয়ে বেড়ালে তো তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে না, বেলা। বাইরে এসো, লোকজনের সঙ্গে মেশো—সবাই দেখুক জানুক তুমি ভেঙে পড়োনি।'

'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক।'

'বেলা, কী হয়েছে তোমার? নিজেকে শেষ করে দিচ্ছো কেন? ডন লুকাস আজ নেই, বড় ভালোমানুষ ছিলেন, সর্বদা তোমার মঙ্গল কামনা করতেন—চাইতেন তুমি সুখী হও। তোমার রূপ, শুভাকাঙ্ক্ষী সব আছে, বেলা। সান্তা ফেতে তোমার উপস্থিতি জোনাথন হার্সট-দের বেকায়দায় ফেলে দেবে। তাছাড়া আমি···আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, বেলা।'

নরম হয়ে এসেছে ওর দৃষ্টি। 'আমিও, নীল। তুমি বললে করে ফেলতাম অ্যাদ্দিনে···'

'দেবার মতো আমার তখন কিছু ছিলো না, বেলা। স্রেফ বাউণ্ডুলে ছিলাম।'

'তবু তুমি তো ছিলে, নীল।'

'বলতে চেয়েছি, বাধো বাধো ঠেকেছে।'

এরপর সেই আগের মতো টেবিলে বসলাম আমরা। কফি খেতে খেতে গল্প করলাম। মায়ের সাথে কিটির বনিবনা নেই জেনে বেলা রুষ্ট হলো।

'গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে, বেলা। ঠিক কোথায় হবে, বলতে পারছি না—তবে হার্সট একটা বোঝাপড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

'বহু কিছু ঘটতে পারে, কিন্তু যখন ঘটবে—তোমাকে পাশে চাই আমি।'

সন্ধ্যে ঘনালে ফিরবার আয়োজন করলাম। হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমার এখানে আসবার মূল উদ্দেশ্য। ওর পাওনা টাকাটা বাড়িয়ে দিলাম।

ঠেলে সরিয়ে দিলো ও। 'থাক, নীল, ওটা তোমার কাছেই থাক। চাইকি আমার হয়ে লগ্নিও করতে পারো। দাদু যথেষ্ট রেখে গেছেন—সেগুলো দিয়ে কী করবো তাই বুঝতে পারছি না।'

যুক্তি আছে ওর কথায়, পীড়াপীড়ি করলাম না আর। এরপর ও যে-প্রসঙ্গ পাড়লো তাতে আমার বুঝতে বাকি রইলো না কী বিপদ আসছে।

'আমার এক মামা আছেন, নীল—উকিল। খাসমহালে আমাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যে উনি মাপজোকের ব্যবস্থা করছেন। যখন হয়ে যাবে,' ও যোগ করলো, 'আমি ইউএস মার্শালকে বলবো বে-আইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্যে।'

এতে আমার কী-বা বলবার থাকতে পারে? আগে বা পরে, একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তো নিতেই হবে—কিন্তু, আমার ধারণা, সমস্যা তাতে আরো বাড়বে বৈ কমবে না।

আলভার্দোর খাসমহালের জমিতে জোনাথন হার্সট তার লোক বসিয়েছে। তারপর ওদের কাছ থেকে ওই সমস্ত জমির মালিকানা নিয়েছে সে, এবং লক্ষাধিক একরের স্বত্ব দাবি করছে। ডনের মৃত্যুতে হার্সট সম্ভবত ভেবেছিল ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, কিন্তু আলভার্দো পরিবারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে তার দাবি আর টিকবে না—ভেঙে

পড়বে সে।

লোকটার জন্যে মোটেও মায়া হচ্ছে না আমার। ডন বা তাঁর নাতনীর ভালোমন্দ নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই তার, সারাক্ষণ নিজের স্বার্থে মশগুল। রক্তপাত হবে, তবু সমস্যা নিষ্পত্তির এটাই একমাত্র উপায়।

'ঝামেলা না মেটা অবধি,' পরামর্শ দিলাম, 'বেলা, তুমি মেকসিকোতে গিয়ে থাকো।'

'এটাই আমার বাড়ি, নীল,' ধৈর্যগম্ভীর গলায় বললো ও।

'কেন বুঝতে চাইছো না, বেলা, খুনোখুনি হবে। ওরা মেরে ফেলতে চাইবে তোমায়।'

'চাক,' শান্ত সুরে বললো ও, 'তবু যাবো না।'

রোসাবেলার জন্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। আমি নিজেও জড়িয়ে গিয়েছি।

ওরা ভাববে আমিই উসকানি দিয়েছি ওকে।

ওই মাপজোকের নির্দেশ ঘোষিত হওয়ামাত্র গুপ্তঘাতকের এক নম্বর টার্গেট হবো আমি।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। উত্তরে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। একজন সেটলমেনট কোমপানির লোক, তবে খুন হওয়ার সময় ওদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। ওই এলাকা আমার এক্তিয়ারের বাইরে, কোনো কিনারা হলো না খুনের, কেবল একটা কদর্য ইঙ্গিতের সাক্ষ্য হয়ে রইলো ব্যাপারটা।

জোনাথন হার্সট সান্তা ফেতেই রয়েছে, বাসায় নিয়মিত পার্টি

দিচ্ছে কিটি, প্রায় প্রতি রাতেই ফ্যানডাংগোর আসর বসছে। সাধারণ লোকের ধারণা হার্সটের রাজনৈতিক ক্ষমতা যথেষ্ট। তবে আমার সন্দেহ আছে তাতে…সামাজিক মেলামেশা করলেই যে তারা রাজনৈতিক বন্ধু হবে এর কোনো মানে নেই, আদর আপ্যায়ন সবাই পছন্দ করে।

এক শনিবার বিকেলে রাস্তায় আমার পাশে বাকবোর্ড থামালো অ্যানজেল। হাসিমুখে তাকালো, আমি তখন সেটের পিঠে বসে।

'ভেবেছিলাম ঘোড়াটা তুই বেচে দিবি, নীল,' বললো সে। 'বজ্জাত তো।'

'বজ্জাত তবে কাজ চলে,' বললাম আমি।

'মা কেমন রে?'

'ভালো।' বেশ গরম, ঘামছি। ব্যস্ত সড়ক। ফেটারসন গল্প করছে এক লোকের সাথে। সবাই ওকে পায়সানো নামে ডাকে, কারণ বনমোরগের চেহারার সাথে ওর অদ্ভুত মিল। নিউ মেকসিকোর বাসিন্দারা এ-ধরনের লোককে পায়সানো বলে।

পায়সানো আমার মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি।

'মাকে দেখতে যাস না কেন?'

'রোজই ভাবি যাবো, কিন্তু…মেয়েদের সামলানো ভীষণ ঝকমারি, নীল।'

'কই, মায়ের সাথে তো আজ পর্যন্ত কারো ঝগড়া হয়নি। আগের মতোই আছেন—কেবল পাইপটা এখনো টানেন।'

ঘাম মুছলো অ্যানজেল. ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'কিটি অভ্যস্ত নয়।' ও ভ্রূকুটি করলো। 'মায়ের কাছে আমি গেলেই ঝগড়া বাধায়।'

'মাঝেমধ্যে,' আমি বললাম, 'মেয়েলোকদের শাসন করতে হয়। লাই পেলেই মাথায় চড়ে বসে ওরা। সবার জীবন বিষিয়ে তোলে। তাই আদর সোহাগের সাথে সাথে রাশটা ধরে রাখলে আর কোনো সমস্যা থাকে না।'

রৌদ্রালোকিত রাস্তার পানে তাকিয়ে রইলো ও, চোখ ঈষৎ কোঁচকানো। 'বলা খুব সহজ, নীল। যাক গে ও-সব, খুব সম্ভব আর বছর কয়েকের মধ্যে আমাদের এই এলাকা অঙ্গরাজ্যে পরিণত হতে যাচ্ছে —আমি তখন সিনেটে দাঁড়াবো।'

'হার্সটের সাথে কেমন যাচ্ছে তোর?'

লাগাম গোছালো অ্যানজেল। না বললেও সব বুঝতে পারছি। এমনিতে অ্যানজেল সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু তাই বলে কেউ ওর সরলতার সুযোগ নিতে পারবে না। সম্ভবত ব্যতিক্রম শুধু ওর স্ত্রী।

'ভালো না।' আমার দিকে তাকালো ও। 'কথাটা আমাদের ভেতরেই রাখিস, নীল। মাকেও জানাবি না। জোনাথন হার্সকে নিয়ে অতটা ভাবি না···কিটিই আসল সমস্যা।'

'তুই একটা বেয়াড়া ঘোড়ায় চড়েছিস রে, অ্যানজেল।'

'মানে?'

'মানে রেকাবে তোর পা নেই।' হ্যাটটা টেনে কপালের ওপর নামিয়ে দিলাম। 'তোকে ধরে রাখবার মতো কিছু নেই স্যাডলে, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারিস অথচ তোর মন ওখানে থাকতে চাইছে। জেল, ঘোড়াকে যদি ভালোমত চালাতেই না পারলি, তবে চড়ে লাভ কী—এ-জন্যে কোনো বাহবা জুটবে না।

'সেটের কথাই ধর,' সেটের ঘাড়ে আদর করলাম আমি, শয়তানটা

কান খাড়া করলো 'হাড়বজ্জাত, পরিশ্রমী। কিন্তু, অ্যানজেল, আমার যদি কেবল একটা ঘোড়া রাখতে হয়, কখনো একে রাখবো না। গেলডিং বা অ্যাপালুসাকে বেছে নেবো।

'পাজি ঘোড়া চালাতে মজা যদি সেটা রোজ করতে না হয়। এখন আমি যদি শুধু সেটের ওপর নির্ভর করি, এক সময় ও বিগড়ে যাবে। সংসারে কোনো কোনো মেয়ে এই জাতের।'

লাগাম ঢিলে দিলো অ্যানজেল। 'বড্ড গরম···চলি, দেখা হবে।'

চলে গেল ও। চমৎকার সম্ভাবনার যুবক অ্যানজেল, অথচ কিটি মেয়েটাকে বিয়ে করে নিজের দুঃখ বাড়িয়েছে।

পায়সানোকে একটা কিছু দিচ্ছে ফেটারসন, রাস্তার দিকে তাকাতে নজরে পড়লো। চকিতে জিনিসটা সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো একবার, পরক্ষণে পায়সানোর পকেটে অদৃশ্য হলো। তবে একনজরই যথেষ্ট। ফেটারসনের কাছ থেকে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছে পায়সানো।

অনেক সময় মানুষ আগাম বিপদের আভাস পায়। ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে ধরতে না পারলেও তার মন খচখচ করতে থাকে। আমার এখন সেই অবস্থা।

একটা-কিছু গোলমালের ইঙ্গিত পেলাম, কিন্তু আমার জানা তথ্যে ফাঁক থাকায় সেটা এড়ানো সম্ভব হলো না। আমি জানতাম না যে কাজে যোগ দিতে সকোরো থেকে ফিরে আসছে কার্লোস।

জানলে, জোনাথন হার্সটের প্রতিক্রিয়া সে-ক্ষেত্রে কী হতে পারে আন্দাজ করা কঠিন হতো না।

বেলা যদি আগে জানাতো খবরটা, আমি গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম ওকে।

হুয়ান কার্লোসের সাথে আরো দুজন মেকসিক্যান ছিলো, রোসা-বেলার বাথানে কাজ করবার জন্যে সকোরোতে ঠিক করেছিল ওদের। মোরা থেকে চারমাইল দূরে গ্যাপের ভেতর দিয়ে আসবার সময় ওরা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

আকাশ পরিষ্কার, তার ওপর সবে সকাল হয়েছে, রাস্তাঘাটে কোনো কোলাহল নেই। অ্যানজেল বিশেষ কাজে শহরে এসেছে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি ওর সঙ্গে, হঠাৎ গুলির শব্দে ভোরের পবিত্র মৌনতা খান খান হয়ে গেল। প্রথমে একটু থেমে থেমে গোটাপাঁচেক রাইফেলের শট, তারপর প্রায় এক মিনিট বিরতি দিয়ে একটা মোক্ষম গুলি।

বুঝতে অসুবিধে হলো না পাহাড়ের দিক থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে এসেছে ওই আওয়াজ। নিশ্চিত কোনো লড়াই—কারণ ওভাবে কেউ শিকার করে না। নিমেষে অ্যানজেলের বাকবোর্ড লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম আমি, ঠিক পেছনেই ও। বাকবোর্ডে ওর উইনচেসটার ছাড়াও আমাদের প্রত্যেকের কোমরে সিকস-শুটার রয়েছে।

গ্যাপের বাতাসে ধুলো রয়েছে তখনো, ঘটনার আবছা বর্ণনা দিচ্ছিল যেন। খুনীরা পালিয়েছে। ওদেরকে ধরা সম্ভব নয়, বিশেষত বাক-বোর্ডে, তাই সে-চিন্তা আপাতত আমি বাদ দিলাম।

হুয়ান কার্লোস চিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, বুকে তিনটে গর্ত এবং চতুর্থটা দুচোখের মাঝখানে। চারপাশে বারুদে-পোড়া দাগ উৎকটভাবে ফুটে আছে।

'কিছু বুঝলে?' অ্যানজেলকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ওর মৃত্যু সম্পর্কে শিওর হতে চাইছিল কেউ। শেষ গুলিটার

কথা মনে আছে ?'

রাস্তায় খুরের শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে হাজির হলো ছোট ভাই জো আর ক্যাপ সয়্যার, তাড়াহুড়োয় জিন পরাবার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি।

শেষ-গুলিটা ছুঁড়বার আগেই হুয়ান কার্লোস বোধ হয় মারা গিয়েছিল, কারণ বুকের দুটো বুলেটই যথেষ্ট ছিলো। অপর দুজনও নিহত হয়েছে।

সূত্র খোঁজা শুরু করলাম আমি। খুনীরা কোথায় ওত পেতেছিল দেখলাম। জায়গাটা ঘটনাস্থল থেকে তিরিশ ফুট দূরে। পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে, ঘাসের ডগা দোমড়ানো।

লাশগুলো একবার দেখেই বাকবোর্ডের কাছে ফিরে গিয়েছে অ্যানজেল, মুখে রা নেই, অপলক নিজের হাতদুটো দেখছে—যেন ওগুলো অন্য কারো।

আমার পরিচিত এক মেকসিক্যান শহর থেকে এসেছে, অদূরে ঘোড়ার পিঠে বসে দেখছে লাশগুলো।

'ব্যানডিডোস ?' ঠাণ্ডা চোখে তাকালো সে।

'না,' বললাম আমি, 'অ্যাসাসিনস।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকালো সে। 'সবে শুরু।' তারপর ইশারায় কার্লোসকে দেখিয়ে বললো, 'খুব ভালো লোক ছিলো।'

'আমরা বন্ধু ছিলাম।'

'সি।'

লাশগুলো বাকবোর্ডে চাপিয়ে গ্যাপের ও-পাশে মেকসিক্যানকে পাহারায় বসালাম আমি। ঘটনাস্থল আর শহরের মাঝখানে রাখলাম জোকে। তারপর লাশসহ অ্যানজেল আর ক্যাপকে মোরায় পাঠিয়ে

দিলাম।

জো তাকিয়ে আছে আমার দিকে, চোখদুটো বড় বড়। 'কেউ যেন না আসতে পারে,' বললাম আমি, 'খুঁটিয়ে দেখতে হবে সব কিছু।'

ঘাসের ওপর ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে সেখানে গেলাম। অকুস্থলে ফিরে আসবার আগে সময় নিয়ে জরিপ করলাম চারপাশ।

পরিস্থিতি চরমে উঠবে এ-বার। হুয়ান কার্লোসকে ভালোবাসতো সবাই, তার খুনের বদলা নেবেই ওরা। আমরাও এই লড়াইতে জড়িয়ে পড়বো, অ্যানজেল সেটা বুঝে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হুয়ান কার্লোসকে মেরে ফেলে লাভবান হবার মতো লোক মাত্র একজনই আছে···

এক আততায়ী সিগারেটের গোড়া পর্যন্ত ফুঁকেছে। যে-জায়গায় উবু হয়ে নিশানা করেছিল সেখানে ওর হাঁটুর দাগ রয়েছে, এর সামান্য দূরেই বুটের ছাপ। হাঁটু আর পায়ের পাতা যখন খুব কাছা-কাছি তার মানে লোকটা বেঁটে—বড়জোর পাঁচফুট চার কি পাঁচ। সূত্র হিশেবে এগুলো কিছুই নয়, তবু একটা আলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে অন্তত।

একটা কথা আমি জানি। এটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন, এবং ঘটনাটা আমার এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। অতএব, প্রতিটা দোষীকে আটক না করা অবধি আমার ঘুম হারাম।

অপরাধটা আমার নাকের ডগায় হয়েছে, নিহত ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিলো। এর আগেও অ্যানজেল আর আমি একবার বাঁচিয়েছিলাম ওকে···এবং আরেকবার কার্লোসকে গুলি করে ফেলে রেখে গিয়েছিল ওরা।

এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

পাঁচজন ছিলো এখানে, যাবার আগে সব কটা খালি কার্তুজ কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাই কী?

আগাছার ভেতর খুঁজতে খুঁজতে একটা টোটা পেলাম—'৪৪, একদম ঝকঝকে। পকেটে রেখে দিলাম টোটাটা।

পাঁচজন লোক···একা কার্লোসের গায়েই গুলি লেগেছে চারটে। ওদের কেউ কেউ হয়তো একাধিকবার লক্ষ্যভেদ করেছে, তবু লাশগুলোর অবস্থা বিচার করলে বোঝা যায়, ওই চূড়ান্ত শটটির আগে কমপক্ষে আরো নটা গুলি ছোঁড়া হয়েছিল।

খুব দ্রুত লিভার টেনে রাইফেল চালনা অসম্ভব নয়। কিন্তু পাঁচজনের একটা দলে এমন দক্ষ লোক দু-একজনের বেশি থাকে না।

নিশ্চয়ই চলছিল কার্লোস, প্রথম গুলিবর্ষণের পর সম্ভবত পড়েও গিয়েছিল, তবু ওর গায়ে চারটে বুলেট লাগাতে পেরেছে কেউ। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সরল। আততায়ীর সংখ্যা পাঁচজনের বেশি।

কৌতূহলভরে তাকালাম পাহাড়ের দিকে। খুনীরা যেখানে অপেক্ষা করছিল, পাহাড়টা ঠিক তার পেছনে, সিডারে ছাওয়া। কার্লোসের আসবার খবর জানাতে নিঃসন্দেহে কোনো চর মোতায়েন ছিলো ওখানে।

ঘণ্টাদুয়েক পর্যবেক্ষণ করলাম চারদিক। ঘোড়া বাঁধার জায়গাটা খুঁজে পেলাম, সাতজন ছিলো ওরা। পাহাড়চূড়োয় ছিলো দুজন, ধূমপান করেছে। ঢাল বেয়ে সোজা ঘোড়ার কাছে নেমে গিয়েছে একজন, পতন ঠেকাবার জন্যে মাটিতে পা চেপে ধরেছিল সে, গোড়ালির ছাপ আছে।

ক্যাপ ফিরে এসে সাহায্য করতে লাগলো আমাকে, অ্যানজেলও যোগ দিলো একটু বাদে।

এরই মধ্যে একটা জিনিস জেনে ফেলেছি আমি। কার্লোসকে শেষ গুলিটা যে করেছিল, সে বেশ লম্বা, পায়ে নতুন বুট ছিলো. রক্তের ওপর ওই বুটের দাগ রয়েছে।

অ্যানজেল অনতিদূরে দাঁড়িয়ে, জানে বেশি লোকের ভিড়ে অপরাধীদের ছাপ শনাক্ত করা কষ্টকর হয়ে উঠবে। তবে একটা ব্যাপার সেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুন।

প্রথমে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওরা কোনোরকম ধরপাকড়ের আশঙ্কা করছে কি না, এবং কত দূরে যাবে। এখানকার পথঘাট কেমন চেনে? ওরা কি কোনো বন্ধুর বাথানে আশ্রয় নেবে? নাকি পাহাড়ের কোনো হাইড-আউটে যাবে?

স্যাডল চাপিয়ে কেলিকে সঙ্গে এনেছিল ক্যাপ, দেখা সেরে জিনে চড়লাম। জোকে ফেরত পাঠালাম আমাদের বাথানে। দারুণ আশাহত হলো সে, আমাদের সাথে পোসিতে শরিক হতে চাইছিল। কিন্তু জো আর ববকে যতটা সম্ভব বিপদ থেকে দূরে রাখতে চাই আমি। 'তোর কী মনে হয়, নীল?' জিজ্ঞেস করলো অ্যানজেল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'পরিষ্কার খুন,' বললাম আমি। 'সাতজন অংশ নিয়েছিল, ওরা জানতো কার্লোস মোরায় ফিরে আসছে। পরিকল্পিত খুন কারণ ঘটনার ছ-সাত ঘণ্টা আগে থেকে অপেক্ষা করছিল ওরা। দুজন লোক পরে এসেছে—আমার ধারণা ওরা পাহাড়ে বসে কার্লোসের ওপর নজর রাখছিল।'

অ্যানজেল তার হাতের পিঠের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি বা ক্যাপ আমাদের সন্দেহের ব্যাপারে কিছু বললাম না।

'বেশ,' বললো অ্যানজেল, 'যেভাবেই হোক ওদের ধরা চাই, খরচের জন্যে ভাবিস না।'

আমি ইতস্তত করছি। আমরা তিনজনই কেবল আছি ওখানে। 'অ্যানজেল,' বললাম, 'আমাকে নিয়োগ করেছিস তুই, ইচ্ছে করলে বরখাস্তও করতে পারিস। কাজটা বরং বিল সেকসটন বা আর কারো ওপর দিয়ে দে।'

সাধারণত চটে না অ্যানজেল, কিন্তু যখন তাকালো আমার দিকে, ওর চোখদুটো জ্বলছে। 'বোকার মতো কথা বলিস না, নীল। তোকে যে-জন্যে রাখা হয়েছে তাই কর।'

আমাদের তিনজনের কারোরই সন্দেহ থাকবার কথা নয়, নাটের গুরু কে—তবু অ্যানজেল হয়তো ভাবছে সব কিছুর মূলে বোধ হয় ফেটারসন, হার্সট নয়।

এই সময় বিল সেকসটন এলো। 'পোসি গঠন করতে হবে,' বললো সে। 'আমি কিছু দক্ষ লোক দিচ্ছি।'

'না···শুধু ক্যাপ হলেই চলবে,' বললাম আমি।

'পাগল নাকি ? কমপক্ষে ছ-সাতজন হবে ওরা।'

'শোনো, পোসির ঝামেলা কম নয়। দলে উগ্র টাইপের লোক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পারলে আমি ওদের জীবিত ধরতে চাই।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিলো সেকসটন, 'মরার শখ হয়ে থাকলে কে ঠেকাবে—যা ভালো বোঝো করো।'

'আমি আসবো ?' প্রশ্ন করলো অ্যানজেল।

'না।' ওকে দারুণভাবে দরকার, কিন্তু এ-ব্যাপারে ও যত কম জড়ায় ততই ভালো। 'ক্যাপই যথেষ্ট।'

ওই সাতজন একত্রে বেশিক্ষণ থাকবে না। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, ফলে অনেকটা হালকা হয়ে যাবে আমাদের বোঝা।

আকাশ মেঘলা, আলভার্দো র‍্যানচে প্রাণের কোনো সাড়া নেই। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে কার্লোসের হাল মিগুয়েলকে জানালাম আমি। 'সিনর, আমিও যাবো,' সঙ্গে সঙ্গে বললো ও।

'এখানেই থাকো।' কর্তৃত্বের সুরে বললাম। 'ওরা ভেবেছে, কার্লোসকে মেরে সিনোরিটার সব আশাভরসা চুরমার করে দেবে। কার্লোস নেই, তুমি তো আছো। তুমি ওর জায়গা নেবে, মিগুয়েল, তুমি ফোরম্যান হবে।'

হকচকিয়ে গেল মিগুয়েল। 'কিন্তু আমি—'

'সিনোরিটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমার,' বললাম আমি। 'বাছাই করে বারোজন লোক নাও সঙ্গে, বেলার সব গরু জড়ো করে পাহারা বসাও। আমার ধারণা, এ-বার তোমাদের ব্যবসা বন্ধ করতে চাইবে ওরা।'

দ্রুত ভেতরে গিয়ে রোসাবেলাকে সব জানালাম আমি। মিগুয়েলকে বলেছি, তাও বললাম।

'মিগুয়েল কাজের লোক,' বললাম। 'কতটা ও নিজেও বোধ করি জানে না। ওকে ক্ষমতা, দায়িত্ব দাও—দেখবে ঠিক সামলে নেবে।'

'তুমি কী করবে?'

'কেন—একজন ডেপুটি শেরিফের যা দায়িত্ব। খুনীদের ধরবো।'

'তোমার ভাইয়ের কী মত?'

'যে করেই হোক ওদের খুঁজে বের করতে বলেছে।'

'নীল —সাবধানে থেকো।'

এ-বার হাসি এসে গেল আমার। 'কেন, ম্যাম,' হাসতে হাসতে বললাম, 'তর সইছে না বুঝি।'

ও কেবল তাকিয়ে রইলো। চোখদুটো যেন বলছে, 'হ্যাঁ।'

গ্যাপ থেকে ক্যাপ আর আমি ওদের ট্রেইলে উঠলাম। ট্র্যাক লুকাবার চেষ্টা করেনি ওরা, দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যবধান বাড়াতে চেয়েছে।

চারিদিকে সবুজের সমারোহ, পাহাড়ী তৃণভূমি, সিডারে-মোড়া চুড়ো। পাইন বনের ভেতর দিয়ে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুলাম। রাতে ক্যামপ করলাম একটা ঝরনার ধারে। এখানে আমাদের আগুন চোখে পড়বে না কারো।

ওরা বিরাট পোসি আশা করছে, সুতরাং আমাদের দেখতে পেলেও চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। কেলিকে বেছে নেবার পেছনে এটাও একটা কারণ। সচরাচর আমি গেলডিং বা অ্যাপালুসায় চড়ি, কেলিকে না চিনবার সম্ভাবনাই বেশি।

কফি বানিয়ে অন্ধকারে সরে বসলো ক্যাপ। আগুনে খড়ি গুঁজে দিচ্ছে, এটা ওর কথা শুরুর পূর্বাভাস।

'ভাবলাম তোমার জানা দরকার। টম ওয়াটকিনসের বাসায় গিয়েছিল হার্সট।'

ঢোক গিলতে গিয়ে গরম স্যুপে জিভ পুড়িয়ে ফেললাম-আমি। 'হার্সট টমের কাছে?'

'হ্যাঁ। বহুক্ষণ ছিলো।'

'কার কাছে শুনলে ? টম বলেছে ?'

'না···আমার এক বন্ধু থাকে ও-দিকে।'

'তারপর ?'

'বেশ কিছু সময় আলাপ করেছে ওরা। হার্সটকে বিদায় জানাতে ফটক পর্যন্ত এসেছিল টম।'

টমের বাসায় জোনাথন হার্সট···ঠিক মিলছে না যেন। নাকি মিলছে ?

বিষয়টা নিয়ে যত ভাবছি, ততই উদ্বেগ বাড়ছে। টম ওয়াটকিনস অস্থিরপ্রকৃতির লোক, যেভাবে মদ ধরেছে, এবং ইদানীং ওর যে-মানসিকতা— একটা দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়।

আনজেলের সঙ্গে হার্সটের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না, হার্সট দেখা করেছে টম ওয়াটকিনসের সাথে। নাহ্, পছন্দ হচ্ছে না আমার।

ষোলো

পুবের পাহাড়ে ফিকে কমলা রঙের আভা ফুটতে আমরা স্যাডলে চাপলাম। সারা রাতের বিশ্রামে নবোদ্যমে ছুটছে কেলি। একাগ্রতা জেগে উঠছে আমার মাঝে। যে-কাজে যাচ্ছি তাতে এর প্রয়োজন আছে। প্রতিপক্ষ ভয়ঙ্কর, ছেড়ে কথা কইবে না। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব কাজটা সমাধা করা। এই অবস্থায় কেউ পরিণামের কথা চিন্তা করে না, বরং একের পর এক বাধা পেরিয়ে যায়।

নিঝুম পরিবেশ। গোধূলির পূর্বমুহূর্তে সব কিছু নীরব নিথর। গায়ে কোট থাকা সত্ত্বেও শীত শীত করছে। বিস্বাদ হয়ে আছে মুখ, গালে দাড়ির অনুভূতি বিরক্তিকর ঠেকছে···শহরে থেকে রোজ শেভ করার বাজে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

এই আবছা আলোতেও নুয়ে-পড়া ঘাসে আততায়ীদের ট্রেইল দেখতে পাচ্ছি। গাছপালার আড়ালে ওদের চোখে পড়লো গতরাতের ক্যামপ।

ট্র্যাক লুকোবার চেষ্টা করেনি। এর অর্থ, নিরাপদ বোধ করছে ওরা। ধৈর্যসহকারে জায়গাটা পরখ করলাম আমরা। যাদের ট্রেইল করছি, তাদের স্বভাব জানা থাকলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজ।

ভালো খাওয়া-দাওয়া করেছে। সঙ্গে প্রচুর খাবার এনেছিল। অন্তত দুজন মদ খেয়েছে, ক্যামপের অদূরে একটা খালি বোতল চোখে পড়লো। লতাপাতার আড়ালে লুকোনো ছিলো বোতলটা। অর্থাৎ, এরা চাচ্ছিল না সঙ্গীরা ব্যাপারটা টের পাক।

'নতুন বোতল,' ক্যাপের হাতে দিয়ে বললাম আমি।

ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকলো সে। 'দামী হুইসকি।'

'তাই। পানির মতো টাকা খরচ করছে।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো ক্যাপ। 'মনে হচ্ছে তোমার তাড়া নেই।'

'কাজ শেষ, এ-বার মজুরি নেবে। যার কাছ থেকে পাওনা বুঝে নেবে আমি তাকে ধরতে চাই।'

'লোকটার পরিচয় আঁচ করেছো কিছু?'

'না···শুধু এটুকুই জানি ওর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে এরা। ইতিপূর্বে আরো দুবার কার্লোসের ওপর হামলা চালিয়েছিল, তৃতীয়-যাত্রায় সফল হয়েছে। এ-বার আসছে অন্যদের পালা। সুতরাং ওদের থামাবার একমাত্র উপায় পালের গোদাকে ধরা।'

কথা বলতে বলতে সহসা একটা ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। পায়সানোকে সোনা দিচ্ছে ফেটারসন। মনে রাখবার মতো ঘটনা।

'পশ্চিমে যাচ্ছে,' আচমকা বললো ক্যাপ, 'তার মানে কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

'ট্রেস রিটোস?'

'সম্ভবত।' একটুক্ষণ চিন্তা করলো ক্যাপ। 'দায়িত্ব শেষ, অতএব ফুর্তি করতে চাইবে। কাছাকাছি জায়গা একটাই—ট্রেস রিটোস।'

'এখান থেকে বেশি হলে ঘণ্টাদুয়েক রাস্তা,' ওদেম্ন ট্রেইল লক্ষ্য করে বললাম আমি। 'ঠিক আছে, ওখানেই চলো।'

তবু ট্রেইলের প্রতি সতর্ক নজর রাখলাম। যে-কোনো সময় আক্রমণ আসতে পারে। বিপজ্জনক এলাকায় যারা চলাফেরা করে তাদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ হয়। পশুর মতো অনায়াসে বিপদের গন্ধ পায়।

এ-পর্যন্ত সব কিছু সহজ ছিলো, কিন্তু এখন আমার হাতে রাইফেল শোভা পাচ্ছে, বিপদ মোকাবেলায় তৈরি। সাতজন খুনীকে অনুসরণ করছি আমরা। হয়তো বোকা বানাতে সক্ষম হয়েছি কারণ ওরা পোসি আশা করবে। তবে কেবল অনুমানের ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

এ-ধরনের লোকের বিরুদ্ধে দায়সারাভাবে এগোনো উচিত নয়; পেশাদারী মনোভাব নিতে হয়। নিখুঁত পরিকল্পনা করে সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হয়। সত্যিকারের সাহসী বা লড়ুয়ে লোক কখনো হঠকারিতা করে না—হঠকারিতা বহু সময় মৃত্যু ডেকে আনে।

ক্যাপ রাশ টানলো। 'সিগারেট খাবো,' বলে রাইফেল হাতে নামলো স্যাডল থেকে।

গাছপালার ভেতর ঘোড়া লুকিয়ে রাখলো সে। আমি অনুসরণ করলাম ওকে। কেলিকে নিয়ে এই এক সমস্যা—সবুজ প্রান্তরে দাবানলের মতো দেখায়।

ঝোপের ভেতর বসে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছি। ট্রেইলের বহু ওপরে একটা চাতাল, ট্রেস রিটোস দেখা যায় ওই চাতাল থেকে।

'ওখানে উঠে একবার দেখা দরকার,' প্রস্তাব দিলাম আমি।

'কিন্তু ওরা যদি অন্যদিকে বাঁক নেয়?'

'ফিরে এসে আবার ট্রেইল ধরবো।'

ধীর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে উঠতে লাগলাম আমরা। মাইলটাক যাবার পর ক্যাপ তার রাইফেল নাচিয়ে ইশারা করলো।

পাহাড়ের নিচের দিকে, ট্রেইল থেকে সামান্য ভেতরে, গাছের সাথে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। ওগুলোর মধ্যে একটা কালো রোয়ান। পায়সানোকে ওই ঘোড়ায় চড়তে দেখেছি আমি।

সন্ধ্যা নাগাদ ট্রেস রিটোসে ঢুকলাম। এর আগে আশপাশ ঘুরে চিনে নিয়েছি সব কিছু।

'আমরা লিভারি স্ট্যাবলে গেলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে সহিস ঝিমোচ্ছে। কপালে লালপট্টি বাঁধা, নাভাজোর মতো চেহারা। আমাদের ঘোড়া ভেতরে নিয়ে গেল সে, স্টলে বেঁধে খৈল খেতে দিলো। ক্যাপ ভেতরে উঁকি মেরে বললো, 'নেই, আমরা বোধ হয় আগেভাগে এসে পড়েছি।'

স্যালুন মালিকের বেশভূষা নোংরা, দোআঁশলা। বাঁ-চোখের ওপরে কাটা দাগ, যেন কেউ কুড়োলের কোপ বসিয়েছে।

আমরা কফি চাইতে ও রান্নাঘরের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো কিছু। বছরষোলোর এক কিশোরী কফি নিয়ে এলো। ওকে আমি চিনি, নাম টিনা ফার্নানদেজ। বস্তুত সান্তা ফের প্রায় মহিলাই আমার পরিচিত।

তবে মেয়েটার হাবভাবে পরিচিতের ভঙ্গি ফুটলো না। কাপে কফি ঢালবার ছুতোয় মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে করে বললো, 'কুইডাডো' —যার অর্থ আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

কফি পান শেষে আমরা মটরশুঁটি আর টরটিলার স্টু খেলাম।

আমি রান্নাঘরের দরজার প্রতি নজর রাখছি, ক্যাপ রাস্তার দিকে।

রান্নাটা মোটামুটি, কফিও বেশ সুস্বাদু। আরেক কাপ করে নিলাম। 'কোরালের পেছনে,' চাপা গলায় বললো মেয়েটা, 'রাতে।'

জিভের ডগা দিয়ে ক্যাপ তার পাকা গোঁফ ভিজিয়ে নিলো। কঠিন চোখে তাকালো আমার পানে। 'কাজের সময় ফুর্তি করো নাকি?'

'ফুর্তি নয়—খবর মিলবে।'

কফি খেয়ে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বিল মেটাতে গেলাম আমি, ক্যাপ রাস্তার প্রতি লক্ষ্য রাখছে। চোখ কুঁচকে আমাকে জরিপ করলো বারটেনডার, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে?'

'চিনলেও,' আমি বললাম, 'ভুলে যাও।'

ফাঁকা রাস্তা। এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। আমরা কি অনুমানে ভুল করেছি? ওরা অন্য কোথাও গেছে? নাকি এখানেই কোথাও ওত পেতে আছে আমাদের জন্যে?

অন্ধকারে ঘামছি আমি। তালু খটখটে, বুকের ভেতর ড্রাম পেটাচ্ছে। কচিৎ দু-একটা পথচারী চোখে পড়ছে।

এক ঘণ্টা বাদে শহরে ঢুকলো ওরা। আস্তাবলে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে থাকায় দেখতে পাচ্ছি না, তবে খুরের আওয়াজ কানে আসছে।

সোজা স্যালুনে গেল। পেছনের রাস্তায় ট্রেস রিটোসে ঢুকেছি আমরা। নিশ্চয়ই ট্র্যাক চোখে পড়েনি ওদের, সুতরাং বারটেনডার না জানলে আমাদের উপস্থিতি টের পাবে না।

খড়ের পালায় শুয়ে আছি, কান খাড়া, কিন্তু আমার মন বাড়িতে

ফিরে ফিরে যাচ্ছে—টম, অ্যানজেল, বেলা, আমার নিজের ভবিষ্যৎ নানান চিন্তা জাঁকিয়ে বসছে মাথায়।

বিশেষ কোনো মতলবেই টম ওয়াটকিনসের সাথে দেখা করেছে জোনাথন হার্সট, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না সে। এত দিন ওর কোনো কাজে আসেনি টম। কিন্তু সান্তা ফেতে যে-রাতে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিল হার্সট, ওর মাঝে আপসের ভাব জেগে উঠেছিল।

জোনাথন হার্সটের মতলব কী? কুকুর যেমন হাড়ের জন্যে ছোঁক ছোঁক করে, তেমনি এই ভাবনাটাও পীড়ন করছে আমাকে। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত: এতে আমাদের কোনো মঙ্গল নিহিত নেই।

উঠে বসে পাইপ ধরালো ক্যাপ। 'তুমি খুব ছটফট করছো, বাছা।'

'ভালো ঠেকছে না।'

'কী করবে বলো—শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সমস্ত অশান্তির গোড়া উপড়ে ফেলতে হবে।' কয়েক মিনিট নীরবে তামাক সেবন করলো সে। 'হার্সটের মতো লোকজন আমি এর আগেও দেখেছি··· একবার কোনো কিছুর প্রতি লোভ জাগলে এদের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—যত বাধা পায় ততই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।' এক মুহূর্ত থেমে যোগ করলো, 'বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচ হয়ে ওঠে··· লোভের জিনিসটা তাড়াতাড়ি পেতে চায়, কারণ জানে তার আয়ু ফুরিয়ে আসছে।'

তাজা খড়, ঘোড়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ওদের খড় চিবুনোর শব্দে ঝিমুনি পাচ্ছে, তবু ঘুমুতে পারছি না আমি।

উঠে পড়লাম, গা থেকে খড় ঝেড়ে গানবেলটা বসিয়ে দিলাম

জায়গামত। মইয়ের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

'খুব হুঁশিয়ার।'

কোরালের পেছনে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ঢিমে লয়ে মুহূর্তগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে, এক সময় ঘাসের ওপর ক্ষীণ পদশব্দ জাগলো, অদূরে একটা ছায়া চোখে পড়লো আমার, হালকা মেয়েলি সুবাস আসছে।

'সিনর?'

চাপা সুরে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা, এগিয়ে এলো আমার কাছে। খুঁটির সাথে সটান দাঁড়িয়ে আঁধারে মিশে রইলাম আমি।

'ওরা চলে গেছে,' বললো টিনা।

'কী?'

'চলে গেছে,' আবার বললো ও, 'আপনার জন্যে ভয় হচ্ছিল আমার।'

জানালো, স্যালুনের পেছনে ওদের ঘোড়া লুকানো ছিলো, ড্রিংকস সেরে এক-এক করে সটকে পড়েছে।

'আমাদের বোকা বানিয়েছে।'

'একজন আছে এখনো—দোতলায়। কাল ভোরেই চলে যাবে।'

'কে?'

'এ-লোকটাই ওদের পাওনা মিটিয়েছে, সোনালি চুল।'

ফেটারসন? হতে পারে।

'টাকা দিতে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, সিনর। নিজের চোখে দেখেছি। সব সোনা।'

'টিনা, হুয়ান কার্লোসকে খুন করেছে ওরা… চিনতে ওকে?'

'সি…ভালো লোক ছিলো।'

'কোর্টে ওদের বিরুদ্ধে তুমি সাক্ষী দিতে পারবে, টিনা? পারবে বলতে—স্বচোখে টাকা দিতে দেখেছো? তোমার বিপদ হতে পারে।'

'পারবো, সিনর। আমি ভয় পাই না।' অন্ধকারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ও। 'সিনোরিটা আলভার্দোকে তুমি ভালোবাস, আমি জানি, সিনর। আমাকে একটু সাহায্য করবে? নিয়ে যেতে পারবে এই নরক থেকে। এই স্যালুন মালিক আমার…তোমরা কী বলো একে? ও আমার মাকে বিয়ে করেছে।'

'স্টেপফাদার।'

'সি…আমার মা মারা গেছে। আমি সান্তা ফে যেতে চাই, কিন্তু ও জোর করে আটকে রেখেছে।'

'নিয়ে যাবো—কথা দিলাম।'

লোকগুলো চলে গিয়েছে। ওদের দেখতে পাইনি আমরা। পায়-সানো ছিলো বলে ও জানালো। আর একজনকে মাত্র চেনে। নাম, জিম লেকার, গাট্টাগোট্টা কঠিন চেহারার লোক। প্যানি রকে একেও দেখেছিলাম। তবে ফেটারসনকেই সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ওই আমাকে নিয়ে যাবে হার্স্টের কাছে।

রাতে বিশেষ ঘুমোলাম না আমরা, ভোরের আগেই বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। গা ঘিনঘিন করছে আমার, গোসলের জন্যে মন আনচান করছে অথচ উপায় নেই। পিস্তলটা পরখ করলাম একবার, তারপর দুজনে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলাম। বাতি জ্বলছে রান্না-ঘরে, পেছন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা।

গেনজি, প্যান্ট পরে কাজ করছে বারটেনডার। একটা নোংরা

বেডরোল গোটানো এক কোণে। কয়েকজোড়া জুতো-মোজা মেঝেতে ছড়ানো ছিটানো, দেয়ালে কয়েকটা ময়লা কোট ঝুলছে। একটা পেরেকে গানবেলট টাঙানো। আমি চেমবার খুলে টোটা বের করে নিলাম, ক্রুদ্ধ চোখে দেখলো বারটেনডার।

'কী হচ্ছে ?'

ওকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকার হলঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম, ক্যাপের হাতে একটা লণ্ঠন, শিখা কমানো।

'কোন রুমে আছে ও ?'

বারটেনডার নীরবে তাকালো আমার দিকে। ক্যাপ ভুরু কুঁচকে বললো, 'এখানেই সারবো, না জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যাবো—ওখানে লাশ খুঁজে পাবে না কেউ ?'

সভয়ে এক পা পিছালো বারটেনডার। 'না, শোনো।' মিনতি ফুটলো গলায়। 'কিচ্ছু করবো না আমি।'

'পথের কাঁটা শেষ করে দেয়াই ভালো,' ভয়াল সুরে বললাম আমি। 'চলো, জঙ্গলে নিয়ে যাই।'

নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে ক্যাপকে, আর লোকে তো বলেই হাসির চেয়ে মানুষ খুন করা নাকি আমার কাছে অনেক সোজা।

'দাঁড়াও…বলছি…ছনম্বরে আছে, দোতলায়।'

সয়্যারকে বললাম, 'ক্যাপ, তুমি পাহারায় থাকো।' তারপর বারটেনডারের দিকে ফিরলাম। 'দোয়া করো, ওকে যেন ওই ঘরে পাই।'

পা টিপে টিপে দোতলায় উঠলাম আমি, কোটের তলায় হারিকেন ঢেকে এগিয়ে গেলাম ছনম্বর কামরা লক্ষ্য করে।

আমি যখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম, ওর চোখ খোলা ছিলো। কিন্তু আচমকা আলো পড়ায় হকচকিয়ে গেল, তারপর ঝটিতি বেড-সাইড টেবিলে-রাখা পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো।

'তোলো, ফেটারসন। আমার তাহলে মারতে সুবিধেই হবে।'

পিস্তলের ওপর শূন্যে থেমে গেল ওর হাত, ধীরে ধীরে টেনে নিলো। চুপ করে বসলো খাটের কিনারে, চোখজোড়া জ্বলছে ধিকি-ধিকি।

'ওসমান? আরো আগেই বোঝা উচিত ছিলো আমার।' সাবধানে পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে লাগলো সে। 'কেন এসেছো?'

'তোমাকে গ্রেফতার করতে, ফেট—খুনের অভিযোগে। ভালো উকিল দিতে পারলে হয়তো বেঁচে যাবে, কিন্তু পাঁয়তারা করলে...'

ম্যাচের কাঠি জ্বেলে সিগারেট ধরালো ও। 'বেশ...বেকায়দায় যখন পেয়েছো।'

'জলদি কাপড় পরো।'

সময় নিয়ে পোশাক পালটালো সে, ইচ্ছে করেই আমিও তাড়া দিলাম না। চিন্তাভাবনার সুযোগ পেলে ও জেলে যাবার সিদ্ধান্তই নেবে। ওর বিরুদ্ধে তেমন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। আমার কেস নিতান্তই কাঁচা, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী টিনা—তাও আবার খুনের নয়। ফলে, হার্সটের সহায়তায় বেকসুর খালাস পাবার সম্ভাবনাই বেশি।

পরদিন দুপুর নাগাদ মোরায় ফিরে ফেটারসনকে হাজতে পুরলাম। তপ্ত খইয়ের মতো অবস্থা হলো শহরবাসীদের।

গরাদে হাত দিয়ে দাঁড়ালো ফেটারসন। 'বেশিক্ষণ রাখতে পারবে

না আটকে,' বললো ও। 'আমি নির্দোষ।'

'ওদের পাওনা মিটিয়েছ তুমি। পায়সানোকে আগাম দিয়েছো।'

ঈষৎ নড়ে উঠলো ওর চোখের পাতা। দীর্ঘকাল আগে এমনটা দেখেছিলাম একবার—অ্যাবিলেনে স্যালুনের পেছনে কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে এ-রকম করেছিল।

'উতলা হচ্ছো কেন,' বললাম, 'মামলা কোর্টে উঠতে উঠতে ঠিকই প্রমাণ জোগাড় করে ফেলবো।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো সে। 'পারবে না—আটঘাট বাঁধা আছে।'

বাইরে, দুপুরের রোদে বেরিয়ে এসে দেখলাম, জোনাথন হার্সট বাকবোর্ড থেকে নামছে।

জোনাথনের ব্যাপারে একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়—কর্মিতকর্মা।

সতেরো

বহু দিন পর জোনাথন হার্সটের মুখোমুখি হলাম আমি। খোলা দরজা দিয়ে সোজা আমার ছোট্ট অফিস-কামরায় ঢুকলো সে, ধূসর নীল চোখদুটো রাগে কঠিন দেখাচ্ছে। 'মিঃ ফেটারসনকে তুমি গ্রেফতার করেছো। আমি নিতে এসেছি।'

'সরি।'

'কেন ধরেছো?'

'হুয়ান কার্লোসকে খুনের দায়ে।'

আগুন ঝরছে হার্সটের চোখ থেকে। 'মিথ্যে কথা। ও আমার লোক বলেই ধরেছো, জানি, আমাকে তুমি ঘৃণা করো। ছেড়ে দাও, নইলে তোমার চাকরি চলে যাবে।'

লোকটা জানে না, এই হুমকির কোনো মূল্য নেই। জোনাথন হার্সট ক্ষমতালোভী মানুষ, তাই বুঝতে পারছে না এই চাকরির প্রতি এতটুকু মোহ নেই আমার—বরং ছাড়তে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

'কোর্টে চালান দেবো।'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো হার্সট। 'হু', তুমি দেখছি যুক্তি মানো

না।' শীতল হয়ে উঠেছে ওর গলা।

'একজন লোক খুন হয়েছে, মিঃ হার্সট। এই অবস্থায় যে-কেউ বললেই আসামীকে ছেড়ে দিতে পারি না আমি। নিরীহ মানুষের স্বার্থেই অপরাধ দমন করা দরকার, বিশেষ করে,' চিবিয়ে চিবিয়ে যোগ করলাম, 'ভাড়াটে খুনীদের।'

ওর ভিত টলে যাবে এতে, বোধ হয় গেলও তাই, কিন্তু চেহারায় কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। 'মানে?'

'প্রমাণ আছে, হুয়ান কার্লোসের খুনীদের ভাড়া করেছিল ফেটারসন।'

ঠিক, ভাঁওতাই দিচ্ছি আমি। প্রমাণের অভাবে এ-কেস টিকবে না কোর্টে। সাক্ষী বলতে এক আমি, দেখেছি পায়সানোকে টাকা দিচ্ছে ও। আর টিনা। ট্রেস রিটোসে ফেটারসন যখন খুনীদের পাওনা মেটায়, টিনাও তখন ছিলো সেখানে।

'অসম্ভব।'

একতাড়া কাগজ তুলে নিয়ে বাছতে শুরু করলাম। হার্সট সমাদর পেতে চায়, আমার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হলো।

'মিঃ হার্সট,' বললাম, 'আমার বিশ্বাস এই খুনের সঙ্গে আপনি জড়িত। এটা প্রমাণিত হলে আপনারও ফাঁসি হবে।

আমাকে নিরাশ করলো সে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলো।

'তোমার ভাই জানে?'

'আমার কাজে নাক গলায় না সে। আমিও তার ব্যাপারে গলাই না।'

'মিঃ ফেটারসনের জামিন কত?'

'জানেনই তো, ওটা জাজের এক্তিয়ার—আমার নয়। তবে খুনের কেসে জামিন হয় না।'

আর একটা কথাও বাড়ালো না সে, ঘুরে বেরিয়ে গেল। হার্সট যদি টের পায় আমার কেস দুর্বল, ধোপে টিকবে না, স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে···এই টাইপের লোকদের খোঁচালে এরা তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেয়, এবং ফাঁদে পা দেয়।

বিল সেকসটন দফতরে ঢুকলো, সঙ্গে ক্যানাভান। উদ্বিগ্ন চেহারা দুজনের।

'কেস কেমন, মজবুত?' জিজ্ঞেস করলো সেকসটন।

'সময় হলেই দেখবে।'

নিজের গাল ঘষলো সেকসটন, একটা সিগার বের করলো। একদৃষ্টে ওটা দেখছে সে, ওর মনোভাব পরিষ্কার টের পাচ্ছি আমি। হাসি পাচ্ছে এই অহেতুক ভনিতা দেখে।

'জোনাথন হার্সটের খুব ঘনিষ্ঠ লোক এই ফেটারসন,' বললো সেকটন। 'খুনের দায়ে ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। হার্সটের কাছে প্রমাণ আছে ওই সময় ঘটনাস্থলের আশপাশে কোথাও ছিলো না ফেটারসন।'

'একটা জিনিস ভুলো না, নীল,' বললো ক্যানাভান, 'অ্যানজেলের সাফল্যের পেছনে জোনাথনের সাহায্য কম নয়।'

'ভুল।' এতক্ষণ ডেসকের ওপর পা তুলে বসেছিলাম, এইবার নামিয়ে হেলান দিলাম চেয়ারে। 'কিসস্যু করেনি ও। অ্যানজেল এমনিতেও জিতবে টের পেয়ে সবার আগে গলায় মালা দিয়েছে।

ফেটারসনকে ছেড়ে দেয়া হলে আমি ইস্তফা দেবো।'

'এটা কি ফাইন্যাল ডিসিশন?' প্রশ্নটা ক্যানাভানের।

'হ্যাঁ।'

মনে হলো ও যেন হাঁফ ছাড়লো। বিল ক্যানাভান অন্তত একটা নীতি মেনে চলে, কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে তার শেষ দেখে ছাড়ে। ও জানে, আমি ঠিক কাজটিই করছি।

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিলো শেরিফ, 'তবে যা করার তোমাকে একা করতে হবে।'

সন্ধ্যের বেশ কিছু পরে অফিসে ফিরলো ক্যাপ। অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে মামলার ব্যাপারে ভাবছিলাম আমি।

দেয়ালে গোড়ালি ঠেকিয়ে দাঁড়ালো ক্যাপ, পাইপ ধরালো। 'উইলসন নামে এক লোক এসেছে শহরে,' বললো ও। 'পাঁড় মাতাল। দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছে, অথচ এই কদিন আগেও ফকির ছিলো।'

'হুঁ।'

'মাতলামি করছে,' বললো ক্যাপ।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ভেতর দিককার দরজা খুলে সেলের কাছে গেলাম। ফেটারসন চৌকিতে শুয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কাঠামো চোখে পড়ছে। সিগারেট ফুঁকছে।

'কখন খাবে?'

মেঝেতে বুট ঘষলো ফেটারসন। 'যখন দেবে।'

'আচ্ছা।' ফিরতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম আমি, সহজ গলায় প্রশ্ন করলাম, 'উইলসন বলে কাউকে চেনো?'

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামালো সে। 'কই, না তো।'

'চেনা উচিত···ভীষণ মদ খায়। এ-জন্যেই বলে, সবাইকে টাকা দিয়ে বিশ্বাস নেই।'

দরজা ভিজিয়ে আবার আমি চেয়ারে এসে বসতে, ক্যাপ বাতি ধরালো। 'ওর এখন মাথা খারাপের মতো অবস্থা হবে' বললো সে।

পাছে উইলসন সব ফাঁস করে দেয় এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠবে ফেটারসন। বাইবেলের সেই বিখ্যাত উক্তিটা যেন কী? 'দ্য গিলটি ফ্লী হোয়েন নো ম্যান পারস্যুয়েথ।'

ওই নির্জন সেলে ফেটারসনের দিশেহারা অবস্থা। তার ওপর জোনাথন হার্সট ওর সাথে দেখা করেনি। জোনাথন কি ওকে ফাঁসাবার তালে আছে? কথাটা যখন আমার মাথায় এসেছে, ফেটারসনও ভাববে নিশ্চয়ই।

ক্যাপ অফিসে রইলো, আমি রেস্তোরাঁয় গেলাম খেতে। টম ওয়াটকিনস ঢুকলো। ওর বিরাট দেহ, কাঁধ আর উচ্চতায় দরজার অনেকটা ঢাকা পড়েছে। একমুখ দাড়ি, নেশায় চোখ ঢুল ঢুল। হঠাৎ আলোয় এসে বারদুয়েক পাপড়ি ফেললো, তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। ঈষৎ টলছে।

'ফেটারসনকে ধরেছো তাহলে?' হাসলো সে, চোখে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। 'এ-বার কী করবে?'

'সাজা দেবো,' আমি জবাব দিলাম। 'আমরা জানি, টাকা ও দিয়েছে।'

'হুঁ।' ওয়াটকিনসের কণ্ঠে অবজ্ঞার সুর। 'তা তোমার ভাই—ওই ভণ্ড হারামিটার কী মত?'

'টম গাল দিও না,' শান্ত গলায় বললাম আমি।

আমার দিকে তাকালো সে, মনে মনে প্রমাদ গুনলাম ও বুঝি রুখে উঠবে। টম ওয়াটকিনসের সাথে ঝগড়া করতে চাই না আমি।

'সরি,' বললো টম, 'মাথা ঠিক ছিলো না।' দম নিয়ে বললো, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা উচিত নয়। আমরা অনেক সুখদুঃখের সাথী।'

'তাই,' বললাম আমি। 'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, টম, তবে অ্যানজেল কিন্তু আজো ভালোবাসে তোমাকে।'

'ভালোবাসে?' ওর ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়লো। 'হ্যাঁ, তা বাসে বৈকি—নইলে কি আর পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ওর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা, নিজের নাম সই করতে কলম ভেঙে ফেলতো···আমিই পড়ালেখা শেখালাম। প্রতিদানে কী পেলাম? না আমার পিঠে ছুরি বসালো। আর তুমি তাতে সাহায্য করলে।'

'ইচ্ছে করলেই তোমরা সব কিছু বাটোয়ারা করে নিতে পারো, টম। এখনো পারো।'

'জাহান্নামে যাক। আমি কিছু করতে গেলেই ও বাধা দেয়। আগামীবারে আর জোনাথন হার্স্টের সাহায্য পাবে না ও—এই বলে রাখলাম।'

'কিচ্ছু আসে যায় না তাতে।'

মুখ বিকৃত করলো টম। 'আলবত যায়। ওর সমর্থন ছাড়া অ্যানজেলের মুরোদ হতো না জেতা। সেই হার্স্টও এখন চটা।'

'হার্স্ট সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছু জানো দেখছি?'

হাসলো টম। 'জানিই তো। কিটিও বিরক্ত। একটু সবুর করো,

নিজেই দেখতে পাবে।'

'টম, ভুল করছো। অ্যানজেল কখনোই তোমাকে অপছন্দ করে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমরা একই জিনিসের দিকে হাত বাড়িয়েছ—তবে তুমি চাইলে ও কিন্তু সাহায্য করতো তোমায়, যেমন তুমি করেছো।'

খাওয়া থামিয়ে মুখ তুললো সে, 'তোমার ওপর আমার রাগ নেই, নীল, কোনো রাগ নেই।'

এরপর আর কোনো কথা হলো না। বোধ হয় আমরা একে অপরের মর্মজ্বালা উপলব্ধি করছি। সেটাই স্বাভাবিক, বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধা একত্রে পেরিয়েছি। এ বড় নিবিড় বন্ধন। তবু ও যখন বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালো, একটা-কিছুর অভাব বোধ করে, আমার ধারণা, আমরা দুজনেই কষ্ট পেলাম।

বাইরে গিয়ে এক মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো সে, এমন একটা ভালোমানুষের অধঃপতন দেখে আমার হৃদয় ভার হয়ে উঠলো। এই হয়; মদ, ঈর্ষা-দ্বেষ মানুষের সর্বনাশ করে, তিলে তিলে শেষ করে দেয় তাকে। জোনাথন হার্সট ওর সাথে দেখা করেছে কেন?

ওই রাতেই উইলসনকে আটক করলাম আমি। ফেটারসনের সাথে যাতে ওর শলাপরামর্শ না-হয় সে-জন্যে আমরা প্রথম মোরায় এসে শহরের উপকণ্ঠে যে-বাড়িতে ক্যামপ করেছিলাম, সেখানে নিয়ে গেলাম।

ওখানে ওর পাহারায় রইলো ক্যাপ, বোতলটা ইতিমধ্যে কেড়ে নিয়েছি। ফেটারসনকে পাহারা দিতে জো এলো, আমি ঘোড়ায় চেপে বনের পথ ধরলাম। আলেয়ার পেছনে ছোটা নয়, মিগুয়েল

খবর দিয়েছে শহরের প্রান্তে ক্যামপ করেছে দুজন লোক, ওদের মধ্যে একজন পায়সানো।

পেছনের একটা পাহাড়ে উঠলাম আমি। ফিলড গ্লাসের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলাম ওদের ক্যামপের অবস্থান। পাইন আর পাথরে-ঘেরা ছোট্ট একফালি জায়গা। দিনের ভেতর অমন পঞ্চাশবার ওই পথে যাতায়াত করলেও চোখে পড়বে কি না সন্দেহ। মিগুয়েল জেনেছে দৈবাৎ। এক মেকসিক্যান কাঠ কুড়োচ্ছিল জঙ্গলে, ওদের আসতে দেখে ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দেয় সে। তারপর চুপিসারে ওদের ডেরা চিনে মিগুয়েলকে খবরটা দিয়েছে।

আরেকজন বোধ হয় জিম লেকার—খর্বকায়, চওড়া শরীর। বেশিরভাগ বসেই থাকছে জোড়াসনে, সারাক্ষণ রাইফেল রয়েছে হাতে।

একটুও তাড়া নেই ওদের। এখানে ক্যামপ করবার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় মতলব আছে। সম্ভবত হাজত ভেঙে ফেটারসনকে উদ্ধারের প্ল্যান আঁটছে। এদের জীবিত ধরা চাই, যদিও সেটা নেহাত সহজ নয়—এরা লড়বে।

ক্যামপ থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, দৃষ্টিসীমার বাইরে, একটা ঝরনা। জায়গাটার অবস্থান দেখে মনে হয়, এখানে আগেও এসেছে ওরা। পাশাপাশি দুটো বড় পাথরচাঁইয়ের সামনের অংশে ডালপালা দিয়ে আড়াল তোলা। দিনের বাকি সময়টুকু ওদের ওপর নজর রেখেই কাটালাম। মাঝেমধ্যে পালা করে মোরায় যাবার সরু ট্রেইলটা জরিপ করে আসছে ওরা।

পর্যাপ্ত খাবার আছে ওদের কাছে, দুটো বোতলও চোখে পড়লো,

তবে কেউই বিশেষ ছুঁচ্ছে না।

সাঁঝের আগেই ওখানকার প্রতিটি ইনচি আমার নখদর্পণে এসে গেল। অন্ধকারে নীরবে চলাফেরার পথও খুঁজে পেয়েছি। রাত নামলে ঘোড়াটাকে ক্রীকে পানি খাইয়ে, তাজা ঘাসে সরিয়ে নিলাম। তারপর কিছু খাবার আর ক্যানটিনসহ নেমে গেলাম ওদের ক্যামপের কাছাকাছি।

ছোট্ট আগুন জ্বালিয়েছে, কফি তৈরি হচ্ছে। শিককাবাবের চমৎকার সুবাসে জল এসে যাচ্ছে জিভে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি, ভালো খাবারের ঘ্রাণের সাথে বাসি স্যানডউইচ চিবুচ্ছি। যদিও ওদের গলার আওয়াজ পাচ্ছি, একটা কথাও বোধগম্য হচ্ছে না।

ফেটারসন জেলে থাকায় জোনাথন হার্সট নিজেই দেখা করতে আসবে বলে আমার ধারণা। লোকটা ভীষণ চতুর, ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। কিন্তু ফেটকে ছাড়ানোর ব্যাপারে ওর আগ্রহ আছে।

জোনাথন হার্সটকে যতটুকু চিনেছি, তাতে সে কাউকে বিশ্বাস করবার বান্দা নয়। এমন লোক ফেটারসনের আনুগত্যের ওপর আস্থা রাখবে সে-ভরসা কম—বিশেষত মুখ খুললে ও যখন নিজের চামড়া বাঁচাতে পারে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে হার্সট দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

ফেটারসনও চিন্তাভাবনার খোরাক পেয়েছে। জানে, উইলসনকে আমরা মুঠোয় পুরেছি এবং এক বোতল মদের জন্যে ও যে-কোনো কাজ করতে পারে। উইলসন সাক্ষী দিলে ফেটারসন ফেঁসে যাবে। ওর বাঁচবার একটাই পথ, দোষ স্বীকার করা। কিন্তু ও তা করবে বলে

আমার বিশ্বাস হয় না—ওর মাঝে আনুগত্যবোধ প্রবল, জেদী, এই ধরনের লোক ভাঙে তবু মচকায় না।

হার্সট সন্দেহপ্রবণ লোক, নিজেই চলে আসবে বলে ভেবেছিলাম ; বিকল্প কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি—অথচ সেটাই করা উচিত ছিলো : জোনাথন হার্সট অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ।

ঠায় ঝোপের ভেতর বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গিয়েছে। ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুমোবার জো নেই, তার ওপর মশার জ্বালাতন। নিচের ওদের এক ঘুম সারা, নিভু নিভু আগুন উসকে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। এভাবেই রাত কাবার হলো।

সূর্য উঠতে এখনো ঘণ্টাখানেক বাকি, সবে পুবের আকাশে গোধূলির ছোঁয়া লেগেছে, সহসা উঠে দাঁড়ালো পায়সানো। কান খাড়া। ক্যানিয়নের নিচের দিকে থাকায় বোধ হয় শুনতে পেয়েছে কিছু।

জোনাথন হার্সট ? হলে, ওদের তিনটেকেই ধরবো। ঝামেলা হবে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

আচমকা কেন মাথা ঘুরালাম জানি না, দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ঝোপের ভেতর নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে একজন। দেহের কাঠামো চোখে পড়ছে কেবল। কতক্ষণ ধরে লোকটা রয়েছে ওখানে বলতে পারবো না, তবে আছে এবং নীরবে লক্ষ্য করছে সব কিছু।

আমার অগোচরে সারাক্ষণ একজন এত কাছাকাছি রয়েছে টের পেয়ে ছমছম করে উঠলো গা। হাজারে একবারও অমনটা ঘটে না আমার। বস্তুত ক্যামপের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রাখতে গিয়ে আর কোথাও খেয়াল দিতে পারিনি।

হঠাৎ, ঝোপের সেই আবছা অবয়বটি নড়ে উঠলো, এগোলো এক

কদম। লোকটা আমার চাইতে লম্বা, ক্যানিয়নের সবটুকু দেখতে পাচ্ছে। আমার রাইফেল তৈরি, কিন্তু জীবিত ধরতে না পারলে মামলা টিকবে না। তাছাড়া অযথা রক্তপাত আমার পছন্দ নয়।

আরেকটু ফরসা হয়েছে ; খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে লোকটা, নিচের দিকে তাকাচ্ছে, ভাবখানা নেমে যাবে ওদের ক্যামপে। তারপর এ-দিকে ফিরলো, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে মুখে।

অ্যানজেল।

আঠারো

অ্যানজেল···

থ হয়ে গেলাম আমি, চিন্তার জট পাকিয়ে গেল ক্ষণিকের তরে। তারপর যখন বোধ ফিরে আসতে শুরু করলো কূলকিনারা পেলাম না কিছুতেই। ঠিক, হার্সটের মেয়েকে বিয়ে করেছে অ্যানজেল, কিন্তু নীতির প্রশ্নে ওকে সর্বদা আপসহীন বলেই মনে হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক খুব গাঢ়, সচরাচর ভাইয়ে ভাইয়ে এ-রকম মিল দেখা যায় না।

তবু আমি নিরুপায়। আমাদের জীবন রক্তসম্পর্কের বাঁধনে গড়া হলেও ওকে ধরতে হবে—ভাই বলে কর্তব্যে অবহেলা করতে পারবো না।

পরক্ষণে আরেকটা চিন্তার উদয় হলো। উফ, কী বোকা আমি। নিশ্চয়ই আর কোনো কারণ আছে। অ্যানজেলের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস, সেখানে সন্দেহের কোনো স্থান নেই।

উঠে দাঁড়ালাম।

ওর সমস্ত মনোযোগ, আমার মতোই, ক্যাম্পের দিকে। আমি তিন পা এগোতে ও দেখতে পেলো।

ঘাড় ফিরিয়েছে অ্যানজেল, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে

রইলাম আমরা, তারপর আমি এগিয়ে গেলাম।

মুখ খুলবো হাতের ইশারায় বারণ করলো সে। 'দাঁড়া।' একটা ছুটন্ত বাকবোর্ডের শব্দ ভেসে আসছে।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। ওপরে আকাশ রক্তগোলাপ, পুবের পর্বতশীর্ষ সোনার পাতে মোড়ানো, ঝোপেঝাপে গুহায় জমাট কালো ছায়া।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অতীতেও বহু তুফান এভাবে মোকাবেলা করেছি একসাথে। ওর উপস্থিতির হেতু উপলব্ধি করলাম সহসা, বাকবোর্ড দৃষ্টিগোচর হবার আগেই জানা হয়ে গেল কাকে দেখতে পাবো।

নিচের ট্রেইলে এসে দাঁড়ালো বাকবোর্ড—চালক কিটি।

পায়সানো আর লেকার গেল ওর কাছে, টাকা হাতবদল হলো, বাকবোর্ডের পেছন থেকে রসদ নামালো ওরা।

কোনো মেয়েকে এ-ক্ষেত্রে আশা করিনি আমি। পশ্চিমে সে-যুগে নারীজাতিকে সমীহ করা হতো, তারাও নিজেদের সম্মান বজায় রাখতো।

আমার দায়িত্ব ওকে গ্রেফতার করা। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? আমি ওর বাবাকে ধরতে চাই। জোনাথন হার্সটের চরিত্র এখন আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যে-লোক এমন কাজে তার মেয়েকে পাঠাতে পারে, সে মানুষ নয়—কীটেরও অধম।

অ্যানজেলের চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব। এ-অবস্থায় ওকে কোনো দিন দেখিনি—মনে হচ্ছে কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ওর সাধের প্রতিমা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

‘এই দেখাটা দরকার ছিলো,’ বললো সে, ‘বিশ্বাস করার জন্যেই নিজের চোখে দেখা দরকার ছিলো। কাল রাতে এ-রকম একটা-কিছু সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু স্বচোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না।’

‘ক্যামপের ঠিকানা জানতি?’

‘বাপ-বেটির আলাপ কানে এসেছিল।’

‘ওকে অ্যারেসট করতে হয়,’ বললাম আমি।

‘যা ভালো বুঝিস কর।’

‘নাহ, লাভ হবে না,’ বললাম আমি, ‘ও মুখ খুলবে না।’

চুপ করেছিল অ্যানজেল, এ-বার বললো, ‘আমি বাথানে ফিরে আসছি, নীল। আজই।’

‘মা খুশি হবেন। ওঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।’

আমরা পিছিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসলাম। অ্যানজেল সিগারেট বানিয়ে ধরালো। ‘নীল,’ এক মিনিট পর বললো সে, ‘ও টাকা দিলো কেন? কার্লোসের জন্যে?’

‘না,’ বললাম আমি, ‘সেটা তো ফেটারসনই চুকিয়ে দিয়েছে।’

‘তাহলে? তোর জন্যে?’

‘হতে পারে···তবে আমার সন্দেহ আছে।’

হঠাৎ ওখান থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওই দুজনকে পরেও ধরতে পারবো, ওরা চেনামুখ। এই হানাহানি নির্মূল করতে হলে প্রয়োজন ওদের কর্তাকে, কিন্তু লোকটা ভীষণ ধূর্ত—নিজে আসেনি।

‘অ্যানজেল,’ বললাম আমি, ‘কিটির সাথে দেখা করতে হবে।

অ্যারেসট করবো না, স্রেফ বুঝিয়ে দেবো ওকে দেখেছি এবং সব কিছু জানি। ওদেরকে বেদিশা করে ফেলতে চাই।'

'উইলসনকে আলাদা জায়গায় রেখেছিস তাহলে এই জন্যে ?'

'হ্যাঁ।'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম আমরা, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে মাইলটাক দূরে ট্রেইলের ওপর ওর অপেক্ষায় রইলাম।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল বোধ হয় আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু ও রাশ টানলো।

ফ্যাকাসে চেহারা, কিন্তু চোয়াল শক্ত, কোনো মেয়ের চোখে এত ঘৃণা দেখিনি আমি।

'ওঃ আজকাল তাহলে নজর রাখা হচ্ছে।' নারীসুলভ কমনীয়তার ছিটেফোঁটাও নেই ওর গলায়।

'তোমাকে নয়,' বললাম আমি, 'পায়সানো আর লেকারের ওপর।'

কুঁকড়ে গেল ও, যেন আঘাত করেছি, কিছু বলতে গিয়েও শেষ-মুহূর্তে সামলে নিলো।

'ওরা হুয়ান কার্লোসের খুনী। উইলসনের সঙ্গে ছিলো,' বললাম আমি।

'তাহলে অ্যারেসট করছো না কেন—ভয়ে ?'

'দেখে যাচ্ছি শুধু—অনেক সময় ছোট মাছকে টোপ হিশেবে ব্যবহার করলে বড় মাছ গাঁথা যায়। এই যেমন তুমি, ওদের জন্যে রসদ, টাকা নিয়ে এসেছো। তোমারও সাজা হবে এ-জন্যে।'

এই প্রথম সত্যিকারের ভয় পেলো ও। সমাজে মক্ষিরানী হয়ে থাকতে চায় কিটি, গ্রেফতার হলে ওর অপমৃত্যু ঘটবে—মরমে মরে

যাবে।

'তোমার সে-সাহস হবে না।'

বললো বটে, তবে নিজেও বিশ্বাস করে না এটা।

'তোমার বাবা বহুদিন ধরেই টাকা দিয়ে মানুষ খুন করাচ্ছে। এ-সব লোকের একমাত্র জায়গা ফাঁসিকাঠ।'

শাদা হয়ে গিয়েছে ওর মুখ, লাবণ্যের লেশমাত্র নেই। 'পথ ছাড়ো।'

আমরা সরে দাঁড়ালাম একপাশে, ও অ্যানজেলের পানে তাকালো। 'যখন প্রথম দেখা হয়েছিল আমাদের, ফুটোকড়ি দাম ছিলো না তোমার—আবার তাই হবে।'

অ্যানজেল তার হ্যাট নামালো। 'সে-ক্ষেত্রে,' ভদ্রভাবে বললো, 'আমার মালপত্র নিয়ে এলে আপত্তি নেই তো?'

চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল কিটি। 'ও ফেরার আগেই,' বললো অ্যানজেল, 'ওই পাপপুরী ছাড়তে হবে।'

আমরা যখন ফিরে এলাম, শহরের অবস্থা শান্ত। আমাকে দেখে কৌতূহলী চোখে ফেটারসন তার সেলের গরাদ ধরে দাঁড়ালো। আমি বাইরে গিয়েছি ও জানে, কিন্তু কী করছি বুঝতে পারছে না বলে ছটফট করছে।

'পায়সানো আর লেকার শহরের বাইরে ক্যামপ করেছে,' বললাম আমি। 'দুজন লোকের পক্ষে জেল ভাঙা সম্ভব নয়, তবু হার্স্ট টাকা দিয়েছে ওদের···কেন বলো তো?'

আমার মনোভাব পড়তে চাইলো ফেটারসন, তারপর চকিতে ঘুরে গরাদ দেয়া জানালার দিকে তাকালো। জানালার বাইরে, তিনশো গজ দূরে জঙ্গল···আর ডানে, ষাট গজের মধ্যে মুদিখানার ছাত।

দ্রুত ফিরলো সে। 'নীল,' বললো, 'আমাকে সরাও এখান থেকে।'

ফেটারসন বোকা নয়, জানে জোনাথন হার্সটের অভিধানে বিশ্বাস বলে কোনো শব্দ নেই। ফেটারসন মরবে তবু বলবে না কিছু, কিন্তু হার্সট এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেনি সেটা। বরং চিরতরে ওকে সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছে।

'ফেট' বললাম আমি, 'ওই জানালার কাছে না যাবার দায়িত্ব তোমার অথবা,' এক মিনিট শব্দটা ঝুলিয়ে রাখলাম মাঝপথে, 'সব কথা স্বীকার করতে হবে।'

ও নীরবে চৌকিতে শুয়ে পড়লো গিয়ে। ওই জানালা নিঃসন্দেহে ওকে দুর্ভাবনায় ফেলেছে, উইলসনের ব্যাপারেও ঘাবড়ে যাবে সে, আমি কতটুকু জানি বুঝতে না পেরে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে।

'এখনো সময় আছে, ফেট, রাজসাক্ষী হয়ে নিজের চামড়া বাঁচাতে পারো,' বললাম। 'তিনদিনের মধ্যে উইলসনের পেটে এক ফোঁটা মদ পড়েনি—ও স্বীকার করলো বলে। তখন কিন্তু তোমার ব্যাপারে আর আমাদের মাথাব্যথা থাকবে না।'

এর পরপরই সেরান সেনট ভ্রেইনের কাছে গেলাম আমি। ভদ্রলোক মোরার সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। ভিসেনতি রোমেরোকেও ডেকে পাঠালাম, তারপর আলোচনায় বসলাম আমরা। বিল ক্যানাভান, বিল সেকসটন, আর অ্যানজেলও রয়েছে।

'দশজন ডেপুটি দরকার,' বললাম আমি। 'পাঁচজন জোগাড় করবেন সেরান, বাকি পাঁচজন রোমেরো। নির্ভর করা যায় এমন লোক চাই।'

জোগাড় হলো লোক, আমরা পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করলাম

আবার। গোটা পরিস্থিতি অবহিত করলাম ওদের।

উইলসন মুখ খুলেছে। কার্লোস হত্যায় ওর হাত আছে, অন্যদের নামও বলেছে সে। পায়সানো আর লেকার পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। জানালাম, আমি ওদের ধরতে যাচ্ছি। ঠিক হলো, জনাদুয়েক রক্ষীসহ সেয়ান নিজে গিয়ে টিনা ফার্নানদেজকে তার সৎবাপের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনবেন। সেয়ানকে সমীহ করে সবাই, ভয়ও পায়।

এইবার জোনাথন হার্সট প্রসঙ্গ উঠলো। এ-পর্যন্ত যা যা করেছে সে একে একে সব জানালাম। আলভার্দো পরিবারের পুরোনো বন্ধু সেনট ভ্রেইন। এগুলো তাঁরও অজানা নয়।

'তোমার প্ল্যানের ব্যাপারে কিন্তু কিছু বললে না, সিনর?'

'আমার বিশ্বাস ফেটারসন পথে আসবে,' বললাম। 'উইলসন আর টিনাকে পাচ্ছি আমরা, সঙ্গে ক্যাপ এবং আমারও বক্তব্য থাকছে। ট্রেস রিটোস অবধি খুনীদের ধাওয়া করেছিলাম আমরা।'

'মিসেস ওসমানের কী হবে?' প্রশ্ন করলেন সেনট ভ্রেইন।

এ-বার দোটানায় পড়লাম আমি। 'উনি মেয়েমানুষ, এ-সবের বাইরে রাখাই ভালো।'

এতে সম্মত হলো ওরা। ওই আলোচনার পর ফেটারসনের সাথে আমার শেষ-কথা বলা বাকি রইলো শুধু।

এভাবেই ঘটনাটার ইতি হচ্ছে তাহলে। আমার রাগ পড়ে গিয়েছে। হুয়ান কার্লোস নেই, আরেকটা মৃত্যু তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। জোনাথন হার্সট তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখে এম-নিতেই ভেঙে পড়বে—বস্তুত এখন ঘটবেও তাই। ভিসেনতি রোমেরো স্প্যানিশ ভাষাভাষী সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, এবং সেনট

ড্রেইনের প্রতিপত্তি অ্যাংলোদের মাঝে। ওদের বক্তব্যের পর এখানে বা সান্তা ফেতে জোনাথন হার্সটের প্রভাব খাটবে না।

অ্যানজেল আর আমি এক সঙ্গে হেঁটে জেলখানায় ফিরে গেলাম। ভীষণ ভালো লাগলো ওর পাশাপাশি হাঁটতে, ভাতৃত্ববোধ, রক্তের সম্পর্ক অনুভব করলাম।

'জানি, তোর কষ্ট হচ্ছে,' বললাম ওকে, 'কিন্তু কী করবি বল? মানুষ মনে মনে তার প্রেমিকার একটা ভাবমূর্তি তৈরি করে, তারপর বাস্তবে যখন মিল খুঁজে পায় না, অগত্যা মুখ ফিরিয়েই নিতে হয়—'

'কী জানি, হয়তো-বা.' ম্লান সুরে বললো অ্যানজেল। 'আসলে আমার বিয়ে করটাই ঠিক হয়নি।'

শেরিফের অফিসের সামনে থামলাম আমরা, ক্যাপ বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

'টম শহরে এসেছে.' বললো সে। 'বেহেড মাতাল, মুখিয়ে আছে লড়াই বাধানোর জন্যে।'

'চলো, বোঝাবো ওকে,' বললো অ্যানজেল।

ক্যাপ ওর হাত চেপে ধরলো। 'যেও না, অ্যানজেল। তোমাকে দেখলে ও আরো খেপে উঠবে। খুন করবে।'

'খুন?' অবিশ্বাসের হাসি হাসলো অ্যানজেল। 'ক্যাপ, তোমার মাথার ঠিক নেই। টম আমার বেসট ফ্রেনডদের একজন।'

'শোনো,' সংক্ষেপে জবাব দিলো ক্যাপ, 'তুমি নাবালক নও। এই যে এতগুলো খুন হয়ে গেল, তার কয়টার পেছনে যুক্তি আছে? মাতাল লোকের মেজাজ এমনিতেই চড়া থাকে, তার ওপর উলটো-পালটা কিছু বলে ফেললে একটা অঘটন ঘটতে কতক্ষণ—'

'টমকে দিয়ে ভয় নেই,' নিজের সিদ্ধান্তে অ্যানজেল অটল। 'আমি এ-জন্যে জীবন বাজি রাখতে পারি।'

'তাই করতে যাচ্ছো,' উত্তর দিলো ক্যাপ। 'আমাদের সেই পরিচিত টম ওয়াটকিনস অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তোমাকে ঘৃণা করে— সুযোগ পেলেই ছোবল বসাবে।'

'ক্যাপ ঠিক কথাই বলছে,' মন্তব্য করলাম আমি। 'তোর যাওয়া উচিত হবে না।'

'বেশ।'

'সামনে নির্বাচন,' ক্যাপ যোগ করলো, 'এ-সময় একটা গোলাগুলিতে জড়িয়ে পড়লে তোমার জনপ্রিয়তা কমে যাবে।'

অনিচ্ছাভরে, স্যাডলে চেপে বাথানের উদ্দেশে যাত্রা করলো অ্যানজেল। জীবনে এই প্রথম ওকে চলে যেতে দেখে আনন্দ বোধ করলাম আমি। গেল কমাস ধরেই একটা চরম সঙ্কটের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। টম ওয়াটকিনস তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তবে টম আর অ্যানজেলের পিস্তল যুদ্ধ আমার কাম্য নয়। দুজনের স্বার্থেই যে-কোনো উপায়ে ওই লড়াই বন্ধ করতে হবে।

অ্যানজেল বিদায় নেবার এ টু বাদে বিল ক্যানাভান আমার দফতরে এলো। 'হার্সট সাস্তা ফে গেছে,' বললো, 'কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না ওখানে। সেনট ভ্রেইন আর রোমেরো ওর খেলা শেষ করে দিয়েছেন।'

টিনা এই মুহূর্তে শহরে রোসাবেলার বাসায় আছে। উইলসনের জবানবন্দী নিয়েছি আমরা। ওর একার সাক্ষ্যই সবাইকে হাতকড়া পরাবার জন্যে যথেষ্ট। এমনিতে উইলসন লোকটা খারাপ নয়, কেবল

কুসঙ্গ আর মদ ওকে বিপথে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

প্যানি ব্লক থেকে এ-পর্যন্ত সব ঘটনা স্বীকার করেছে ও। সাতজন সাক্ষীর সামনে—তিনজন মেকসিক্যান, চারজন অ্যাংলো—ওই জবানবন্দী নেয়া হয়েছে। আমি চাইনি শুনানির সময় কেউ বলুক মারধোর করে ওর স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।

বুধবার রাতে ফেটারসনের সাথে দেখা করতে গেলাম আমি। এ-কদিন দূরে দূরে থেকে ওকে ভাববার সময় দিচ্ছিলাম। আমসি হয়ে গিয়েছে ওর মুখ, ভীত দেখাচ্ছে। লোকটা সাহসী, তাই বলে কেউই গুপ্তঘাতকের এক নম্বর টার্গেট হতে চায় না।

'ফেট,' বললাম আমি, 'ফেয়ার ট্রায়ালের নিশ্চয়তা ছাড়া তোমাকে আর কোনো আশ্বাস দিতে পারবো না, তবে যত বেশি সহযোগিতা করবে ততই ভালো হবে তোমার। এই সেল থেকে বেরুবার ইচ্ছে থাকলে স্বীকার করো সব কিছু।'

'তুমি দেখছি খুব নাছোড়বান্দা লোক, নীল,' বললো সে।

'ফেট,' বললাম আমি, 'তোমার-আমার মতো লোকদের দিন শেষ হয়েছে। মানুষ এখন আইনের আশ্রয় নিতে চায়, অস্ত্রের নয়। সবাই শান্তিতে বসবাস করতে চায়, নির্বিঘ্নে হাঁটতে চায় রাস্তায়। সময়ের সাথে বিবাদ চলে না, ফেট।'

'মুখ খুললে আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারবো।'

'বোধ হয় না···এই ঝগড়ার অবসান চায় সবাই—সাজা দেবার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নয়। ওরা জানে, আরেকটা মৃত্যুতে নিহত ব্যক্তিরা কবর থেকে উঠে আসবে না।'

ও তবু ইতস্তত করছে দেখে একাই বেরিয়ে এলাম আমি। ঠাণ্ডা

আবহাওয়া, রাতে অল্প অল্প কুয়াশা পড়ছে আজকাল। অ্যানজেল বাথানে রয়েছে, রাস্তার ও-পাশে কোথায়ও গিয়েছে ক্যাপ সয়্যার।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলো হ্যারি শেয়া। 'ইচ্ছে করলে একটু বেড়িয়ে আসতে পারো, নীল,' বললো সে, 'আমরা তিনজন আছি, চালিয়ে নিতে পারবো।'

অ্যাপালুসায় চেপে দেখতে গেলাম রোসাবেলাকে। মরু-রাতের নির্মেঘ আকাশ, তারাগুলোকে ভীষণ কাছে দেখাচ্ছে—যেন আঁকশি দিয়ে ইচ্ছে করলেই পাড়া সম্ভব। সান্তা ফের উপকণ্ঠে ওদের বিশাল বাড়িটা বেচে দিয়ে মোরার অদূরে আরেকটা বাড়িতে উঠেছে রোসাবেলা। বাসাটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম।

দোরগোড়া থেকে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল ও। সর্বশেষ পরিস্থিতি জানালাম ওকে। ফেটারসনের হাল বললাম।

'সরিয়ে ফেলো, নীল, ওকে মেরে ফেলার আগেই সরিয়ে ফেলো।'

'শক ট্রিটমেনট দিচ্ছি, এতে হয়তো মুখ খুলতে পারে।'

'ঠিক হচ্ছে না,' আবারো বললো বেলা। 'মেরে ফেললে তোমার কেমন লাগবে একবার ভেবে দেখো।'

ওর কথায় যুক্তি আছে। 'ঠিক,' বললাম আমি, 'কাল সকালে প্রথমেই এটা সারবো।'

অনেকক্ষেত্রে মানুষ যে-ব্যাপারে সব চেয়ে কম কথা বলে সেটাই তার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। বেলা আর আমার বেলাতেও ঠিক তেমনটি ঘটেছে। এ-রকম একটা দিন নেই ওকে মনে পড়ে না, ও সর্বদা আমার মাঝেই থাকে, এমনকি আমরা যখন মিলিত হই তখনো বিশেষ কথা হয় না, কারণ তার কোনো প্রয়োজন পড়ে

না, এমন একটা-কিছু রয়েছে আমাদের মাঝে যা আমরা দুজনই বুঝতে পারি।

আমার জীবনের সোনালি মুহূর্তগুলো কাটে বেলার সান্নিধ্যে। ওর মোমশিখা আলোকিত মুখের প্রতিচ্ছবিই মনে পড়ে সব সময় ...বোধ হয় ওভাবে দেখতে ভালোবাসি ওকে ; গাউনের মৃদু খসখস, কাঁটাচামচ-গ্লাসের টুংটাং, ওর নিচু অথচ শিহরণ-জাগানো কণ্ঠস্বর।

বনেদি স্প্যানিশ বাসভবনের পুরু চারদেয়ালের অন্তরালে ছায়াচ্ছন্ন শান্তির নীড় রয়েছে। ওই নীড়ের পরশ পেয়েছি আমি। দরজার ভেতর এক পা রাখলেই পুরোপুরি আলাদা একটা জগৎ—সমস্ত ক্লেদ সন্দেহ সংশয় বাইরে পড়ে থাকে।

'বেলা, এই ঝামেলা মিটলে,' আমি বললাম, 'আর দেরি করবো না আমরা।'

'অপেক্ষার দরকার কী ?' জানালা থেকে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালো ও। 'আমি প্রস্তুত।'

'না. আগে এটা শেষ হওয়া দরকার, বেলা। তারপর অ্যানজেলের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তোমার কাছে আসবো।'

হঠাৎ অস্বস্তি বাসা বাঁধলো আমার মাঝে। 'আমাকে যেতে হবে,' বললাম ওকে।

দরজা অবধি এগিয়ে দিলো বেলা। মৃদু হেসে বললো, 'যাই বলতে নেই, নীল, বলো আসি।'

সে-রাতেই শহরে ঝড় হলো, তবে আমি যা আশা করেছিলাম সেটা নয়।

উনিশ

দশটা, মোরা শহরের পক্ষে নিশুতি রাত। স্যালুনের সামনে ঘোড়া রেখে শেষবারের মতো সব কিছু দেখবার জন্যে আমি ভেতরে ঢুকে গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম।

ঘরের ও-প্রান্তে তুজন লোক মুখোমুখি, অন্যরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আছে।

চিকো ক্রুদ্ধ, র‍্যাটল সাপের মতো ভয়ঙ্কর, তুই পা ফাঁক করে অনড় দাঁড়িয়ে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, কালো চোখজোড়া ভাব-লেশহীন।

ওর সামনে টম ওয়াটকিনস।

বিশাল, স্বর্ণকেশী, শক্তিশালী; নিত্যকার মতো শশ্রুমণ্ডিত, ঈষৎ মেদবহুল—তবে এখনো খ্যাপা ষাঁড়ের মতোই অপ্রতিরোধ্য।

ওদের কেউই দেখতে পায়নি আমাকে। সম্পূর্ণ মনোযোগ পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ, পাহাড়ী এলাকায় বজ্রপাতের আশঙ্কার মতো ঘরে যমপুরীর বিভীষিকা। আমি ঢুকতেই, ওরা ড্র করলো।

নিজের চোখে আমি দেখলাম ঘটনাটা। চিকোর হাত ছোবল দিলো। এত দ্রুত কারো পক্ষে ড্র করা সম্ভব জানতাম না; উঠে

এলো পিস্তল এবং পরক্ষণে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, পিস্তলটা ছিটকে পড়লো মেঝেতে—ওদিকে টম ওয়াটকিনস এগিয়ে আসছে।

চিকো পিস্তল কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, থমকে দাঁড়ালো টম, নিষ্ঠুরভাবে চিকোকে গুলি করলো একবার, তারপর ঠাণ্ডামাথায়, আরেকবার।

খসে গেল চিকোর পিস্তল, সশব্দে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। ঘুরলো চিকো, চোখাচোখি হলো আমাদের, নিস্তব্ধ ঘরে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বললো, 'তুমি হেরে গেলে।'

পরক্ষণে লুটিয়ে পড়লো সে, ওর নিঃসঙ্গ হ্যাট গড়িয়ে গেল এক-দিকে। চিকো ক্রুয মারা গেল।

টম ওয়াটকিনস ঘুরে দাঁড়ালো আমার দিকে, চোখে শাদা আগুন। 'অ্যারেসট করবে?' চ্যালেনজের মতো শোনালো কথাগুলো।

'না, টম—ফেয়ার শুটিং,' শান্তভাবে বললাম আমি।

ও বেরিয়ে যেতেই সারা ঘর গুঞ্জনে মুখরিত হলো। 'না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না···এই প্রথম দেখলাম···তাই বলে চিকো।' গলায় অপার বিস্ময়ের ছোঁয়া। 'ও চিকো ক্রুযকে মারলো।'

এই একটু আগেও আমার আস্থা ছিলো, তেমন অসুবিধে হলে টম ওয়াটকিনসকে সামলাতে পারবে অ্যানজেল—কিন্তু এখন সে-বিশ্বাস টলে গিয়েছে।

অ্যানজেল কোন ধাতুতে গড়া আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। ওই রকম স্নায়ুর জোর কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু গতির প্রশ্নে টমের কাছে শিশু। তাছাড়া ওর একটা মারাত্মক দুর্বলতা আছে—

টম ওয়াটকিনসকে সত্যিই ভালোবাসে অ্যানজেল।

টম ?

কারো জন্যে ওর সামান্যতম মায়ামমতা আছে বলে মনে হয় না—সম্ভবত এর একমাত্র ব্যতিক্রম আমি।

সেই সহজ সাথীসুলভ ভাবটি মরে গিয়েছে। টম আজ আত্ম-কেন্দ্রিক হিংস্র ; পেরেকের মতো শক্ত।

চিকোর লাশ সরানো হয়ে গেলে আমি ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করলাম। বিশেষ কিছুই নয়। সচরাচর বার-রুমে যেমন লড়াই বাধে, এও তেমনি। দুজনই সমান স্পর্শকাতর লোক, কেউ কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। হয়তো সামান্য ধাক্কাধাকি, বা তুচ্ছ কথায় ঝগড়ার উৎপত্তি—তারপর গোলাগুলিতে মীমাংসা।

টম শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

জেলখানায় ফিরে দেখলাম জ্যাক আর শেয়ার সাথে গল্প করছে ক্যাপ। খোলা দরজা পথে ফেটারসনকে দেখা যাচ্ছে, আমি এগিয়ে গেলাম ওর সেলের কাছে।

'ওরা যা বলছে সত্যি ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'হ্যাঁ, ড্রতে হেরে গেছে চিকো।'

ফেটারসন এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো। 'বিশ্বাসই হতে চাইছে না। আমি ভেবেছিলাম কাছেপিঠে চিকোই সব চেয়ে ফাসট—এক তুমি হয়তো হারাতে পারো।'

হঠাৎ দাঁত কেলিয়ে হাসলো ফেটারসন। 'কী, পারবে টমের সাথে? তোমাদের খাতির আছে এখনো ?'

খুন চড়ে গেল মাথায়, ঝট করে সেলের দরজার উদ্দেশে ঘুরলাম,

সভয়ে দুকদম পিছিয়ে গেল ফেটারসন—হাসিটা লেগেই আছে মুখে। 'এমনি, কথার কথা,' বললো সে। 'রাগ করছো কেন।'

'টম আমার বন্ধু,' বললাম, 'আজীবন তাই থাকবো।'

'কী জানি, হতে পারে।' আবার গরাদের কাছে ফিরে এলো সে। 'তার মানে, আমি একাই তাহলে বিপদে নেই।'

বাইরে অন্ধকার রাস্তায় ক্যাপকে বিশদভাবে ঘটনাটা বর্ণনা করলাম। ও শুনলো, মাথা দোলালো অর্থপূর্ণভাবে।

'নীল,' বললো ক্যাপ, 'আমরা বন্ধু, ট্রেইলের ধুলো রক্তের চেয়েও ঘন। তবু টম ওয়াটকিনসকে এড়িয়ে চলো। ওর অবস্থা এখন পাগলা ষাঁড়ের মতো।'

মুখ থেকে পাইপ নামালো ক্যাপ, ল্যামপ-পোসটে ঠুকে ছাই ঝাড়লো। 'নীল, খেয়াল করো আমার কথা। ও খেপে উঠেছে, কিছুতেই আর বশ মানবে না। এরপর অ্যানজেলকে ধরবে, তারপর তোমাকে।'

সে-রাতে আমি স্যাডলে চেপে বাথানে গেলাম ঘুমোতে, কেবল মুহূর্তের জন্যে একবার থামলাম গ্যাপের কাছে। মনে পড়লো, হুয়ান কার্লোস এখানেই নিহত হয়েছিল। এ বড় খুনে দেশ, আবার সময়ে শান্ত হয়ে যায়। মন থেকে ক্যাপের কথাটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও আমি শঙ্কা বোধ করছি, ভীষণ শঙ্কা।

এই গোলাগুলি—যার সাথে হার্সট, আলভার্দো, বা আমার কোনো সম্পর্ক নেই—সহসাই যেন সান্তা ফে থেকে কাইমারন পর্যন্ত গোটা পরিস্থিতি আমূল বদলে দিয়েছে। সম্ভবত হার্সট উপলব্ধি করছিল তার ভিত নড়ে যাচ্ছে, তাই বিকল্প পথ ধরেছে।

জোনাথন হার্সট আর কিটি মোরায় আস্তানা গেড়েছে, দেখেশুনে মনে হচ্ছে থাকবে বলেই এসেছে ওরা।

এখন অবস্থা যা, তাতে হুয়ান কার্লোসকে হত্যার দায়ে উইলসন আর ফেটারসনের বিচার শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই।

রাস্তার উলটো দিকে একটা সেকেলে ইটের দালানে ফেটারসনকে সরিয়ে ফেললাম আমরা। এক কালে ওটা দুর্গ ছিলো। রাতের আঁধারে সরালাম ওকে এবং পরদিন সকালে সেলের জানালার কাছে একটা কুশপুত্তলিকা বসিয়ে দিলাম। সূর্য ওঠার আগেই ডামিটা বসিয়ে ক্যাপ, অ্যানজেল, আর আমি পাহাড়ে গিয়ে জায়গামত পজিশন নিলাম।

ঢালের নিচে গুলির শব্দ পেয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে গেলাম আমরা। ওদের হাতে শার্পস বাফেলো গান, আমরা চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিলাম। শার্পস বাফেলো রাইফেল হিশেবে ভালো, তবে সিংগল শট, ওরা পালটা আক্রমণের সুযোগ পেলো না।

পায়সানো আর লেকার। কুশপুত্তলিকায় দুটো বুলেট লাগাতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লো।

জোনাথন হার্সটের মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙে গেল এতে। সাত-জনের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছি, ঘণ্টাখানেকের ভেতর আরো দুটো ধরা পড়লো। সপ্তম লোকটি কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এক রাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরছিল সে, হঠাৎ কোনো কারণে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। পিঠ থেকে পড়ে যায় আরোহী, কিন্তু দুর্ভাগ্য—রেকাবে পা আটকে গিয়েছিল। ওদিকে পিস্তলটাও হারিয়ে ফেলায় কিছুই করতে পারেনি

বেচারা। একটা ঝোপের ভেতর পাওয়া গিয়েছে ওকে, পা তখনো রেকাবে ছিলো। কেবল নতুন বুটজোড়া, স্যাডল আর ঘোড়া দেখে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। দশ-বারো ঘণ্টা আগের লাশ।

বিল সেকসটন আর ভিসেনতি রোমেরোকে সঙ্গে করে বিল ক্যানাভান শেরিফের অফিসে ঢুকলো। একটা রাজনৈতিক সমাবেশের আয়োজন করেছে ওরা, অ্যানজেল বক্তৃতা দেবে। সান্তা ফে থেকেও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা আসবেন, তবে অ্যানজেলই মূল বক্তা।

নিজের কর্মসূচি নিয়ে এগোবার সময় হয়েছে ওর, ক্ষেত্রও তৈরি। সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ফ্যানডাংগোতে অংশ নিতে দূরদূরান্তের লোক আসছে।

আমি প্রস্তুত হচ্ছি এ-জন্যে। দাঙ্গাবাজ লোকদের শহরত্যাগের নির্দেশ দিয়েছি। ওরা তামিল করেছে হুকুম।

'কিছু শুনেছো?' আমাকে প্রশ্ন করলো শেয়া।

'কী?'

'অ্যানজেলকে মারতে আসছে টম ওয়াটকিনস।'

'অ্যানজেল আর টম বন্ধু,' বললাম আমি। 'জানি, টম বদলে গেছে, তবে সে-রকম কিছু করবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'তোমার ওই ভালোমানুষী ছাড়ো, নীল। আমার কথা শোনো, লোকটা একদম বদলে গেছে। কোনো বন্ধু নেই। কোণঠাসা গ্রিজলির মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সারা দিন টার্গেট প্র্যাকটিস করে কাটায়।'

'অ্যানজেলের ক্ষমতা সম্বন্ধে টমের কোনো ধারণা নেই।'

'দাঁড়াও, আমার কথা শেষ হয়নি এখনো।' ডেসকের প্রান্তে শেয়া তার সিগার নামিয়ে রাখলো। 'লোকে বলাবলি করছে তুমি আর

টম লাগলে কী ঘটবে।'

মেজাজ বিগড়ে গেল আমার। উঠে অফিসের ভেতর পায়চারি শুরু করলাম, গাল দিলাম মনে মনে। যদিও গাল দেবার ধাত আমার নেই।

একটা বিষয় আমি নিশ্চিত: অ্যানজেলের কোনোক্রমেই উচিত হবে না টম ওয়াটকিনসকে মোকাবেলা করা। এমনকি অ্যানজেল যদি ওকে হারায়, তবু ওর নিজের লোকসান হবে। বছরকয়েক আগে ও পিস্তল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে কিছু যায় আসতো না, এখন এটা ওর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে।

এক হয় শহর থেকে ওকে সরিয়ে দেয়া···কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। সমাবেশের প্রধান বক্তা ও, নিঃসন্দেহে টম ওয়াটকিনস ঠিক ওই সময়েই আসবে শহরে।

'খবরটা দেয়ায় ধন্যবাদ,' শেয়াকে বললাম আমি।

বাথানে গেলাম ক্যাপকে অফিসের দায়িত্বে রেখে। মা আর অ্যানজেলের সাথে ডিনারে বসলাম। বহু দিন পর আবার এক সাথে খেতে পেরে আনন্দ অনুভব করলাম। সেই আগের মতো নানা কথায় মা ভরিয়ে তুললেন মুহূর্তগুলো।

পরদিন রোববার, অ্যানজেল আর আমি ঠিক করলাম মাকে চার্চে নিয়ে যাবো। মরুভূমির সকাল; অলস, রৌদ্রোজ্জ্বল। অ্যানজেল মাকে বাকবোর্ডে বসালো, আমরা ঘোড়ায় অনুসরণ করলাম।

আমাদের পরনে কালো বনাতের স্যুট। তাঁর দীর্ঘদেহী চার পুত্রের মাঝে ক্ষুদ্রকায় দেখাচ্ছে মাকে—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। রোসাবেলাও রয়েছে সাথে, মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। নিজের সাফল্যে আজ গর্ব বোধ করছি আমি।

এই মিলনের কথা বহু কাল মনে থাকবে। গোটা পরিবার যাচ্ছে শুনে বিলও এসে যোগ দিয়েছে স্তোত্রপাঠে প্রার্থনায় শরিক হয়েছে।

টমের ব্যাপারে অ্যানজেল কিছু শুনেছে কি না জানি না, তবু ওকে সাবধান করা জরুরি বলে মনে হলো। যা ভেবেছিলাম, সব জেনেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলো সে। 'অসম্ভব, সরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না,' বললো অ্যানজেল। 'সবাই মনে করবে ভয়ে পালিয়ে গেছি—মানসম্মানও ডুববে, ভোটও হারাবো।'

বলাই বাহুল্য, ওর ধারণা ঠিক। অগত্যা দুরুদুরু বুকে সভার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম আমরা। এই দিনটি অ্যানজেলের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ববহ, রাজনীতিতে ওর আসন পাকা হবে এর ফলে। সান্তা ফে থেকে লোকজন ভাষণ শুনতে আসছে, রাজধানীতে এরাই রাজনীতির কলকাঠি নাড়ে।

প্রত্যেকেই জানে অ্যানজেল বক্তৃতা দেবে এবং টম সেখানে থাকবে। অপেক্ষা ছাড়া আমাদের এখন কিছুই করণীয় নেই।

জোনাথন হার্স্ট জানে তাকে ডাকা হয়নি, নিশ্চয়ই বুঝেছে নিছক দুর্ঘটনা নয় এটা। জানে, অ্যানজেলের জন্যে এই দিনটির তাৎপর্য কী, কিটির বিশ্বাসঘাতকতায় ও যে এতটুকু ভেঙে পড়েনি তাও বোঝে।

শিগগিরই বিচার শুরু হবে, এ-খবরও জানে জোনাথন। সরকারি কৌঁশুলি উইলসন এবং তার সহযোগীদের জেরা শেষ করবার আগেই জোনাথনের কীর্তিকলাপের কাহিনী চারদিকে রটে যাবে। একে রোধ করবার উপায় নেই, একমাত্র ভরসা অ্যানজেল আর আমাকে সরিয়ে দেয়া, এবং আসামীদের মুখ বন্ধ করা···

সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

পাবে কী?

বিশ

সাত সকালে বাথান থেকে শহরে এলাম আমি। শান্ত পরিবেশ, ভোরের মিঠেকড়া রোদে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ধুলোর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে একটা অলস কুকুর। আমার খুরের শব্দ পেয়ে এক চোখের পাতা পিট পিট করলো, আমাকে-না-ঘাটালে আমিও-ঘাঁটাবো-না এমন ভঙ্গিতে লেজ নাড়লো কয়েকবার।

আমাকে দেখে ক্যাপ সয়্যারের পোড়খাওয়া চোখদুটিতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুটে উঠলো। 'যুদ্ধের সাজ পরেছো, বাছা? পরে না থাকলে, পরো। আমার ভালো ঠেকছে না।'

স্যাডল থেকে নেমে ওর পাশে দাঁড়ালাম আমি, আকাশ-ছোঁয়া পর্বতমালার দিকে তাকালাম সন্ধানী দৃষ্টিতে। এতক্ষণে শহর ভরে উঠেছে লোকজনে, আজকের কর্মসূচি নিয়ে জল্পনাকল্পনা করছে।

'ঈশ্বর করুন, ও যেন না আসে।'

ক্যাপ তার পাইপে তামাক ভরলো। 'আসবেই।'

'আচ্ছা, ক্যাপ, এর শুরু কোথায় বলতে পারো?'

ল্যামপ পোসটে হেলান দিলো ক্যাপ। 'হয়তো অ্যানজেল যখন সেই পোড়া ওয়াগনের সোনাগুলো নিতে বাধা দিয়েছিল ওকে,

তখন। জানোই তো, আশাহত হতে কেউ পছন্দ করে না।

'কিংবা, বলতে পারো, ব্যাকসটার স্প্রিংসের ক্যামপে যে-দিন প্রথম দেখা হয়, সে-দিন, অথবা ওদের জন্মলগ্ন থেকেও হতে পারে। মাঝে মাঝে কিছু লোক জন্মায় যারা একে অন্যকে তাদের পরিচয়ের শুরু থেকেই সইতে পারে না···কোনো যুক্তি বা কারণ নেই এর তবু এমন হয়।'

'আসলে ওদের ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল।'

'টমকে রক্তের নেশায় পেয়েছে, নীল, মুহূর্তের জন্যেও এটা কিন্তু ভুলো না। এ অনেকটা জলাতঙ্ক রোগের মতো, একবার কাউকে পেয়ে বসলে, তাকে কেউ না মারা অবধি একের পর এক খুন করে চলে সে।'

নীরবে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে, প্রত্যেকেই নিজের ভাবনায় মগ্ন। বেলা কী করছে এখন? আজকের অনুষ্ঠানে আসবার প্রস্তুতি নিচ্ছে?

ঘুরে দফতরে গিয়ে বসলাম। ওরিনের একটা চিঠি আছে, ও আমাদের অগ্রজ। এখন ভার্জিনিয়া সিটিতে রয়েছে ওরিন, কিছু দিনের ভেতর আসবে বলে লিখেছে। মা খুব খুশি হবেন এই খবরে। বহু কাল দেখি না ওরিনকে।

ওই মেয়েটারও একটা চিঠি আছে। দগ্ধ ওয়াগনে-পাওয়া টাকাগুলো একেই পাঠিয়েছিলাম আমরা। ও পশ্চিমে আসছে, আমাদের সাথে পরিচিত হতে চায়। কয়েক হপ্তা আগের লেখা, দিনসাতেক সান্তা ফেতে পড়েছিল, তারপর পাঠানো হয়েছে এখানে। এর মাঝে ওর এসে পড়বার কথা, বা এসে পড়লো বলে।

চিঠিটা আজকের দিনে পেয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল মন—এই তুচ্ছ কারণেই যত অশান্তির সৃষ্টি।

ক্যাপ ভেতরে আসতে বললাম, 'বেলার বাসায় কফি খেতে যাচ্ছি —তুমি সামলাও এ-দিনকটা, কেমন ?'

'যাও, বাছা।'

রাস্তায় ভিড় বাড়ছে—হাতে ফেসটুন, পতাকা। এখানে-সেখানে জটলা করছে কয়েকজন, প্রত্যেকের পিঠেই পিকনিক বাসকেট। বাচ্চা ছেলেরা ছুটোছুটি করছে ধুলোয়, ওদের শঙ্কিত মায়েরা ডাকছেন চোখ পাকিয়ে। ফ্রক, রিবন পরা ছোট্ট মেয়েরা ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে দেখছে ওদের কাণ্ড।

বেঁচে থাকার কত আনন্দ। সব কিছু যেন ঢিমেতালে চলছে আজ, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত···মৃত্যুর আগে মানুষের কি এই অনুভূতিই জাগে ? আজই কি আমার শেষ-দিন ?

দরজায় টোকা দিতে বেলা নিজেই খুলে দিলো। খুশির পাশাপাশি ওর চোখে উদ্বেগ দেখলাম।

'কফি হবে, ম্যাম ?'

'ভেতরে এসো, নীল। সোজা ঢুকে পড়লেই পারতে।'

'শহরে যেন মেলা বসেছে। সান্তা ফে, র‍্যাটন, ডুরাংগো—কোত্থেকে আসেনি।'

পরিচারিকা কফি নিয়ে এলো। ব্রেকফাসট টেবিলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলাম আমরা। তারপর এক সময় উঠে পড়লাম আমি, বিদায় জানাতে ও দোরগোড়া অবধি এলো। আমার কাঁধে হাত রাখলো বেলা। 'থেকে যাও, নীল···যেও না।'

'সম্ভব নয়·· প্রচুর কাজ।'

রাস্তায় লোকজনের ভিড়, সভাস্থলের কাছে কয়েকটা ওয়াগন দাঁড়িয়ে—আগেভাগে ভালো জায়গা দখল করছে দর্শকেরা। অফিসে ফিরে দেখলাম অ্যানজেল বসে আছে। পরনে কালো ফ্রক কোট, চিকন টাই। ও হাসলো কিন্তু চোখদুটো থমথমে। 'যা, আচ্ছা করে ভাষণ দে,' ওকে প্রফুল্ল করে তুলবার প্রয়াস পেলাম।

অফিসে রইলাম আমি। ক্যাপ চারপাশ ঘুরে দেখতে গেল, সিংহ-শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে খবর জোগাড় করবে।

টম ওয়াটকিনসের চিহ্নমাত্র নেই, জেল এলাকা শান্ত। জোনাথন হার্সটকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আমার ডেপুটিরা ছটফট করছে, ওদের প্রায় সবাই বিবাহিত—বউ-ছেলেমেয়ের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে চাইছে।

দুপুর নাগাদ মা এবং ছোটরা এলো। মা বাকবোর্ডে, চালক জো। মায়ের জন্যে প্রথম সারিতে একটা আসন রেখেছে বিল। এই প্রথম অ্যানজেলের ভাষণ শুনবেন তিনি। সে-কালে মানুষ বক্তৃতা ভালোবাসতো। সুন্দরভাবে গুছিয়ে কেউ কথা বলতে পারলে, তাকে সমীহের চোখে দেখা হতো।

আমার পরনে আজ কালো বনাতের প্যানট, ছাই রঙের শার্ট, বেনি-করা কালো স্প্যানিশ ধাঁচের জ্যাকেট এবং কালো হ্যাট। হাল ফ্যাশনে প্যানটের ঝুলে বুট ঢাকা পড়েছে।

ঠিক ভরদুপুরে ক্যারিব্যু ব্রাউন শহরে ঢুকলো, সাথে উইলিয়ম স্যাম। শেয় ওদের আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানাতে আমি স্যালুনে গেলাম। ওরা তখন সবে বারে দাঁড়িয়ে ড্রিংকস নিয়েছে।

'ঝটপট খেয়ে ভাগো।'

এক সাথে ওরা ঘুরলো আমার দিকে। 'তুমি তো আচ্ছা লোক, বাপু' বললো ব্রাউন, 'একটু আমোদ-ফুর্তিও করতে দেবে না।'

'সরি।'

কথাটা ওদের মনঃপুত হয়নি টের পেয়ে ওখানে রয়ে গেলাম আমি। ওদের পান শেষ হতে বললাম, 'এখুনি রওনা দিলে সন্ধ্যের আগেই ভেগাসে পৌঁছুতে পারবে। কথা না শুনলে বিপদ হবে, জেলে পুরবো।'

'অপরাধ?'

'সন্দেহজনক গতিবিধি, সরকারি দায়িত্বপালনে বাধাপ্রদান···ভেবে-চিন্তে আরও কিছু যোগ করবো।'

এরপর আর কথা বাড়ালো না ওরা. স্যাডলে চেপে বিদেয় হলো। আমিও হাঁফ ছাড়লাম। দুটোই পরিচিত মাস্তান, সেটেলমেনট আউটফিটের লোক।

ক্রমশ জনশূন্য হচ্ছে পথঘাট, সভাস্থলে ভিড় জমাচ্ছে সবাই। ওখানে তুমুল ব্যানড বাজছে এখন। রাস্তা এতই ফাঁকা যে ফুটপাতে আমার হিলের শব্দ স্পষ্ট শোনাচ্ছে। দুর্গে ফেটারসনের সেলে গেলাম আমি বাইরে শেয়া পাহারায় রয়েছে।

'হ্যালো, ফেট।'

উঠে গরাদের কাছে এলো সে। 'সত্যি—আমার সেলে গুলি করেছিল ওরা?'

'কেন—তুমি অন্য কিছু আশা করেছিলে নাকি? জোনাথন জানে, ফেট, তুমি ওকে ফাঁসাতে পারো। একটা কিছু তো করতেই হবে তাকে।'

নিজের গালে হাত বুলালো ফেটারসন। সন্ত্রস্ত ভাব। 'আচ্ছা, কোন ভূতে পেলে মানুষ জড়ায় এ-সবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সে। 'অথচ আমি বেঈমানি করিনি।'

'কী করবে বলো—লোকটার স্বভাবই ওই রকম। যদ্দিন কাজ পেয়েছে পিঠ চাপড়েছে, তারপর যে-ই প্রয়োজন ফুরিয়েছে, হাত ধুয়ে ফেলেছে সে। ফেট, তুমি এমন লোকের প্রতি অনুগত, যে এর মর্মই বোঝে না।'

'মে-বি।'

ব্যানড শুনছে ও, 'মাই ডার্লিং নেলি গ্রে' গানের সুর বাজছে। 'সত্যিই, ওই দিনগুলোই বড় ভালো ছিলো,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো ফেটারসন।

'যাই,' বললাম আমি, 'সভা আরম্ভ হতে দেরি নেই।'

আমি যখন বেরিয়ে আসি তখনো সে গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে। শেয়া উঠে আমার পেছন পেছন বাইরে এলো। 'গোলমাল হবে?'

'যে-কোনো মুহূর্তে।'

'ঠিক আছে,' শটগানটা কোলে করলো সে, 'আমিও তৈরি।'

শ্রোতাদের সঙ্গে কাউকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বিল। থেমে, শুনতে লাগলাম আমি। সান্তা ফে থেকে আগত বক্তা, অ্যানজেলের আগে এই ভদ্রলোকই বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, যদিও এতদূর থেকে দু-একটা টুকরো শব্দ ছাড়া কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। তারপর সহসাই ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো. হকচকিয়ে গেলাম আমি।

জেলের সামনে আচমকা রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা, নগ্ন পা।

নিশ্চয়ই রাতে কারো বাসায় লুকিয়েছিল। আটজন, প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল। সব পরিচিত মুখ, সেটলমেনট আউটফিটের লোক, ওদের লক্ষ্য আমি।

জেলখানার কাছেই রয়েছে ওরা। ভেতরে বড়জোর দুজন আছে। রাস্তার উলটো দিকে, আমার পেছনে রয়েছে শেয়া। আমি সরে না গেলে কিছুই করতে পারবে না ও, অথচ আমার সরবার উপায় নেই—যেখানে থাকলে ওদের সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবো, সেখানেই থাকতে হবে।

ডান দিকে ঘুরে মাঝ রাস্তায় গিয়ে ওদের মুখোমুখি হলাম আমি। মাঝে ব্যবধান ষাট গজ।

বেকায়দায় পড়েছি তবু ঘাবড়ালাম না। ওরা আটজন, কিন্তু জানে মরবার আগে অন্তত একজনকে মারবো আমি···সেই একজন কেউই হতে চাইবে না।

'কত করে পাচ্ছো এ-জন্যে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম। 'মাথাপিছু পঞ্চাশ ডলার? এর বেশি জোনাথন দেবে বলে তো মনে হয় না···পাওনা অ্যাডভানস নিয়েছো তো?'

'চাবি দাও!' লোকটার নাম স্টট। 'ছুঁড়ে দাও এ-দিকে।'

'কে, স্টট না? দরকার হলে জেলখানা থেকে নাও গিয়ে।'

'চাবি!'

স্টটকে খুন করবো আমি। ওই নেতা। সম্ভব হলে আরো কজনকে মারবো।

ওদের পেছনে নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছি রাস্তায়। কিন্তু চোখ সরাতে সাহস পেলাম না। হাঁটতে শুরু করলাম, ওদের গায়ের ওপর গিয়ে

পড়তে পারলে গুলি করতে সাহস পাবে না—ক্রসফায়ারে নিজেরা মারা পড়বার আশঙ্কা থাকবে। এ-বার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নড়াচড়া, যখন উপলব্ধি করলাম ও কে, ভীষণ হকচকিয়ে গেলাম—অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতো ওরা আমায়।

রোসাবেলা।

একা নয়। সঙ্গে ছজন ভ্যাকুয়েরো, প্রত্যেকের হাতে উইনচেস-টার। উদ্যত।

'খেল খতম,' বললাম আমি, 'হাতিয়ার ফেলে দাও।'

খেঁকিয়ে উঠলো স্টট। 'তোমার মতলবটা—' পেছনে সাতটা উইনচেসটার একযোগে কক করবার শব্দে চমকে ঘাড় ফেরালো সে। হয়ে গেল মীমাংসা...সাধ করে পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে খোয়াবার শখ ছিলো না কারো। নিরস্ত্র করে জেলখানায় আটকে রাখলাম ওদের।

জেল গেটের সামনে বেলা তার ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এলো। 'মিগু-য়েল ওদের আসতে দেখেছিল,' বললো ও, 'তাই আমরা সাহায্য করতে এলাম।'

'সাহায্য কি? তোমরাই তো করলে সব।'

ওখানে দাঁড়িয়ে কথা বললাম আমরা, তারপর ওর ঘোড়ার পাশা-পাশি হাঁটতে হাঁটতে সভাস্থলে গেলাম। এই দিককার ঝামেলা চুকলে জোনাথন হার্সটের পিছু নেবো আমি। অ্যারেসট করবো তবে জেলে পোরার ইচ্ছে নেই। বুড়ো মানুষ, সাজা হিশেবে পরাজয়ের গ্লানিই যথেষ্ট। উচিত শিক্ষা হয়েছে তার। সেনট ভ্রেইন, রোমেরো এঁরা সম্মত হলে শহর থেকে তাড়িয়ে দেবো বাপ-বেটিকে।

অ্যানজেলের পরিচিতি শেষ হয়েছে। ও উঠে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালো। মিষ্টি ওয়েলশ টানে আরম্ভ করলো ভাষণ। ধীরে ধীরে বলছে, এতক্ষণ সবাই যে-ধরনের মেঠো বক্তৃতা শুনছিল সে-রকম করে নয়। নিজের বাসায় বসে বন্ধুদের সাথে মানুষ যেভাবে কথা বলে তেমনি বৈঠকি ঢঙ, তবে ক্রমশ তেজ বাড়ছে গলায়, আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠছে।

একটা দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে গর্বে ফুলে উঠলো আমার বুক। মঞ্চের ওই লোকটা আমার ভাই…অ্যানজেল। এর সাথেই বেড়ে উঠেছি আমি, ঘর ছেড়েছি, গরু ধরেছি, ইনডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

এখন এক অভূতপূর্ব শক্তি জেগে উঠেছে ওর মাঝে: এর উন্মেষ ওর চিন্তায় ভাবনায়, ওর হৃদয়ে। আজ দেশ কী চায় এবং কী করা প্রয়োজন সে-কথা বলতে গিয়ে ও ব্যবহার করছে ওদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, মুখের বুলি। মুহূর্তে আপন করে নিচ্ছে সবাইকে।

ঘুরে দালানকোঠার মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে ফিরতি পথ ধরলাম আমি। যখন রোদতপ্ত রাস্তায় উঠলাম, টম ওয়াটকিনস দাঁড়িয়ে সেখানে।

জায়গায় জমে গেলাম আমি। ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না, ব্রিমের নিচে শুধু আলোছায়ার খেলা।

দাড়ি কামায়নি, নোংরা জামাকাপড়—কোনো লোকের মাঝে এমন বুনো শারীরিক শক্তির আভাস আমি জীবনে দেখিনি।

'হ্যালো, টম?'

'পথ ছাড়ো, ও'নীল, আজ ওকে শেষ করবো।'

'নিজের ভবিষ্যৎ গড়ছে ও,' বললাম আমি, 'তুমি ওকে সাহায্য করেছো, টম। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে।'

বোধ হয় আমার কথা কানে পৌঁছায়নি ওর। সরাসরি তাকিয়ে আছে।

'খুন করবো ওকে,' বললো সে, 'আরো আগেই করা উচিত ছিলো।'

কথা বলছি আমরা, আলাপের ভঙ্গিতে, কিন্তু আমার মাথায় সতর্ক-ঘণ্টি বেজে উঠেছে। ক্যাপ যেন কী বলছিল? ও খুনী এবং কেউ ওকে না থামানো অবধি একটার পর একটা খুন করে যাবে।

এই লোকই ডুরাংগো কিড, এড ফ্রাই আর চিকো ক্রুযকে মেরেছে···চিকো এমনকি গুলি ছুঁড়বার অবকাশ পর্যন্ত পায়নি।

'সরে যাও, নীল,' বললো ও, 'তোমার ওপর আমার রাগ নেই, আমি—'

আমাকে খুন করতে যাচ্ছে ও।

মারা যাচ্ছি আমি···সন্দেহ নেই।

হোক, তবু ওর বেঁচে থাকা চলবে না। অ্যানজেলকে তার ভবিষ্যৎ গড়বার সুযোগ দিতে হবে। আমি বংশের কালি···সে-ক্ষেত্রে আমারই প্রাপ্য এটা।

এর আগেও অ্যানজেলকে সাহায্য করতে একবার এগিয়েছিলাম, এখন আবার এগোবো।

আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই রাস্তায়। কেবল টম ওয়াটকিনস, আমার প্রাণের বন্ধু, এবং আমি। এই ঘটনার আগে আমার জন্যে বহু কিছু করেছে ও, এক নদীতে জলপান করেছি, একত্রে লড়েছি

ইনডিয়ানদের সাথে…

'টম,' বললাম আমি, 'পারগ্যাটরির সেই উত্তপ্ত বিকেলের কথা মনে পড়ে। সে-দিন আমরা…'

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, জিভে নোনা স্বাদ পাচ্ছি। ওর শার্টের বোতাম কোমর অবধি খোলা, বিশাল ছাতির লোম, বেলটের চওড়া বাকল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হ্যাট কপালের ওপর নামানো, চেহারা ভাবলেশহীন।

এ সেই টম ওয়াটকিনস, আমার বন্ধু…কেবল আজ যেন অচেনা মনে হচ্ছে।

'তুমি সরে যাও, নীল,' বললো টম, 'আমি খুন করবো ওকে।'

অবলীলায় কথাগুলো বলছে। জানি আমি নিরুপায়, অথচ এই লোকই আমার শিক্ষাগুরু, বই পড়তে দিয়েছে, একদা বহু সুখদুঃখের সাথী।

'আমি থাকতে নয়,' মৃদু গলায় বললাম। নিমেষে হোলসটারে হাত বাড়ালো সে।

ও ড্র করবার এক মুহূর্ত আগেই টের পেয়েছিলাম কী ঘটতে যাচ্ছে। একটি মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু সেটাই আমার মস্তিষ্ক সচল করলো।

চকিতে পিস্তল বের করলাম আমি, ওরটাও উঠে এসেছে, অপলক তাকিয়ে আছে, শাদা আগুনের মতো জ্বলছে চোখজোড়া। আমার পিস্তলের মাথায় তাজা রক্ত গোলাপ ফুটেছে, ঝাঁকুনি অনুভব করলাম হাতে। দ্রুত, বাঁয়ে এক কদম এগিয়ে আবার গুলি করলাম।

ও দেখছে আমাকে, এ-বার ট্রিগার টিপলো, কিন্তু ফসকে গেল বুলেট। বুড়ো আঙুলে হ্যামার টেনে বললাম, 'ড্যাম ইট, টম…'

গুলি করলাম ওর বুকে।

এখনো দাঁড়িয়ে আছে টম, নুয়ে পড়ছে গান মাযল, দেখছে আমাকে।

শোকের ছায়া ঘনালো ওর চোখে, পিস্তল ফেলে দিয়ে এগোলো আমার দিকে। 'ও'নীল···নীল, কী···' একটা হাত বাড়ালো সামনে, কিন্তু আমি ধরবার আগেই লুটিয়ে পড়লো।

ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়লো ও, অস্ফুটে গোঙালো, তারপর আধপাক ঘুরলো। হাঁটু গেড়ে আমি ওর মাথা কোলে তুলে নিলাম, হাত চেপে ধরলাম শক্ত মুঠিতে।

'নীল···নীল, ড্যাম ইট, আমি···' ফ্যাসফ্যাসে গলায় নিশ্বাস নিচ্ছে ও, বুকের কাছে রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে শার্ট।

'বই,' ফিসফিস করে বললো টম, 'বইগুলো···নিও।'

ওভাবেই মারা গেল সে, আমার কোলে, আমার হাত চেপে ধরে। যখন তাকালাম সামনে, রাস্তায় অসংখ্য মানুষ—অ্যানজেল, বেলা এরাও রয়েছে।

এবং জোনাথন হার্সট।

ভিড় ঠেলে জোনাথনের মুখোমুখি হলাম আমি। 'বেরিয়ে যাও শহর থেকে,' বললাম ওকে। 'এক ঘণ্টা সময় দিলাম। ফের কোনো দিন ত্রিসীমানায় দেখলে খুন করবো।'

সটান ঘুরে চলে গেল সে। আধ ঘণ্টার মাঝে খবর এলো, বাকবোর্ডে চেপে শহর ছেড়ে গিয়েছে হার্সট, সঙ্গে কিটিও রয়েছে।

'এটা আমার লড়াই ছিলো, নীল,' ম্লান সুরে বললো অ্যানজেল, 'আমার লড়াই।'

'না, আমার। একদম শুরু থেকেই। বোধ হয় ও জানতো সেটা। সম্ভবত আমরা দুজনেই জানতাম...তবে আমার ধারণা সবার আগে বুঝেছিল ক্যাপ।'

মোরার পাহাড়ে থাকি আমরা, মাঝে মাঝে সান্তা ফেতে, রোসাবেলা আমি...দুটি রাজ্যে ষাটহাজার একর জমি আর অসংখ্য গরু আছে আমাদের। অ্যানজেল, ও এখন স্টেট সিনেটর—আরো বড়-কিছুর লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে।

সন্ধ্যায়, যখন দিনের সমস্ত আয়োজন ফুরোয় সেইসব স্মৃতি মনে পড়ে আমার : দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্য, দূর-আকাশে সিঁদুর-মেঘের বসতি, শিশিরের শব্দের মতন আঁধার নামছে পাহাড়ে—টেনেসির পার্বত্যাঞ্চল থেকে দুটি কিশোর যাত্রা করেছে পশ্চিমে, তাদের নীড় গড়তে।

আমাদের আবাস আমরা পেয়েছি, হাড়ভাঙা খাটুনিতে সোনা ফলাচ্ছি তাতে। সেই ঘটনার পর থেকে, যে-দিন মোরার রাস্তায় বন্ধু টম ওয়াটকিনসকে খুন করলাম, আর কোনো দিন কোনো মানুষের দিকে পিস্তল তাক করিনি আমি।

করবোও না...

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes), ধাঁধা ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন]

মোঃ আফজাল হোসেন বাচ্চু

বি. ডি. আর. রোড, পোঃ ও জেলা লালমনিরহাট।

আমি সেবা প্রকাশনীর বই বলে কাঠগড়ার মানুষ বই তিনটি কিনে ঘরে ফেলে রেখেছিলাম, এতদিন পর বই তিনটি পড়ে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছি। সত্যি, কাজীদা, বই তিনটির তুলনা নেই। এতদিন পরে পড়ার জন্য এখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি। লেখকের সাবলীল বর্ণনায় মনে হয়েছে প্রত্যেকটি কেস যেন এক একটি সার্থক ছোট গল্প। এজন্যে লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনার নিকট অনুরোধ রইল এই বইয়ের আরো কয়েকটি খণ্ড

প্রকাশ করুন।

* ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

রফিউল করিম (সুন্নু)

দামোদর, খুলনা।

কাজাদা, আমার প্রতিবেশী এক বড় ভাইয়ের সাথে গল্প করার সময় কথা প্রসঙ্গে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন্ লেখকের বই পড়তে ভালবাস?' আমি সগর্বে আপনার নামটা উচ্চারণ করলাম এবং বললাম, 'অবসর সময়গুলো সেবার বই পড়েই কাটাই।'

উনি বললেন, 'ওসব বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করো না।'

বেশ ধৈর্যের সাথে ক্রোধ দমন করে চুপ হয়ে গেলাম। বলুন তো, ওনাকে কি জবাব দেয়া উচিত ছিল?

* আমার মনে হয় চুপ হয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

মমিনুল ইসলাম লিটন

৩/২০, মালিবাগ কলোনী, ঢাকা-১৯।

সেদিন বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্রিকা দেখছিলাম। লক্ষ্য করলাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন কিশোর (স্কুল ছাত্র), হাতে ব্যাগ ভর্তি বই, বোধ হয় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। 'প্রাচীন নগরী' বইখানা হাতে নিয়ে একজন অপরজনকে বলছে: কাল থেকে তো পরীক্ষা শুরু, আব্বু রোজ পাঁচ টাকা করে দেবে; রোজ দু'টাকা খাব, বাকীটা জমিয়ে চারদিন পর বইটা কিনে ফেলবো।

ঘটনাটা দেখার পর থেকে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেলো, কাজীদা। আপনি শুধু বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলেননি; পাশাপাশি এই কিশোর ছেলেদেরকে সঞ্চয়ী এবং সংযমী হতেও

সাহায্য করছেন।

* যে প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়, সেসব আমার ঘাড়ে চাপানো ঠিক হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ী ও সংযমী হওয়ার ব্যাপারে আমার ভূমিকা নেই, আমরা শুধু আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছি। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সেলিম রেজা

বন্যা, মালতীনগর, বগুড়া।

'ওয়ানটেড' খুব ভাল লেগেছে। 'অ্যামিটিভিলের আতঙ্ক' একদম ভাল লাগেনি। দুঃখিত। ভাল ও খারাপ সবকিছুর জন্যই লেখক এবং প্রচ্ছদ শিল্পীদের ধন্যবাদ।

'তিন গোয়েন্দা'র কোন খবর নেই কেন? শুধু বলছেন আসছে আর আসছে। কিন্তু কই? নাকি রকিব ভাই আমাদের অজান্তে 'তিন গোয়েন্দা'কে কোন কাজে পাঠিয়েছিলেন, হাত পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। তবুও তো এতদিন লাগার কথা না। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করুন। অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

* আর ক'টা দিন।

তৌহিদুল ইসলাম রাজু

পোঃ খলিলগঞ্জ, জেলা : কুড়িগ্রাম।

কামিনী পড়লাম, ছোটখাট দুই একটি মুদ্রণ বিভ্রাট ছাড়া বইটি দারুণ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিন পর সেবা থেকে এ ধরনের একটি উপন্যাস পেলাম। হাকিম সাহেবকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন। আর, হ্যাঁ, হাকিম সাহেবকে এ ধরনের আরও ক'টি রোমাঞ্চোপন্যাস লিখতে বলবেন।

* বললাম।

রাশু, রানু

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম।

ওয়েস্টার্ন সিরিজের বই 'ওয়ানটেড' পড়লাম। প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে। এরকম সুন্দর প্রচ্ছদ উপহার দেয়ার জন্যে প্রচ্ছদ শিল্পীকে ধন্যবাদ। কিওয়া এবং ববের অন্যান্য সঙ্গীদের পরিণতি দুঃখজনক। সুন্দর একটা বই উপহার দেয়ার জন্য রওশন জামিলকে ধন্যবাদ।

* পৌঁছে দিলাম।

ভুলোমন,

বাংলাদেশ।

আমি যখন ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি তখন বড় ভাই-বোনকে সেবার বই পড়তে দেখতাম। বইগুলির ভেতর কি আছে তা জানতে না পারলেও, বইগুলি যে খুব আনন্দ দেয়, তা বুঝতে পারতাম বইগুলি পড়ার সময় পাঠকের (বড় ভাই-বোনের) মুখের ভাব দেখে। আর বইয়ের ভেতরের লেখাগুলি পড়তে না পারলেও, অর্থাৎ সুযোগ না পেলেও বইয়ের উপরে লেখা—কাজী আনোয়ার হোসেন, মাসুদ রানা—ইত্যাদি লেখাগুলি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, তাছাড়া বইয়ের পেছনে সেবার প্রজাপতি মার্কা মনোগ্রামটা আমার মনের পর্দায় গেঁথে গিয়েছিল।

অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, আপনার বই পড়ার আগেই সেই ৪র্থ শ্রেণী থেকেই আপনাকে আর সেবা-কে ভালবেসে আসছি। কিন্তু ভালবাসলেও সেবার বই পড়ার সুযোগ এত সকালে আমার হয়নি। তবে ইদানীং ('৮৪ থেকে) সেবার কিশোর ক্লাসিক, কিশোর থ্রিলার কুয়াশা ইত্যাদি বই প্রায় সবগুলিই পড়ছি।

* ভেরি গুড। কিন্তু নিজের নাম ঠিকানা কোথায়?

ডীনা

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

'কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো' ও 'প্রিজনার অভ জেনডা' বই দুটি পড়লাম। এক কথায় অপূর্ব লাগলো।

বই দুটির জন্য নিয়াজ মোরশেদ ভাইয়াকে আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিবেন। আসাদুজ্জামান ও সিরাজুল হককে সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ।

আর রকিব ভাইকে বলবেন, 'তিন গোয়েন্দা' সিরিজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁর ভক্তদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত।

* ধন্যবাদ ও অনুযোগ পৌঁছে দিলাম।

বাপ্পী

জে, এম, সেনগুপ্ত রোড, চাঁদপুর।

কাজীদা, রহস্য পত্রিকাতে লেখার জন্য কোন সম্মানীর ব্যবস্থা আছে কি?

* হ্যাঁ। আগে কোন কোন লেখার জন্য তিন, চার বা ছয় সংখ্যা পত্রিকা দেয়া হতো—এখন খোলাচিঠি, কৌতুক বা উদ্ধৃতি ছাড়া প্রতিটি লেখার জন্য টাকা দেয়া হচ্ছে সম্মানী হিশেবে। পাঠকের গল্প, ক্রাইম রিপোর্ট, প্রতিবাদ, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, বিব্রতকর অভিজ্ঞতা, মনের জানালা, তিক্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সব রচনার জন্যেই টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৌহিদুল ইসলাম রাজু

পোঃ খলিলগঞ্জ, জেলা : কুড়িগ্রাম।

আচ্ছা, কাজীদা, সেবার লেখক আসাদুজ্জামান ও প্রচ্ছদ শিল্পী আসাদুজ্জামান কি একই ব্যক্তি ?

* হ্যাঁ।

ইকবাল শাহজাদ
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

নগ্নমুখ পড়ে একজায়গায় খটকা লাগল। ডাঃ শরীফকে একটি 'লিমোজিন' গাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করছে। বইটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বন বলেই হয়তো লেখক 'লিমোজিন' গাড়ির নাম পরিবর্তন করেননি। কিন্তু আমার জানা মতে লিমোজিনের মত দামী গাড়ী বাংলাদেশে নেই। তাছাড়া লিমোজিন যে আকারের তা বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাস্তায় চলাচলে অনুপযোগী। যাই হোক, ছোটখাটো ভুল ক্রটি বাদ দিলে বইটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। ধন্যবাদ, মামনুন শফিক।

মেহেবুব আহমেদ
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

কিশোর ক্লাসিক, কিশোর থ্রিলার আর ওয়েস্টার্ন—এই তিনটি সিরিজের বইগুলি আমাকে আনন্দ দেয়। তাই কষ্ট করে রিক্সা ভাড়া বাঁচিয়ে এই বইগুলি কিনে যখন পড়ি তখন কোন কষ্টই আর কষ্ট মনে হয় না। তাই মন পাগল করা এই বইগুলি উপহার দেয়ার জন্য সেবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

* ধন্যবাদ।

মোঃ আনিসুর রহমান (মানিক)
কামাল কাছনা, রংপুর।

'আর কতদূর' বইটি পড়লাম। বইটির প্রচ্ছদ আমার ক্ষুদ্র লাই-ব্রেরীর শোভা বৃদ্ধি করছে।

সেবা প্রকাশনীর বই যে অবসরের সঙ্গী তা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। 'আশিদিনে বিশ্বভ্রমণ' বইটি আমার হারিয়ে গেছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ বইটি পুনরায় প্রকাশ করে আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরীর জায়গা পূরণ করবেন। 'আর কতদূর' বইটির লেখক এবং প্রচ্ছদ শিল্পীর প্রতি রইল আমার অশেষ ধন্যবাদ।

* পৌঁছে দিলাম। ...আশিদিনে বিশ্বভ্রমণ রিপ্রিন্ট করা হয়েছে।

মো: মোস্তাফিজুর রহমান ও ফাহ্‌মিদা রহমান

ন্যাশনাল জুট মিল, ঘোড়াশাল, ঢাকা।

বই তো নয় যেন একটা জ্যান্ত অ্যাটম বোমা। 'উপরে নির্বাক নীল আকাশ'—শুরুটাই কত চমৎকার, তাই না? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, আমরা আলীমুজ্জামান রচিত 'মরুসৈনিক'-এর কথাই বলছি। এর আগে সাইন্স ফিকশন "সন্ধানী" উপহার দিয়ে উনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। 'মরুসৈনিক' হাতে নিয়ে অবজ্ঞাভরে বইটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, সাইন্স ফিকশনের লেখক 'ওয়েস্টার্ন' কী ফুটিয়ে তুলতে পারবেন? কিন্তু বইটা পড়ার পর আমাদের দু'জনের চোখই চড়কগাছ। সত্যিই বইটা চমৎকার হয়েছে। ভাবতেই পারিনি আলীমুজ্জামান 'সাইন্স ফিকশন' ছাড়া 'ওয়েস্টার্নেও' সমান পারঙ্গম। ওঁকে আমাদের অন্তরের আনন্দ বার্তা পৌঁছে দেবেন এবং সেই সঙ্গে রইলো 'রোমাঞ্চোপন্যাস' লেখার আমন্ত্রণ।

মনোয়ার হোসেন

মুখতার বিড়ি ফ্যাক্টরী, হরিয়ান বাজার, রাজশাহী।

গত ২৩. ৯. ৮৬ তারিখে বি. টি. ভি-তে 'দি অ্যাডভেনচার অব শার্লক হোমস্'-এর শেষ পর্ব দেখলাম। জীবনে কোনদিন এতটা দুঃখ পাইনি (বাস্তব বা অবাস্তব ক্ষেত্রে), হোমস্-এর মৃত্যু দেখে যতটা পেলাম। সম্পূর্ণ ভারমুক্ত মন এখনো ফিরে পাইনি। কাজীদা, দোহাই আপনার, মাসুদ রানাকে নিয়ে সেরকম কোন চিন্তা করবেন না। হোমস্-এর মৃত্যুদৃশ্য দর্শনে পানি ঝরেছে চোখ থেকে, মাসুদ রানার ওরকম কিছু ঘটলে (আপনি ঘটালে) জানি না কি হবে। আমার মত আরো যারা রানার ভক্ত, তাদের সবার পক্ষ থেকে আপনাকে সবিশেষ অনুরোধ ও উপরোধ করছি এ ব্যাপারে।

মোঃ সুলতান মাহ্মুদ

সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাসা নং সি, ২৫, নারায়ণগঞ্জ।

আমার শুভেচ্ছা নিবেন। এইমাত্র শেষ করলাম কিশোর ক্লাসিক-১৯ 'চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট'। এক কথায় অপূর্ব হয়েছে আর সুন্দর ও সহজ ভাষায় অনুবাদের জন্য লেখককে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। জ্যাকব আর্মিটেজের চরিত্রটি আমাকে অভিভূত করেছে। আর এডওয়ার্ডের চরিত্রটিও আমার কাছে খু···ব ভাল লেগেছে।

* জেনে সুখী হলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডারযোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

একখণ্ডে সমাপ্ত পিশাচ-কাহিনী

উত্তরাধিকার

রচনা: কাজি মাহবুব হোসেন

বিষয়: প্রায় চারশো বছর বেঁচে আছে পিশাচ-সাধক মাউন্ট-ওলিভ। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না পেলে ক্ষমতা ও সম্পত্তি হস্তান্তর করে নিশ্চিন্তে মরতেও পারছে না।

ছয়জনকে ডেকে পাঠালো সে। তাদের মধ্যে একজনই কেবল পেতে পারে চরম ক্ষমতা। — কিন্তু কে সে?